বংশ পরিচয়

(সপ্তদশ খণ্ড)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত।

আশ্বিন—১৩৪৩

মূল্য ২৲ টাকা

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অষ্টাদশ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

উমাশঙ্কর প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কোঙার

১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

সূচীপত্র

———

বংশ-পরিচয়

অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ও মহৎ চরিত্র পুরুষ ছিলেন। জগতে যাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন প্রথম জীবনেই তাঁহাদের প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠ্যজীবনে বিদ্যালাভের জন্য, জ্ঞানের জন্য যাদবচন্দ্রের অসীম ধৈর্য্য ও চেষ্টার কথা আলোচনা করিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইতে হয়।

স্বর্গীয় অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার পাঁচ মাইল দূরে তেঁতুলিয়া নামক একটি গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, সামান্য জমি জমার আয়ে তিনি কোন প্রকারে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। ভাইভগিনীদের মধ্যে যাদবচন্দ্রই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

যাদবচন্দ্রের বাল্যকালেই প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। অতি অল্প বয়সেই তিনি 'বর্ণপরিচয়' পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে স্থানীয় পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া

হয়। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি ময়মনসিংহে গিয়া তত্রত্য উকীল ও যাদবচন্দ্রের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কালীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে থাকেন। ঐ বাসা বাড়ীতে ভাদুড়ী মহাশয়ের পরিবারবর্গ থাকিতেন না, সুতরাং ঐ গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত আরও কয়েক জন সতীর্থের সহিত যাদবচন্দ্র নিজেরাই রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আহারাদি করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কাল যাদবচন্দ্র উক্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করেন, হৃদয়বান্ যাদবচন্দ্র পরবর্ত্তী জীবনে এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। ওকালতী হইতে অবসর লইবার পর কালীনাথ ভাদুড়ী মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন যাদবচন্দ্র বরাবর তাঁহাকে ২৫৲ পঁচিশ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পারিবারিক বিপদে অর্থ দিয়াছেন। এই সময়ে মাসিক এক টাকা স্কুল মাহিনা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় তাঁহার ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া সম্ভব হয় নাই, তাঁহাকে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে চার আনা মাহিনায় ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল। অতঃপর ময়মন-সিংহএর একটি জমিদারী কাছারীতে যাদবচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের একটি চাকুরী হয়, কিন্তু তিনি বেশীদিন ঐ কাজ করিবার অবসর পান নাই। মাত্র তিন মাস কাজ করিবার পর নৌকাযোগে পুত্রকে লইয়া বাড়ী আসিবার কালে কৃষ্ণচন্দ্র কলেরা রোগে নৌকা মধ্যেই মারা যান। যাদব-চন্দ্র তখন একটি অপরিণত বুদ্ধি বালক মাত্র। অপরিচিত স্থানে পিতৃ-শোকাতুর বালক পুত্রের পক্ষে পিতৃদেহ দাহ করা যে কিরূপ বিপজ্জনক হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

পিতার জীবদ্দশায় যাদব চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হয়। তাঁহার পিতা সঞ্চিত সামান্য অর্থও রাখিয়া যান নাই, কেবল মাত্র কিছু জমাজমি রাখিয়া যান, তাহা হইতে বৎসরে ৬০।৭০৲ টাকা আয় হইত। কিন্তু এই

টাকাও নানা বৈষয়িক গোলমালে সব সময় ঠিকমত আদায় হইত না। যাদবচন্দ্রের মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, শ্রমপরায়ণা ও ধৈর্য্য-শীলা নারী ছিলেন ; অসীম ক্লেশে এই সময়ে তিনি সন্তান কয়টিকে পালন করিতেছিলেন। যাদবচন্দ্র অল্পবয়স্ক হইলেও মায়ের দুঃখ কষ্ট মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। এই সময়ে তাঁহার সম্মুখে দুইটি কঠিন সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, একটি সংসার প্রতিপালন, দ্বিতীয় নিজের পড়াশোনা।

পিতৃবিয়োগের পর যাদবচন্দ্রকে শারীরিক ও মানসিক অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। জমিজমার অতি সামান্য আয়ে ও মাতার রৌপ্যালঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া এই সময়ে তিনি সংসারের ব্যয় ও নিজের পড়াশোনার ব্যয় কোনক্রমে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শারীরিক কোন প্রকার শ্রম স্বীকারে যাদবচন্দ্র পরাঙ্মুখ ছিলেন না, গৃহের বিশেষ শ্রমসাধ্য কাজ, যাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব নহে তাহা তিনি নিজহাতে সম্পন্ন করিতেন। সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ তিনি নিজেই মাথায় করিয়া বহন করিয়া আনিতেন।

মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া যাদবচন্দ্র রাজসাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চার বৎসরের জন্য মাসিক ৪৲ চারি টাকা করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে জননীর একান্ত ইচ্ছায় তিনি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাওয়াখোলা গ্রাম নিবাসী নিষ্ঠাবান্ সৎ ব্রাহ্মণ ৺রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অষ্টম বর্ষীয়া লক্ষ্মী স্বরূপিনী কন্যা গিরিজা সুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি বর্ত্তমানে জীবিতা আছেন।

অতঃপর তিনি পুনরায় ময়মনসিংহ গিয়া কালীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া জেলা স্কুলে পড়িতে থাকেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র বলিয়া

স্কুলে তিনি 'ফ্রী' হইতে পারিয়াছিলেন। মাতাকে তিনি প্রতিমাসে বৃত্তির চার টাকাই পাঠাইয়া দিতেন, নিজের জন্য কিছুই রাখিতেন না। দুই বৎসর পড়িবার পর এই সময়ে যাদবচন্দ্রের এক অত্যন্ত অসুবিধা উপস্থিত হইল; তাঁহার আশ্রয়দাতা আত্মীয় কালীনাথ ভাদুড়ী মহাশয় এই সময়ে সেরপুরের সরকারী উকিল পদে নিযুক্ত হইয়া ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। ইহাতে নানাদিকে বিপন্ন হইয়া যাদবচন্দ্র আর্থিক অসুবিধায় তিন টাকা মাহিনাতে একটি বালকের গৃহশিক্ষতায় নিযুক্ত হন। এইরূপে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত আরও কয়েকবৎসর যাদবচন্দ্রকে নানাস্থানে অন্যান্য লোকের বাসায় থাকিয়া নানা অসুবিধার মধ্যে ময়মনসিংএর পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ পনের টাকা বৃত্তি লাভ করেন, অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন এ এফ্, এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি নিজের ব্যয় বহনের জন্য ১০৲ দশ টাকা রাখিয়া মাতাকে প্রতিমাসে ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইতেন। মাতৃভক্ত যাদবচন্দ্র তাঁহার অভাব-নিপীড়িতা স্নেহময়ী জননীর জন্য অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতেন এবং যতদিন মাতা জীবিতা ছিলেন, তাঁহার কষ্ট মোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, যাদবচন্দ্রের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন মধ্যগগনে ভাস্বর হইয়া দেখা দিলেন তাহার অনেক পূর্ব্বেই তাঁহার জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মাতাকে আর্থিক সুখে সুখী করিতে পারেন নাই বলিয়া পরবর্ত্তী জীবনে তিনি অনেক সময় আক্ষেপ করিয়াছেন।

যাদবচন্দ্র অর্থাভাবে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে না পারিয়া সতীর্থগণের নিকট চাহিয়া লইয়া তাহাদের পুস্তক পড়িয়া লইতেন। সংস্কৃত কোর্সের

প্রোফেসর রেভারেণ্ড কে এম্ ব্যানার্জ্জির নোট তিনি নকল করিয়া লইয়াছিলেন। এফ্ এ পড়িবার প্রথম বৎসরেই 'বাইবেল' পরীক্ষায় প্রথম হইয়া তিনি ৪৲ চার টাকা বৃত্তি পান, ইহাতে তাঁহার অর্থাভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত হয়।

দারিদ্র্য শিক্ষালাভের পক্ষে কতখানি অন্তরায় তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া উদার চরিত্র যাদবচন্দ্র ভবিষ্যতে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া নিজ বাড়ীতে রাখিয়া অনেক ছাত্রকে অন্নদান করিয়াছেন এবং অনেক ছাত্রকে অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। তাঁহাব দুস্থ আত্মীয়বর্গকেও তিনি চিরদিন যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, দুঃখীর দুঃখমোচনে যাদবচন্দ্র মুক্তহস্ত ছিলেন। মানুষ প্রকৃত মানুষ হইলে নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলেও দরিদ্রের দুঃখ অনুভব করিবাব শক্তি হারায় না। ইঁহারাই জগতে মহৎ চরিত্র বলিয়া বরেণ্য হইয়া থাকেন।

'জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন' এ যাদবচন্দ্র স্বর্গীয় খ্যাতনামা অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দের ছাত্র ছিলেন। গৌরীশঙ্কব তাঁহার এই প্রতিভাবান ছাত্রটিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় যাদববাবু প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এফ্ এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া যাদবচন্দ্র ২৫৲ পঁচিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ঐ সময়ে বি, এ পরীক্ষায় কোন বৃত্তি ছিল না, কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা বি, এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের মাসিক বেতন বেশী বলিয়া তাঁহার পক্ষে প্রেসিডেন্সীতে পড়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার—অথচ বি, এ পরীক্ষায় বৃত্তি না পাইলে তাঁহার পক্ষে এম্ এ পড়া অসম্ভব হইবে ইহা বুঝিতে পারিয়া যাদবচন্দ্র মহা চিন্তায় পড়িলেন, অবশেষে তিনি যথাক্রমে 'ক্যাথিড্রাল

মিশন' কলেজে (এখন উঠিয়া গিয়াছে) ইংরাজী ও গণিত এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন পড়িতে লাগিলেন।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে যাদবচন্দ্রের স্নেহশীলা জননী স্বর্গারোহণ করেন। যাদবচন্দ্র এই সময়ে মাতৃশোকে এবং বালিকা পত্নী ও ভ্রাতাভগ্নীদের লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমতী সুশীলা পত্নী শ্বাশুড়ীর অভাব ঘটিলে দেবর ও ননন্দাগণের সাহায্যে সংসারের শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, এই জন্যই যাদবচন্দ্রের পক্ষে পাঠ চর্চ্চা অব্যাহত রাখা সম্ভব হইয়াছিল।

নিজের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুইটির শিক্ষা সম্বন্ধেও যাদবচন্দ্র অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন, তিনি নিজে যখন এম্ এ পড়েন তাহার ভ্রাতা দুইটি তৎকালে সিরাজগঞ্জে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাদবচন্দ্র ঋণ করিয়া উভয় ভ্রাতার পাঠের ব্যয় বহন করিতেছিলেন।

যাদবচন্দ্র গণিত শাস্ত্রে এম্-এ পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে পুস্তক ক্রয় করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিল। এই সময়ে ভগবান তাঁহার সহায় হইলেন। তিনি ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর নীলাম হইতে ৮০৲ আশি টাকা মূল্যের পুস্তক ৯৲ নয় টাকায় খরিদ করিলেন। এম-এ শ্রেণীতে তাঁহার সহিত আরও দুইজন গণিত পড়িতেছিলেন; ইঁহাদের একজন রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রাজমোহন সেন, অপরজন স্বনামখ্যাত গণিত পুস্তক প্রণেতা ৺কালীপদ বসু। ইঁহারা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পাশ করেন।

এই সময়ে যাদবচন্দ্র সিটি কলেজে গণিতের অধ্যাপকের পদ পান এবং কলিকাতায় বাসা করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ উভয় ভ্রাতা এবং পত্নীকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। পিতৃ বিয়োগের পর তাঁহার দ্বিতীয়

ভগিনীর বিবাহ তাঁহার মাতাই দিয়াছিলেন, কিন্তু মাতার স্বর্গারোহণের পরে যাদবচন্দ্রই চেষ্টা করিয়া কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দেন। অতঃপর তিনি মধ্যম ভ্রাতা মুকুন্দচন্দ্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনমালীকে বি-এ পড়াইতে থাকেন এবং এই সময়েই মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মাইজখাড়া গ্রাম নিবাসী মহেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা নলিনীবালা দেবীর সহিত মুকুন্দ চন্দ্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার দুই মাস পরেই তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনমালীর সহিত সেরপুরের জমিদার বংশীয় স্বর্গীয় গিরীশ নারায়ণ মুন্সী মহাশয়ের কন্যা রাধাবিনোদিনী দেবীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ভ্রাতাদের পড়াশোনা, বিবাহ এবং পরবর্ত্তী কালে উভয় ভ্রাতার কঠিন রোগের চিকিৎসা, বায়ু পরিবর্ত্তন প্রভৃতির সকল ব্যয় যাদবচন্দ্র একাই বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার দুইটি ভ্রাতাই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইঁহারা খুব প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, জীবিত থাকিলে কৃতী হইতে পারিতেন আশা হয়। কনিষ্ঠের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে জানা যায় যে তিনি বৃত্তি লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন, মধ্যম ভ্রাতা আইন পড়িবার সময়ে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার একমাত্র কন্যা কুসুম সুষমা দেবীকে যাদবচন্দ্র ঢাকার খ্যাতনামা উকীল ৺আনন্দ চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রের সহিত বিবাহ দেন।

সিটি কলেজে যাদবচন্দ্রের কার্য্যকাল ছয় বৎসর হইয়া গেলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। তিনি আলিগড়ের 'এম্-এ-ও' কলেজের গণিতের অধ্যাপকের জন্য 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন; তদনুসারে যাদবচন্দ্র ঐ পদের জন্য দরখাস্ত করেন। অতঃপর সার সৈয়দ আহ্‌মদ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ উর্দ্দু ভাষায় নানারূপ আলাপ হয়। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজের

ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় সারদা রঞ্জন রায় মহাশয় 'এম্-এ ও' কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কোন কারণে মতান্তর হওয়ায় স্বাধীনচেতা সারদারঞ্জন অকস্মাৎ কলেজ হইতে চলিয়া আসেন। তখন সার সৈয়দ আমেদ যাদবচন্দ্রকে দুই বৎসরের চুক্তি করিয়া তৎক্ষণাৎ আলিগড় গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে বলেন, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ যাদবচন্দ্র বলেন, তিনি কলেজে একমাস পূর্ব্বে 'নোটিশ' না দিয়া কখনও সেই কলেজ ত্যাগ করিতে পারেন না। সার সৈয়দ জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি কলেজে কোন সর্ত্ত দিয়াছেন?" যাদববাবু তদুত্তরে বলেন, যদিও আমি কোন সর্ত্তে আবদ্ধ নহি, তথাপি আমি ন্যায়তঃ একমাস পূর্ব্বে নোটিশ দিতে বাধ্য।" সার সৈয়দ আহ্মদ ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কোনরূপ চুক্তি ব্যতীত একমাস পরে তাঁহাকে কার্য্যে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সার সৈয়দ আলিগড়ে অনেকের কাছে গল্পচ্ছলে এই কথা বলিতেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে যাদবচন্দ্র কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আলিগড যাইয়া তত্রত্য উকীল স্বর্গীয় জ্বালা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং আলিগড়ের তদানীন্তন অন্যতম উকীল স্বর্গীয় আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পরে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

যাদবচন্দ্র ২৮ বৎসর কাল আলিগড়ে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তথায় তিনি সর্ব্বজনসমাদৃত ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও তাঁহার অমায়িক মধুর চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হইয়া আলিগড়ের অধিবাসী শিক্ষিত সমাজ এবং কলেজের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রফেসরগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে

দেখিতেন। আলিগড় কলেজের ট্রাষ্টিদের অধীনে যে সকল কমিটি ছিল, তিনি তাহার সকল গুলিরই সদস্য ছিলেন। কয়েক বৎসর কলেজের 'ফাইন্যান্সিয়াল বোর্ডে'এর (Financial Board) রেজিষ্ট্রার ছিলেন এবং কলেজ সংক্রান্ত সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সূক্ষ্মভাবে ঠিক রাখিয়াছিলেন।

সার সৈয়দ আহ্মদের বাড়ীর কাছেই অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাংলোবাড়ী ছিল, সার সৈয়দ যাদবচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত দেখাশোনা করিতেন।

যখন যাদবচন্দ্র সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন, সেই সময় হইতে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গণিত পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ করেন, আলিগড় গিয়াও দুইবৎসর উহার জন্য তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইংরাজী পাটিগণিত প্রকাশিত হয়। অতঃপর বাংলা, উর্দ্দু, হিন্দী, মারাঠী, আসামী ও নেপালী ভাষায় উহার অনুবাদ হয়। তিনি স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীর জন্যও কয়েকখানি অঙ্কের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বীজগণিত প্রকাশিত হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র বহু অর্থব্যয়ে সিরাজগঞ্জে একখানি প্রকাণ্ড বসতবাটি নির্ম্মাণ করেন। যাদবচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণ আলিগড়ে শৈশব অতিবাহিত করার ফলে সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, এমন কি বাঙ্গালা ভাষা উচ্চারণ করাই তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য সন্তানগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া যাদবচন্দ্র অবসর গ্রহণের প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বেই পত্নী ও পুত্রকন্যাদিগকে দেশের বাড়ীতে রাখিয়া যান। যাদবচন্দ্রের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তার মধ্যে একটি কন্যা আলিগড়েই মারা যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় প্রফুল্ল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ বিএল

কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ছিলেন, সম্প্রতি দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-বি পূর্ব্বে আসাম গভর্ণমেণ্টের অধীনে এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন ছিলেন, বর্ত্তমানে কলিকাতায় থাকিয়া চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এস্-সি এবং পঞ্চম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ ইঁহাদের সাহায্যে নিজেদের প্রেস এবং পুস্তক প্রকাশাদি সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম পরিচালনা করেন। যাদবচন্দ্রের দুইটি কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী ময়মনসিং জেলান্তর্গত এলাঙ্গা গ্রামের জমিদার অন্ধকালী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত শরৎকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত বিবাহিতা হন, কনিষ্ঠা কন্যা চারুবালা দেবীর পাবনা জেলার অন্তর্গত জামিরতা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মৈত্র বি-এল্ মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়।

সুদীর্ঘ ২৮ আটাশ বৎসর কাল বিশেষ খ্যাতির সহিত এম্-এ-ও কলেজে অধ্যাপনা করিয়া যাদবচন্দ্র ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর লইয়া তিনি যখন দেশে চলিয়া আসেন তখন তাঁহার অভাব বেদনায় তথাকার অধিবাসীগণ যে কিরূপ মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিদায়কালীন সম্বর্দ্ধনা সময়ের অভিনন্দন পত্রখানি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। আসিবার কালে তাঁহাকে বারটি বিদায় ভোজে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সম্মানার্থে চারিটি উদ্যানভোজও দেওয়া হইয়াছিল। একটি বিদায় ভোজে কলেজ সংক্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ সমভাবে যোগ দিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদায়কালে কলেজের ট্রাষ্টিগণ অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটি সোনার চেনঘড়ি উপহার দেন, মুসলমান ছাত্রেরা তাহাদের প্রিয় অধ্যাপককে রৌপ্য চা পাত্র ও হিন্দুছাত্রগণ রৌপ্যচায়ের

আধার উপহার দিয়াছিল। গুণমুগ্ধ বন্ধুবর্গ মূল্যবান কার্পেট স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দিয়াছিলেন।

অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে দিন আলিগড় পরিত্যাগ করিয়া আসেন সেদিন তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য রেলওয়ে প্লাটফর্ম্মে অধ্যাপকগণ, ছাত্রবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার পর যখন ট্রেণ ছাড়িল তখন তাঁহার উপর অজস্রধারে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এইরূপে ক্রমে তিনি তাঁহার প্রিয় কর্ম্মভূমি আলিগড় হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন, প্লাটফর্ম্মের উপরে তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুমণ্ডলী ও ছাত্রবর্গ যাদবচন্দ্রের গমন পথের প্রতি বাষ্পাকুল লোচনে চাহিয়া রহিলেন। এই বিদায়ের দৃশ্য অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

অবসর গ্রহণের পর সিরাজগঞ্জে আসিলে যাদবচন্দ্রকে সেখানকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করা হয় এবং তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাদবচন্দ্রের জীবনের নিয়মানুবর্ত্তিতা, ধৈর্য্যশীলতা ও গভীর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ছাত্রগণের পক্ষে শিক্ষণীয় সন্দেহ নাই। বাল্য ও যৌবনে যাদব চন্দ্রকে কঠোর জীবন সংগ্রামে নিস্পেষিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান লাভের জন্য কোন দুঃখকেই বরণ করিতে তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। এই সুকঠোর দুঃখবরণ করিবার ফলেই তিনি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সকল বিদ্বান্ ও কৃতিপুরুষ সমগ্র ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা ও পাঞ্জাবে সর্ব্বজন পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন যাদবচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তকে ভুলক্রমে তাঁহার জন্মভূমিকে "ভারেঙ্গা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আলিগড় যাইবার পূর্ব্বে তিনি স্কুলের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন একথাও ভুল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ৬৮ আটষট্টি বৎসর বয়সে কলিকাতার ৭৪নং বেচুচ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটস্থ নিজ ভবনে রক্ত আমাশয় রোগে মহাপ্রাণ যাদবচন্দ্র স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র ও পুত্রবধূগণ পরিবৃত হইয়া তাঁহার কর্ম্ম-বহুল উন্নত জীবনের অবসানে পরম ধামে গমন করেন।

ঘাটাল—জলসরার বিশ্বাস বংশ

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সাব্‌ডিভিসনের অন্তঃপাতী "জলসরা-রাধানগর" একটি গণ্ডগ্রাম হইলেও ধীবর সমাজের নিকট ইহার সম্মান যথেষ্ট। এই গ্রামেই উক্ত সমাজের ইতিহাস প্রসিদ্ধ "বকুলতলা" অবস্থিত। "বকুলতলা কি"? সাধারণের এ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য বলা আবশ্যক যে, ইহা একটি প্রাচীন প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ সমন্বিত প্রশস্ত প্রান্তর। ইহার সম্মুখে গ্রামবাসিগণ প্রতিষ্ঠিত শীতলাদেবীর পাকা মন্দির ও নাটমন্দির এবং চতুষ্পার্শ্বে বহু সম্ভ্রান্ত ধীবর গৃহস্থের বাস। বকুল বৃক্ষটির বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রত্যেক শাখা প্রশাখা সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত। যখন দেবী-মন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন পুরবধূগণ সশ্রদ্ধ আগ্রহে এই বৃক্ষতলে প্রদীপ দিয়া নিজেকে ধন্যা জ্ঞান করেন। বৃক্ষটি কতদিনের পুরাতন তাহা এখন নির্ণয় করা যেমন কঠিন, তেমনি কোন্ সুদূর অতীতে ধীবর সমাজের কোন্ মহানুভব সমাজপতি এই প্রকৃতির বিচিত্র শোভাশালী অনন্যসাধারণ বৃক্ষতলটাকে তাঁহাদের সামাজিক মহাসভার বৈঠকের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাও জানিবার আশা সুদূর-পরাহত। যাহা হউক, জাতীয় বৈঠকের মহাপীঠ হিসাবে এই স্থানটি বহুদিন হইতে এই সমাজের নিকট পূজিত এবং ধীবর জাতির ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবদ্ধ। কতবার এই সমাজের মঙ্গলকামী নেতৃগণ কত দূর দূরান্তর হইতে এই প্রশস্ত প্রান্তরে সমবেত হইয়াছেন—সমাজের ইষ্টসাধন উদ্দেশ্যে তাঁহাদের তুমুল আন্দোলনে এই প্রান্তর মুখর জন-সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে—কত

দীর্ঘরাত্রি সমাজের কল্যাণ চিন্তায় তাঁহারা এই স্থানে যাপন করিয়া জাতির চিত্তপটে ইহাকে চির-জাগরূক রাখিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক ধীবর সন্তান এই স্থানে মস্তক নত করে ; সঙ্গে সঙ্গে জলসরা গ্রামের জন্য অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে।

এই গ্রামে যে সকল ধীবর পরিবারের বাস বিশ্বাস বংশ তাহাদের অন্যতম। গ্রামের সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা তাহাদের সকলকেই দিন নির্ব্বাহ করিতে হয়। মৎস্য শীকার ও বিক্রয় এবং সামান্য কিছু জমি চাষ করিলেও বস্ত্রবয়ন—বিশেষ ভাবে গরদ বস্ত্রবয়ন—তাহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। ঘাটালের গরদ বস্ত্র যে এককালে বঙ্গের শিল্প-সম্পদের মর্য্যাদাময় আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার জন্য এই সকল ধীবর শিল্পীর কৃতিত্ব কতখানি তাহা আজ কে নির্ণয় করিবে? তবে সেকালে ইহারা যে "তাঁতি-জেলে" নামে অভিহিত হইত—তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত নয় যে, মৎস্যজীবীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইহারা তন্তচালনায় ও বস্ত্রশিল্পে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিল। বঙ্গের ৭২ লক্ষ মৎস্যজীবীর মধ্যে এই সম্প্রদায় মুষ্টিমেয়। ইহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা সর্ব্বসাকুল্যে পাঁচ সহস্রের অধিক হওয়া দুষ্কর। ইহাদের সাধারণ পরিচয় ধীবর বা জেলে—কিন্তু সামাজিক পরিচয় "তাঁতি-জেলে।" এই সামান্য গণ্ডীর মধ্যেই এই সম্প্রদায়ের সামাজিক আদান প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গয়ারাম বিশ্বাস

এই বংশে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন এই বংশের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না হইলেও, তাঁহার পিতৃদেব ৺বলাইচন্দ্রের তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ও ঐকান্তিকতার গুণে এই বংশের যশ-সৌরভ শুধু জলসরা

গ্রামে নয়—সারা বঙ্গের ধীবর সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ৺বলাইচন্দ্রের চারি পুত্র—গয়ারাম, গঙ্গারাম, গদাধর ও ভগীরথ। পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার দারিদ্র্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে। কারণ, সেকালে অল্প বয়সেই পুত্রাদির বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। এ প্রথা লঙ্ঘন করা সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হইত না। অধিকন্তু কন্যাপক্ষকে বিলক্ষণ "পণ" দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে পাত্রী সংগ্রহ করা বরপক্ষেব ঘটিয়া উঠিত না।

এ অবস্থায় বলাই চাঁদ, উপরি উপরি ৪টী পুত্রের বিবাহ যথেষ্ট পণ দিয়া ও স্বীয় মর্য্যাদানুরূপ সমারোহে সম্পন্ন করায়, বিলক্ষণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা অনুভব করিতে থাকেন। এই অনটন ও অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেই তাঁহার লোকান্তর ঘটে। পত্নী "শ্রীমতীসুন্দরী" ইতিপূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মাতৃহীন বালকগণ এক্ষণে পিতৃহারা হইয়া জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

সেই সময় ইহাদের মাতামহ মহাশয় কন্যা জামাতার শোকে একদিকে যেমন অভিভূত হইয়া পড়েন—অন্যদিকে সেইরূপ বেদনা ঐ সকল অভিভাবকহীন, তরুণমতি বালকগণের ভবিষ্যৎ ভাবনায় অনুভব করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা শ্রীমতী পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাব বক্ষে শেলাঘাত কবিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের চিন্তাধারা ভিন্ন পথে চলিতে লাগিল। তাঁহার যৎসামান্য বিষয় সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে! মৃত্যুর পর জ্ঞাতিগণ তাহার সবটাই আত্মসাৎ করিয়া ঐ অপোগণ্ড কয়টাকে ফাঁকি দিবে। সেজন্য সময় থাকিতে তিনি জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র গয়ারামকে উদয়গঞ্জস্থ নিজ বাসভবনে আনাইয়া রাখেন ও উত্তরকালে তাঁহার হস্তে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া নিরুদ্বেগে পরলোকের পথে যাত্রা করেন।

গয়ারাম মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে পৈত্রিক ঋণ পরিশোধের জন্য সচেষ্ট হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে সময় সময় সামান্য কিছু সাহায্য করা ব্যতীত তিনি ঐ সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও অন্য কিছুতে ব্যয় করিতেন না। ক্রমে সে ঋণ পরিশোধ হওয়ায় তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল, তিনি মনে আনন্দ অনুভব করিলেন। শ্রীভগবান্ সে আনন্দ ধারা পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করাইবার জন্য সেই সময় শ্রীনাথ চন্দ্রকে তাঁহার পুত্ররূপে পাঠাইলেন। (সন ১২২৭-২৮ সাল)।

শ্রীনাথ চন্দ্র বিশ্বাস

শ্রীনাথ চন্দ্রের আরও দুই সহোদর ও এক ভগ্নী উদয়গঞ্জে তাঁহাদের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে মুক্তারাম, শ্রীদাম ও দাসী। অল্প বয়সেই শ্রীদামের মৃত্যু হয় এবং তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী স্বামীর অনুগমন করিয়া বালবৈধব্যের হাত হইতে নিস্কৃতি পান। শারীরিক বল ও ভ্রাতৃ-আনুগত্যের জন্য মুক্তারাম যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি এত অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন যে, এখন সে কথা শুনিলে উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায় যে, তিনি একবাব কোন আত্মীয়ের বাটীতে "খৈ-ঢেরা" পর্ব্বে ফলার করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া, সেই আত্মীয়ের বাটীর ও তাঁহাদের বাটীর সন্নিকটবর্ত্তী ময়রার দোকানেব সমস্ত খৈ, চিঁড়া, মুড়ি ও মুড়কী একা শেষ করিয়াছিলেন। আত্মীয়টী সপরিবারে অপরের বাটীতে সে দিনের ভোজন সারিয়া আসিয়া সহাস্যে বলিয়াছিলেন—"মুক্তারাম, ভবিষ্যতে বিশ্বাস গোষ্ঠীকে নিমন্ত্রণ দিতে হইলে বুঝিয়া সুঝিয়া দিব"।

মুক্তারামের দুই সন্তান—রাজনারায়ণ ও রামনারায়ণ। অল্পদিন হইল রাজনারায়ণের লোকান্তর ঘটিয়াছে। রামনারায়ণের বয়স এখন

৭৪ বৎসর। কিন্তু তিনি এখনও বেশ সুস্থ সবল আছেন। এই বয়সেও তিনি প্রত্যহ প্রায় ৫ মাইল হাঁটিয়া থাকেন।

উদয়গঞ্জ ও বীরসিংহ—মেদিনীপুরের দুইটি পাশাপাশি গ্রামের স্মৃতি বাঙ্গালীর মনে চিরদিন জাগরূক থাকিবে। উদয়গঞ্জের কাংস শিল্পের কথা কোনদিন বাঙ্গালী ভুলিবে না এবং দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ঈশ্বর চন্দ্রের জন্মভূমি বীরসিংহের মাটীতে বাঙ্গালী মাত্রেরই মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইতে চিরদিন প্রস্তুত থাকিবে। বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব ঈশ্বরচন্দ্র যখন তাঁহার পৈত্রিক বাস ভবন বীরসিংহ গ্রামে অবতীর্ণ হন—সেই সময় শ্রীনাথচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয় উদয়গঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের উভয়েরই শৈশবকাল আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্য দিয়া কাটিতে থাকে কিন্তু শিশু মনে সাংসারিক অনটন কোন দিনই বিক্ষোভ জাগাইতে পারে না। আর্থিক অভাবে তাহাদের অন্তরের আনন্দ-ধারা কোন দিনই বাধা প্রাপ্ত হয় না। তাই এই দুইটি শিশু সর্ব্বদাই মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত।

বাংলায় সে সময় জাতি, বর্ণ, বিত্ত, কৃষ্টি—সকলের উপর আসন পাইত গ্রাম্য সুবাদ। সেথায় উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন ভেদ থাকিত না। জমিদার চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজ বেতন ভুক্ কৃষাণকে ডাকিতেন "কালু দাদা"—এবং তদীয় কৃতিপুত্র তাহাকে "কালু জ্যেঠা" বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। সেইজন্য উভয়ের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য যথেষ্ট থাকিলেও—ঈশ্বরচন্দ্র ও শ্রীনাথচন্দ্র একত্রে খেলাধূলা করিয়া মধুর শৈশব অতিবাহিত করেন। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসেন এবং তথায় ক্রমে ক্রমে তিনি কিরূপে উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করেন তাহার বিবরণ সকলের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু শ্রীনাথচন্দ্রের জীবনে

ঈশ্বরচন্দ্রের উন্নতি—ঈশ্বরচন্দ্রের সাফল্য—ঈশ্বরচন্দ্রের খ্যাতি, প্রতিপত্তি যে পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা কয়জনের জানা আছে!

যৌবন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথচন্দ্র ব্যবসায় উপলক্ষে কলিকাতায় আসেন। এই সময় কলিকাতায় বাস করা পল্লীবাসিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কলিকাতা তখন এতখানি শ্রীসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর সহর হইয়া উঠে নাই। তথায় নোনা জল ও নোনা হাওয়ায় লোকের অচিরে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। পয়ঃনালিগুলির অবস্থা সুসংস্কৃত না থাকায় মশা, মাছি ও নানাপ্রকার বিষাক্ত কীটের উপদ্রবে তথাকার অধিবাসিবৃন্দকে সর্ব্বদা অস্থির হইতে হইত। এরূপ অবস্থায় শ্রীনাথচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি দু'একদিনের জন্য নিজ পল্লীভবন উদয়গঞ্জে পদব্রজে যাইতেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে আবার পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া অম্লানবদনে কর্ম্মে যোগদান করিতেন। এত দীর্ঘপথ ভ্রমণের জন্য কোন ক্লেশ বা অবসাদ তিনি কখনও বোধ করেন নাই।

কর্ম্মে ছিল তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ। তিনি কলিকাতায় আসিয়া দুইটি মাত্র পুষ্করিণী জমা লইয়া তাহাতে মৎস্যের চাষ আরম্ভ করেন এবং উত্তরোত্তর এই কারবারে উন্নতি লাভ করিয়া স্ব-সমাজে প্রভূত যশ ও সম্মানের অধিকারী হন। কিন্তু এই যশ, এই সম্মান তাঁহাকে সম্যক্ তৃপ্তি দান করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার অন্তরের মধ্যে অশান্তির আগুন সর্ব্বদাই জ্বলিত। তিনি লেখাপড়া জানেন না, তিনি মূর্খ—তিনি বর্ণ-জ্ঞানহীন—এই লজ্জা, এই গ্লানি তিনি

সর্ব্বদা অনুভব করিতেন। তিনি কতবার পরিতাপের সহিত বলিয়াছেন —'ঈশ্বর হ'লো বিদ্যেসাগর আর আমি রইলুম সেই জালেই গাট দিতে। বিদ্যে, বিদ্যে! এম্নি গুণ বিদ্যের!'

এই সময় তাঁহার প্রথমা পত্নীর অকাল মৃত্যুতে তিনি দারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করেন এবং কিছু দিনের জন্য সমস্ত কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পল্লীভবনে বসিয়া থাকেন। তাঁহার সম্বন্ধী (মৃতা পত্নীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) স্বর্গীয় ফকির চাঁদ গরাই মহাশয় তাঁহাকে নানা মতে প্রবোধ দিয়া পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আনয়ন করান ও জলসরা গ্রাম নিবাসী মুক্তারাম মণ্ডলের কন্যা 'ধনমণির' সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে আবার সংসারী করান। এই দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে তাঁহাব যথাক্রমে একটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কন্যা—ক্ষেত্রমণি বৃকভানুপুর গ্রাম নিবাসী স্বরূপ চন্দ্র ওঝাব কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চন্দ্র ওঝার সহিত বিবাহিত হইয়া কিছু দিন সুখে সংসার করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় জীবন লীলা সংবরণ করেন। পুত্র—ভারত বিখ্যাত মৎস্য ব্যবসায়ী—

শ্রীগোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস

সন ১২৭৮ সালের ২১শে চৈত্র মঙ্গলবার কৃষ্ণা নবমী তিথিতে কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। যথা সময়ে পুত্রের "হাতে খড়ি" দিয়া শ্রীনাথ চন্দ্র তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে রাখিয়া উচ্চ শিক্ষাদানে কৃতসংকল্প হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যার বলে এতদূর উন্নত এবং তিনি নিরক্ষর বলিয়া আজও কত নিম্নস্তরে পড়িয়া আছেন—এই আক্ষেপ তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এক্ষণে তিনি পুত্রকে সর্ব্ব প্রযত্নে উচ্চ

শিক্ষা দিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে যে কত অসুবিধা ও অস্বচ্ছলতা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে এ কার্য্যে বিরত হইবার জন্য অনুযোগ করিয়াছে—দুঃস্থের সংসারে এ আপদ ডাকিয়া আনা কেন? ছেলে পিলেকে লেখাপড়া শেখান বড় মানুষী কেতা মাত্র। পল্লীবাসী উচ্চবর্ণের শুভানুধ্যায়ীগণ উপদেশ দিয়াছেন—জেলের ছেলে যদি লেখা পড়া শিখে জজিয়তী করে ত আমাদের ছেলেরা কি জাল কাঁধে লইয়া মাছ ধরিতে ছুটিবে? কিন্তু শ্রী[illegible] সংকল্প অটল। সকল অভিযোগ অনুযোগ উপেক্ষা করিয়া তিনি পুত্রকে স্বীয় পল্লীর নিকটস্থ খেলাৎচন্দ্র ইনষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। তথায় তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িবার পর তিনি পুত্রকে বিদ্যাসাগরের স্কুলে (মেট্রোপলিটন স্কুলে) ভর্ত্তি করিয়া দেন। উক্ত বিদ্যালয় হইতে গোষ্ঠ বিহারী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলে শ্রীনাথচন্দ্র পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

এক্ষণে তাঁহার অবস্থা কিছু স্বচ্ছল হইয়াছিল। কারবার বেশ ফলাও হইয়াছিল—তাহাতে লাভও জমিতেছিল বিলক্ষণ। সেইজন্য শ্রীনাথচন্দ্র পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন পরগণার স্ব-সমাজস্থ ব্যক্তি যেখানে যত ছিলেন সকলকে কলিকাতায় আনাইয়া এক বিরাট সামাজিক সম্মেলন করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে যেমন প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল তেমন পরিশ্রম স্বীকার করিতেও হইয়াছিল যথেষ্ট। যাহা হউক কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে সমবেত সমাজপতিগণ তাঁহাকে শত মুখে প্রশংসা করতঃ মাল্যদানে বিভূষিত করেন ও ভবিষ্যতে যে কোনও অনুরূপ সামাজিক সমারোহে তিনি বা তাঁহার বংশধরগণ ঐরূপ মাল্যলাভে সম্মানিত হইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ১২৯৩ সালের ফাল্গুন মাসে চন্দ্রকোণা পরগণা নিবাসী কৈলাস চন্দ্র সান্কির একমাত্র

কন্যা ক্ষীরোদা সুন্দরীর সহিত গোষ্ঠ বিহারীর বিবাহ হয়। এই কন্যাটিকে যে দেখিয়াছে তাহারই মনে একটা স্থায়ী ছাপ রহিয়া গিয়াছে। কোনরূপ অত্যুক্তি না করিয়া ইহার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে—মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

বিবাহ দিবার পর সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, শ্রীনাথচন্দ্র পুত্রের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দেন। সকলে মনে করিয়াছিল এইবার পুত্রকে সহকারী পাইয়া শ্রীনাথচন্দ্র কারবারে যথেষ্ট উন্নতি করিবেন। কিন্তু তাঁহার অভিমত ছিল অন্যরূপ। মাছের কাজ—সামান্য কাজ। এ কাজে ছেলেকে আনিলে তাহার ভবিষ্যৎ কোনরূপ আশাপ্রদ হইবে না—এবং আপিসে চাকুরী করিতে পারিলেই তাহার পরমপদ লাভ হইবে—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একটি সামান্য ছাপাখানায় বিনা বেতনে শিক্ষার্থীরূপে পুত্রের কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করান।

আগুণ বেশীদিন ছাই চাপা থাকে না। কর্ম্মী পুরুষের কর্ম্মের স্রোত ভিন্ন পথে চালিত হইলেও তাহা যথাপথে পরিবর্ত্তিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ছাপাখানায় অল্পদিন কার্য্য করিবার পর গোষ্ঠ বিহারীর প্রথম পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রের জন্ম হয় (সন ১২৯৮ সাল ২৩শে বৈশাখ)। পর বৎসর তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ ও ভগ্নীর মৃত্যু অতি অল্পদিন মধ্যে ঘটে। গোষ্ঠ বিহারীর সংসার দিন দিন বাড়িতে চলিল, কিন্তু তাঁহার নিজের কোন উপার্জ্জন নাই, এরূপ অবস্থায় কি করিয়া দিন নির্ব্বাহ হইবে এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার মনিবকে কিছু বেতন ধার্য্য করিতে অনুরোধ করিলে, তাহা উপেক্ষিত হয়। তখন তাঁহার মাতুল ফকির চাঁদ গরাই মহাশয় শ্রীনাথ চন্দ্রকে বলেন—"মুরুব্বি, ছেলেটাকে আমার হাতে দাও—আমি লিখ্‌তে পড়্‌তে জানি না—ও জানে। দেখি আমার বুদ্ধি ও বিদ্যে দুয়ে'র

মিল্‌লে কিছু হয় কি না।"। শুভক্ষণে এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল এবং তদপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীনাথ চন্দ্র পুত্রকে পুরুষসিংহ ফকির চাঁদের হস্তে দিয়াছিলেন—তাই মাতুল ও ভাগিনেয় মিলিত হইয়া ব্যবসায়ে যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহা বাংলার মৎস্যব্যবসায়ীর ইতিহাসে চিরদিন স্বুবর্ণ অক্ষরে লেখা থাকিবে। উভয়ের সম্মিলিত শক্তি নিয়োজিত হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে ইঁহাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রের পরিসর বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া সারা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিপুল অর্থের সহিত প্রভূত যশ ইঁহাদের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে যখন দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হয়, তখন কলিকাতা হইতে সুদূর দিল্লীতে এই গোষ্ঠ বিহারীর নিকট হইতে মৎস্য লইয়া গিয়া রাজ-অতিথির সেবা ও সমাগত রাজন্যগণের তৃপ্তি সাধন করা হয়; ইহা কম গৌরবের কথা নয়। বহু ভাইস্‌রয় ও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরগণ ইঁহাকে নিয়োগ পত্র (Warrent of appointment) দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহাদের অফিস কক্ষে বিলম্বিত সেই সকল পত্রগুলি দেখিলে বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে যে একজন বাঙ্গালী মৎস্যজীবী ব্যবসায় ক্ষেত্রে এতাদৃশ সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

ফকিরচাঁদ ও গোষ্ঠ বিহারীর সম্মিলনের ফলে কেবল যে বাঙ্গালীর মৎস্য ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হয় তাহা নয়, মৎস্যজীবী সমাজের বিভিন্ন-রূপ শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার জন সাধারণের—তথা সমগ্র বঙ্গবাসীর চিরাকাঙ্খিত, শিক্ষাপ্রদ, আনন্দবর্দ্ধক জেলেপাড়ার সংএর পুনরভ্যুদয় হয় (সন ১৩২০ সাল)। বহুদিন হইতে এই সং সহরবাসীগণের চিত্ত-বিনোদন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ১৩০৪ সালে নিদারুণ প্লেগ রোগের আতঙ্কে সহরবাসী জনগণের সঙ্গে সংএর

উদ্‌যোগীগণও কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় সংএর শোভাযাত্রা স্থগিত থাকে। তদবধি প্রায় ১৬ বৎসর কাল এই সুপ্রসিদ্ধ উৎসব বন্ধ ছিল। ফকিরচাঁদ ও গোষ্ঠবিহারী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুরোধে নিজ জাতীয় প্রতিষ্ঠান জেলেপাড়ার সংএর পুনঃপ্রবর্ত্তনের আয়োজন করেন। বিপুল অর্থব্যয় ও অসীম শ্রম স্বীকার করিয়া এই দুইজন বাঙ্গালীকে যে বিমল আনন্দ দিয়াছেন তাহা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

সন ১৩২৫ সালের ভাদ্রমাসে নিদারুণ হৃদ্‌রোগে ফকিরচাঁদের লোকান্তর হয়। মৃত্যুকালে তিনি দুইটি বালকপুত্রের ভার গোষ্ঠ বিহারীর হস্তে দিয়া যান। তদবধি গোষ্ঠ বিহারী সেই দুইটি বালককে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিতেছেন এবং পূর্ব্বোক্ত বিপুল কারবারের লভ্যাংশ সমান ভাগে দিতেছেন। সন ১৩২৫ সালে ফকির চাঁদের মৃত্যুর পরও ১০বৎসর জেলেপাড়ার সংএর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠ বিহারী একা এই বিরাট ব্যাপার পরিচালনা করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। অবশ্য এই আয়োজনের বিপুল ব্যয় তাঁহাদের যৌথ কারবার হইতে সম্পাদিত হইয়াছে।

গোষ্ঠ বিহারীর সৌজন্য, বদান্যতা ও প্রিয়বাদীতায় সকলেই মুগ্ধ। দানে ইঁহার হস্ত চিরমুক্ত। পরিশ্রম ও কর্ম্ম পরিচালনায় ইনি বহু লোকের আদর্শ। এই নির্ভীক, ধর্ম্মভীরু, কর্ম্মীপুরুষ নিজ চরিত্র মাহাত্ম্যে সকলের হৃদয় জয়ে সমর্থ হইয়াছেন। তাই বহুবার দেখা গিয়াছে লোকে ইঁহার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে আসিয়া—পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে ইঁহার মিত্রতা স্বীকার করিয়াছে। নিজ চরিত্রগুণে ইনি—অজাতশত্রু।

ধন ও মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মী যখন গোষ্ঠ বিহারীকে ৪টী পুত্র ও ৩টী কন্যা সন্তান প্রদান করেন তখন বৃদ্ধ শ্রীনাথ চন্দ্র অতি আগ্রহে ও বিরাট সমারোহে গৌরীবেড় নিবাসী কোকিলচন্দ্র ওঝার সহিত নিজ প্রথমা পৌত্রী চারুবালার বিবাহ দেন। নয় বৎসরের বালিকাকে পাত্রস্থ করিয়া গৌরীদানের অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে ভাবিয়া বৃদ্ধ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। কিন্তু অন্তরীক্ষে ভাগ্যবিধাতা যে বক্র হাসি হাসিয়াছিলেন তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। বিবাহের মাত্র নয় মাস পরে নিজ পিতৃকূল ও শ্বশুরকুলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কোকিল চন্দ্র ইহলীলা সংবরণ করেন। সদ্য বিধবা বালিকা পৌত্রীর দিকে চাহিয়া শ্রীনাথ চন্দ্র কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হা জগদীশ, এই আমার গৌরীদানের ফল!" অনন্তর দারুণ শোকে অভিভূত শ্রীনাথ চন্দ্র আর অধিক দিন এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারেন নাই। এই ঘটনাব ছয় মাস পরে সন ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসে তিনি ইহলোকের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিব্যধামে প্রয়াণ করেন।

যেরূপ সমারোহে শ্রীনাথ চন্দ্র পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, গোষ্ঠ বিহারীও সেইরূপ সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন জেলা হইতে স্বসমাজস্থ সমস্ত লোককে সমন্বয় করিয়া তিনি শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করান ও পিতার ন্যায় সমবেত সমাজপতি ও কুটুম্বগণ প্রদত্ত আশির্ব্বাদী মাল্যের অধিকাবী হন।

মহাগুরু নিপাতের পর মানুষের কিছু ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে—হিন্দুদিগের এই ধারণা যে কুসংস্কারের ফল নয়—ইহার মূলে যে মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা যেন প্রমাণ করিবার জন্যই অল্প দিনের মধ্যে গোষ্ঠ বিহারীর তিনটি শিশুপুত্র বিনষ্ট হয়। শোকে, দুঃখে, মন বেদনায়

তিনি দেবদর্শনে হৃদয়ের ব্যথা শান্ত করিতে সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন এবং উত্তর ভারতের যাবতীয় তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করিয়া কতক সুস্থ দেহে ও শান্ত মনে দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পুত্রগণের আকস্মিক মৃত্যু এবং জ্যেষ্ঠা কন্যার অকাল বৈধব্য তাঁহার কোমল প্রাণা সহধর্ম্মিণীর হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; এক্ষণে এই সুদীর্ঘ দেশ ভ্রমণের ক্লেশ তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই (১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ) মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন। তিনি ৫ পুত্র ও ৫ কন্যার জননী হইয়া মৃত্যুকালে মাত্র দুই পুত্র ও ৪টী কন্যা সন্তান রাখিয়া যান। ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ২ বৎসরের ও কনিষ্ঠা কন্যা মাত্র ৩ মাসের শিশু।

পত্নীর মৃত্যুতে গোষ্ঠবিহারী অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। একে তাঁহার বয়স এমন কিছু বেশী হয় নাই, তাহার উপর শিশু সন্তানগুলির লালন পালনের ভার কে লইবে—এই দুই কারণে অনেকেই মনে করিয়াছিল, তাঁহাকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে হইবে। কেহ কেহ এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধও করিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসী পুরুষ গোষ্ঠবিহারী সকলকে বুঝাইয়া দিলেন—ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি যা করেন তা জীবের মঙ্গলের জন্য। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তিনি যে বহুপূর্ব্বে বৈধব্য দিয়াছেন—ইহা তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছার নিদর্শন। সেই কন্যাই আমার সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিবে। জগদীশ্বর তাহাকে সে শক্তি দিবেন নিশ্চয়।

বাস্তবিক তাঁহার এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই বিধবা কন্যাই ইঁহাদের সংসারের গুরুভার বাসুকীর ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়া ইহার ভার-কেন্দ্র স্থির রাখিয়াছেন।

গোষ্ঠবিহারী নিজে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন না বটে, কিন্তু চাঁপাতলা নিবাসী শ্রীশ্রীচরণ ওঝার প্রথমা কন্যার সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রের বিবাহ দিয়া শূন্য সংসারে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৩১৮ সাল ২৭শে মাঘ)।

জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস

উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ইনি বি. এস. সি শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া পিতার সহিত ব্যবসায় ক্ষেত্রে যুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ আইনের মার-পেঁচে তাঁহার উচ্চতর শিক্ষায় বাধা ঘটে। কিন্তু কলেজী কেতাব ছাড়িলেও তিনি কোন দিনই বাণীর সেবায় বিমুখ হন নাই। পিতার সহকারী রূপে ইনি যেমন বিপুল ব্যবসায় ও বিষয়কর্ম্ম পরিদর্শন করেন, তেমনি সাহিত্য চর্চ্চায় অবসর বিনোদন করিয়া বিমল আনন্দ পান ও সাধারণকে দিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ জেলেপাড়ার সংএর ছড়া রচনা ও পর্য্যবেক্ষণের ভার ইহারই চেষ্টায় রসরাজ অমৃতলাল বসুর উপর ন্যস্ত হয়। ইনি অমৃতলালের প্রিয়শিষ্য ও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চাঁপাতলা অবৈতনিক প্রভাবতী নাট্যসমাজের সম্পাদকরূপে ইনি একাদিক্রমে চব্বিশ বৎসর এই নাট্য প্রতিষ্ঠানটিকে পরিপুষ্ট ও জনসমাজে আদৃত রাখিয়াছেন। ইহার রচিত বহু নাটক এই নাট্য সমাজে যশের সহিত অভিনীত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ "জগন্নাথ" নাটক ইহারই অন্যতম রচনা। উক্ত নাটকের একখানি গান এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"কুলে কিবা আসে যায়।
জন্ম কারো হাত ধরা নয়, কর্ম্ম ভাল হওয়া চায়॥

মুক্তা জন্মে শুক্তির গর্ভে
কে না তারে ধরে গর্ব্বে ?
কয়লা খনির হীরক মণি রাজার তাজে শোভা পায় ॥
কাঁটা বনের কেতকী ফুল
গন্ধে করে প্রাণ আকুল,
পাঁকে ফোটা পঙ্কজেতে তুষ্ট সদা দেবতায়" ॥

ইনি প্রসিদ্ধ "মৎস্যজীবী" পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। শুধু সাহিত্য চর্চ্চা নয়—নিজ সমাজের সেবায়ও জ্যোতিশ্চন্দ্র অগ্রণী। ইনি "কলিকাতা ধীবর সমিতির" সভাপতি ও "হাওড়া মৎস্য আড়ৎদার সমিতির" সভাপতিরূপে স্ব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার সদালাপ, অমায়িক ব্যবহার ও দানশীলতায় সকলে মুগ্ধ। বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যার্থী ইঁহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জ্যোতিশ্চন্দ্রের আর এক গুণ ইনি দক্ষ সূপকার। প্রাচীনকালে রন্ধনবিদ্যা চৌষট্টি কলার অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইত। এই বিদ্যা জ্যোতিশ্চন্দ্র বিপুল যত্নে ও কঠোর পরিশ্রমে আয়ত্ব করিয়াছেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণ নবমীর দিবস স্বীয় পিতৃদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি স্বহস্তে প্রায় পঞ্চাশবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া তিন শতাধিক কুটুম্ব ও বন্ধুগণকে পরিতোষের সহিত খাওয়াইয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে ইঁহার তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান। পুত্রদিগের নাম জুড়ন চন্দ্র (জয় গোপাল), নন্দ গোপাল, নব গোপাল। তাহারা সকলেই

এখন বিদ্যার্থী। কন্যা শঙ্করপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস গুনিনের পুত্র প্রসিদ্ধ "বে ফিসারী" ও "ঠাকুরদাস বস্ত্রালয়ের" স্বত্বাধিকারী ভ্রাতৃগণের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীভবেন্দ্রলাল গুনিনের প্রথমা কন্যার সহিত স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীকালিকিঙ্করের ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুনিনের সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া ইনি দুইটি বিশিষ্ট পরিবারকে এক দুশ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধ বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রবোধচন্দ্রের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। ইহারা উভয়েই নিতান্ত শিশু।

গোষ্ঠবিহারীর জামাতাগণের পরিচয়ঃ—

জ্যেষ্ঠ ৺ কোকিল চন্দ্র ওঝা। ইনি কলিকাতা গৌরীবেড় নিবাসী স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র ওঝার পুত্র। বিবাহের নয় মাস পরেই ইনি লোকান্তর গমন করেন।

দ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র বাগ। ইনি বেলিয়াঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ মৎস্য ব্যবসায়ী ও সমাজনেতা স্বর্গীয় বাবুলাল বাগের পুত্র। স্ব-সমাজের হিতার্থে ইহার প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি কলিকাতা ধীবর সমিতির সম্পাদক। উক্ত সমিতিতে যে "দৈনিক সঞ্চয় ভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়া জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা ইহারই পরিকল্পিত। তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান লইয়া ইনি পরমানন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

তৃতীয় শ্রীসতীশ চন্দ্র ধর। কলিকাতা রমানাথ কবিরাজ লেনের নয়নাভিরাম রাধা গোবিন্দ বিগ্রহ ও ঠাকুর বাটীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয়

দীননাথ ধরের বংশধর ও স্বর্গীয় গোষ্ঠ বিহারী ধরের পুত্র। বিষয় কর্ম্মে ইনি শ্বশুরের ব্যবসায় ক্ষেত্রে অন্যতম সহকারী। ইহার দুইটি মাত্র কন্যা সন্তান।

কনিষ্ঠ শ্রীকালিপদ পাল। চাঁপাতলা নিবাসী স্বর্গীয় সনাতন পালের পুত্র। ইনি কৃতবিদ্য ও সংসার বিরাগী। বর্ত্তমানে স্বামী সত্যানন্দ নামে পরিচিত ও পরমার্থ চিন্তায় রত। ইহার কোন সন্তান সন্ততি নাই।

শ্রীকালিকিঙ্কর বিশ্বাস

গোষ্ঠ বিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি কৃতি ও কৃতবিদ্য। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইনিও পিতার অন্যতম সহকারী। প্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্ট কনট্রাক্টর স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র গুনিনের পৌত্র শ্রীজগবন্ধু গুনিনের কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয় (অগ্রহায়ণ ১৩৩৫)। এই বিবাহ উপলক্ষে গোষ্ঠ বিহারী একদিকে যেমন মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া প্রার্থী, অর্থী, কুটুম্ব ও বন্ধুগণের পরিতোষ বিধান করেন—অন্যদিকে নিজ সমাজের অধিপতিগণের মধ্যে যে বিরোধ বহুদিন যাবৎ বদ্ধমূল ছিল, তাহার সমাধান করিয়া জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করেন।

বিবাহের এক বৎসর পরেই কালিকিঙ্করের পত্নী বিয়োগ ঘটে। এত সাধ আশা, এত আগ্রহ আকাঙ্খার মিলন কি জন্য ভগবান্ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইতে দিলেন না—তাহা তিনিই জানেন। আমরা কেবল এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিই যে তিনি মঙ্গলময়, সকল কার্য্যেই তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।

কালিকিঙ্করের দ্বিতীয় বার বিবাহ্ হয় শ্রীভবেন্দ্র লাল গুনিনের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত, ফাল্গুন ১৩৩৬ সাল। এই তরুণ দম্পতী আজও পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের মহিমাময় আসনে অধিরূঢ় হন নাই। জগদীশ্বর ইঁহাদের জীবনপথ কুসুমাস্তীর্ণ করুন।

অনারেবল মিঃ বিজয়কুমার বসু সি, আই-ই।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্ব্বজনপ্রিয় ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বসু মহাশয় স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। অন্নদাপ্রসাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাসন-বিভাগে চাকুরী করিতেন। বিজয়কুমারের জননী স্বর্গীয় এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের একমাত্র কন্যা।

দক্ষিণ বারাসত হইতে আসিয়া এই বসু-বংশ ভবানীপুর অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। সে এক শতাব্দী পূর্ব্বেকার কথা। বিজয়কুমার ভবানীপুর গোয়ালটুলীতে নিজের পৈতৃক বাটীতে বাস করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ এম্-এন্ বসু একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ছিলেন। অল্প দিন হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অন্য ভ্রাতা ডাঃ পি-এন্ বসু গত ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর বিজয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বণ স্কুলে তাঁহার বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয়। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর মাতামহ এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের আফিসে আর্টিকেল ক্লার্ক হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। পরিশেষে এটর্ণীসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯১১ সালে হাইকোর্টে সলিসিটর হিসাবে যোগদান করেন।

গণেশচন্দ্র ও তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু হইলে বিজয়কুমার তাঁহার মাতামহের ফার্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অংশীদার (Senior partner) হন। "জি সি চন্দ্র এণ্ড কোং" নামে এই ফার্ম্ম পরিচিত।

বিজয়বাবু রাজনীতিক্ষেত্রে উদার-মতাবলম্বী। স্যার সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি বিশেষ ভক্ত। ১৯২১ সালে সুরেন্দ্রনাথের জন্যই বিজয়কুমার কলিকাতা কর্পোরেশনে সদস্যরূপে প্রবেশাধিকার পান। ১৯২৪ সালে স্বরাজীরা কর্পোরেশন অধিকার করিলে তিনি কিছুদিনের জন্য কর্পোরেশনের সহিত সংস্রবশূন্য হন বটে, কিন্তু ১৯২৫ সালে মিঃ প্যাট্ লোভেটের মৃত্যু হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কর্পোরেশনের সদস্যপদে মনোনীত করেন। এই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কর্পোরেশনের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মদক্ষ সদস্যরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়ান এবং নির্ব্বাচিত হন।

১৯২৭ সালে মিঃ বসু ইউরোপ অঞ্চল পরিদর্শন করিবার জন্য যান। সেই সময়ে তিনি ইউরোপখণ্ডের যাবতীয় কাউণ্টি কৌন্সিল বা মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসেন। ইংলণ্ডে তিনি চারি মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

বিজয়কুমারবাবু কর্পোরেশনে সকল দলের নিকট প্রিয়। তাঁহার পরিচালনায় কর্পোরেশনের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বড়লাট লর্ড আরউইন সপত্নীক ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিলে বিজয়কুমার বাবু তাঁহাকে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ মেম্বর স্যার বি-এল্ মিত্রের স্থানে তিনি বর্ত্তমানে কাজ করিতেছেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সনকে কলিকাতা ক্লাবে আমন্ত্রিত করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন।

ওঁ শ্রীকুলদেবতায়ৈ নমঃ

ব্যাঁটরার দত্ত-কুল গাথা

(শৌণ্ডিল্য-গোত্রীয় সম্মৌলিক)

বন্দনা

নমঃ নমঃ শ্রীগণেশ গণ-অধিপতি।
তোমারে পূজিয়া আগে করিতেছি নতি॥
নমো দেবী সরস্বতী বিশ্বরূপা বাণী।
শ্রীচরণে পূজা দান করি বীণাপাণি॥
নমো নমো নারায়ণ নরের আশ্রয়।
তোমার চরণ বন্দি' গাহি জয় জয়॥
জয় জয় মহাশিব জগত-মঙ্গল।
বন্দি ভক্তিভরে তব চরণকমল॥
কুলের দেবতা যিনি পূজিয়া তাঁহারে।
বংশ-গাথা গান করি' শুনাব সবারে॥
জয় জয় সূর্য্যদেব জগত-প্রকাশ।
তোমার চরণ বন্দি' করি হে উল্লাস॥
জয় জয় চিত্রগুপ্ত—ব্রহ্মকায়োদ্ভব।
সর্ব্ব জাতি পূজে তোমা' করি' জয় রব॥
কায়স্থ-জাতির পিতা, ক্ষত্রিয় দেবতা।
তোমারে পূজিয়া রচি কুলের বারতা॥

ব্যাঁটরা গ্রামস্থ দত্ত কুলগাথা

হাওড়া জেলার মাঝে শহরের কাছে।
ব্যাঁটরা নামেতে গ্রাম সুবিখ্যাত আছে॥
উত্তর, দক্ষিণ—নামে দু'টী অংশ তার।
উত্তর ভাগেতে আছে 'দত্ত-পরিবার'॥
শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় এই গোষ্ঠী সুপ্রাচীন।
তেজস্বী, নির্ভীক, মানী, সদাচারলীন॥
এই গ্রামে চতুর্দ্দশ স্থান অধিকার।
করিল যে 'আত্মারাম' মহামান্য তাঁর॥
তাঁর সুত 'বলরাম' শিষ্ট মহাশয়।
সুনাম তাঁহার ছিল, যশ লোকময়॥
'রামকানাই' নামেতে পুত্র সুবিখ্যাত।
আচারে নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন প্রখ্যাত॥
'শিরোমণি' নামে তার সহধরমিণী।
সাধ্বী পতিব্রতা তিনি সতী সীমন্তিনী॥
তাঁদের সন্তান দু'টি অতি মনোহর।
সে 'রামমোহন' আর সে 'রাজকিশোর'॥

সোনাই শাখা

'রামমোহন' করেন বাস নিজগ্রামে।
'রাজকিশোর' আসেন সোনাইর ধামে॥
তাঁর দুই পুত্র 'পঞ্চানন,' 'কাশীনাথ'।
মনোসুখে করে তথা কাল অতিপাত॥

'কাশীনাথ'-পত্নী হন দেবী 'দুর্গামণি'।
'জনাই'র বসু কন্যা বামা সীমন্তিনী ॥
সে 'কৃষ্ণকামিনী' কন্যা তাঁদের সন্তান।
মিত্রবংশে 'দীননাথে' করেন প্রদান ॥
দৌহিত্র 'যোগেন্দ্রনাথ' ভিষকপ্রবর।
প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রে হ'ল ধুরন্ধর ॥
কলিকাতা বিলাতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে।*
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বহুমান আনে ॥
'রাজকিশোরে'র জ্যেষ্ঠ পুত্র 'পঞ্চানন'।
পর পর তিন পত্নী করেন গ্রহণ ॥
প্রথমার গর্ভজাত 'কালীকৃষ্ণ' সুত।
'মন্মথ' নামেতে পুত্র পেলেন শ্রীযুত ॥
তাঁর পত্নী হইলেন 'অমৃতকুমারী'।
'ভবানীপুরের' বসু-বংশের ঝিয়ারী ॥
তাঁদের তিনটি পুত্র সুকৃতি-ভাজন।
সুশিক্ষিত, সুচরিত্র, সেবাপরায়ণ ॥
প্রথম 'ধীরেন্দ্রনাথ' 'ওভারসিয়ার'।
'সি-আই টী'তে আছেন যোগ্য 'অফিসর' ॥
'বহড়ু'-নিবাসী 'বসু শ্রীভবেন্দ্রনাথ'।
'গীতাবতী' কন্যা দেন 'ধীরেন্দ্রে'র হাত ॥
'সৌরভেন্দ্র' সে মধ্যম, আইনে সুমতি।
আলিপুর সদরেতে করে ওকালতি ॥

* এম-আর-সি-পি (লণ্ডন)

সৌরভ করেন বিয়া বালা 'পদ্মাবতী'।
'সৌরীন্দ্র মিত্রে'র পুত্রী 'চক্রবেড়ে' স্থিতি ॥
তৃতীয় 'জিতেন্দ্রনাথ' হন্ চিকিৎসক।
মেধাবী বিজ্ঞানবিৎ অভিজ্ঞ ভিষক ॥
বি-এস্সি, এম্-বি পাশ করিয়া হেথায়।
প্রতীচ্য শিক্ষার তরে ইউরোপে যায় ॥
চিকিৎসা-বিজ্ঞান নানা করি অধ্যয়ন।
নানা দেশে লভি' জ্ঞান ফিরেছে এখন ॥
'সোনাই', 'গার্ডেন্ রিচ' 'ডকে' করে গ্রাস।
'রামময় রোডে' এবে তাহাদের বাস ॥
পঞ্চানন লভিলেন তিন কন্যা আর।
তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী দেন উপহার ॥
জ্যেষ্ঠা 'লক্ষ্মীমণি' বিয়া 'চন্দ্রনাথ' সনে।
পানিহাটী 'মিত্রবংশে' সবে মানে গণে ॥
তাঁর পুত্র সুশিক্ষিত 'অন্নদাকুমার'।
প্রবেশেন ওকালতি 'আলিপুর' 'বার' ॥
দ্বিতীয়া 'গোলাপমণি' বিবাহের পরে।
বিধবা হইয়া ফেরে নিজ পিতৃঘরে ॥
স্বামী 'কালাচাঁদ ঘোষ' অতীব সুজন।
কোন্নগরে বাস তাঁর—অকাল মরণ ॥
তৃতীয়া 'নবকুমারী' বিয়া 'মাজুগ্রামে'।
ঘোষ বংশ সুসন্তান 'তিনকড়ি' সনে ॥
'পরেশ', 'প্রভাস' দুই তাঁদের তনয়।
সিমুলিয়া করি' বাস সংসার পালয় ॥

'আন্দুলে'র মিত্রবংশে শেষ বিয়া করে।
সে পত্নী পঞ্চাননের থাকে পিতৃঘরে ॥
তৃতীয়া জায়ার কন্যা 'হেমন্তকুমারী'।
স্বামী 'হেমনাথ মিত্র', জোড়াসাঁকো বাড়ী ॥

উত্তর ব্যাঁটরা বংশলতা

'রামকানাই' জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রামমোহন'।
সুশিক্ষিত নিজগ্রামে গণ্যমান্য হন ॥
বসু-বংশ সুতনয়া সে 'গোলকমণি'।
রামমোহনের হ'ন সহধরমিণী ॥ •
পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি-কলাপের ধারা।
অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে, মর্য্যাদায় ভরা ॥
জগদ্ধাত্রী-পূজা বাদে সকল পার্ব্বণ।
পূজা-যজ্ঞ-মুখরিত পৈতৃক ভবন ॥
'ফোর্ট উইলিয়মে' কার্য্য করিতেন রাম।
সুদক্ষ শিক্ষিত কর্ম্মী ব'লে ছিল নাম ॥
সালিখার কবিখ্যাত 'বসু-রামচাঁদ'।
মিতা পাতালেন দোহে দিয়া কাঁধে কাঁধ ॥

৺ঠাকুরদাস দত্ত

তাঁর ছিল এক পুত্র শ্রীঠাকুরদাস।
উদ্ভব কালেতে যিনি সম কীর্ত্তিবাস ॥
বাল্যে শিক্ষা দেন পুত্রে মাতৃভাবা দিয়া।
ইংরাজি শিখান তারে শিক্ষক রাখিয়া ॥

উভয় ভাষায় কিছু করি আত্মসাৎ।
দূর হ'তে শ্রীবাণীরে করে প্রণিপাত॥
বহু শিক্ষা লাভ কিম্বা চাকুরী গ্রহণ
এ সকলে ঠাকুরের না উঠিল মন॥
পিতৃসখা 'রাম বসু'-কবিত্বের যশে।
প্রলুব্ধ করিল মন বাণী-সুধা-রসে॥
কবিতা, পাঁচালী, যাত্রা, বাউল, সঙ্গীত।
এ সকল আলাপনে হয় হরষিত॥
অসংখ্য পাঁচালী রচি' কবিতা ও গান।
দেশে প্রচারিয়া পান অজস্র সম্মান॥
সুকবি সে 'দাশুরায়' সুধী কীর্ত্তিমান।
যাঁহার পাঁচালী কাব্য নব অবদান॥
ঠাকুরদাসের কাব্য করি' আস্বাদন।
'দাদা' বলি', 'কবি' বলি' করেন বন্দন।
সারদা-বিরাগী, শ্রেষ্ঠ সারদা-সেবক।
পাইল অশেষ মান বাণীর পূজক॥
'কলাছড়া' গ্রামবাসী মিত্রকুল-জাত।
'যুগলকিশোর' নামে সবিশেষ খ্যাত॥
(তাহার তনয় ছিল 'শ্রীঈশান মিত্র'।
যাঁর পুত্র মহাত্মা সে 'হেম' সুচরিত্র॥
ফল ফুল সব্জীর খুলি' প্রদর্শনী।
কৃষির উন্নতি তরে উন্মুক্ত পরাণী॥
'কাশীপুরে', 'মধুপুরে'—সাঁওতাল দেশে।
লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিল হরষে॥)

যুগলের কন্যা গৌরী ধন্যা 'ধনমণি'।
বধূরূপে সে ঠাকুরদাসের ঘরণী॥
তাঁহাদের দুই পুত্র 'শ্রীশ্যামাচরণ'।
জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ 'শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ'॥
দুই কন্যা বিবাহিত জামাতা দু'জন।
'রামহরি', 'তারাচাঁদ' উভয়ে সুজন॥
প্রথমারে মিত্র 'মুখ্যে' 'আনপুরে' দান।
'আদিরস' করি' কিন্তু কন্যারে হারান॥
দুঃখে ক্ষোভে দ্বিতীয়ারে দেব সরকারে।
রাগে দেন সন্মৌলিকে ভাঙ্গিয়া আচারে॥
ঠাকুরদাসের কথা লিখি' 'ব্যোমকেশ।
মুস্তাফি' সে 'পরিষদে' করিলেন পেস॥
সুকবি মনোমোহন বসু সভাপতি।
কবির কীর্ত্তির বহু করেন সুখ্যাতি॥
পরিষদ্ পত্রিকার পঞ্চম বরষে।
তৃতীয় সংখ্যায় উহা আদরে প্রকাশে॥
পরে ব্যোমকেশ লিখি বিস্তৃত জীবন।
'সাহিত্য', ঊনিশ বর্ষ, দ্বাদশে মুদ্রণ॥

৺শ্যামাচরণ দত্ত

ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে শ্যামাচরণ।
শিক্ষিত ভগবদ্ভক্ত অতীব সুজন॥
সুকবি ছিলেন তিনি, রচনাকুশলী।
জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বিত তাঁর গীতাঞ্জলি॥

শিক্ষা সমাপনে করি' অর্থ উপার্জ্জন।
'চণ্ডীচরণে'র কন্যা করেন গ্রহণ॥
'কলাছড়া'-গ্রামবাসী এই 'বসু'-কুল।
সবিশেষ পরিচিত কৌলিন্যে বিপুল॥
শ্রীমতী 'বিহারীমণি' সতী-শিরোমণি।
পাকা মাথা সুরঞ্জিত সিন্দূরশোভিনী॥
স্বামী পুত্র কন্যা সবে রাখিয়া বজায়।
হাসি মুখে বর্ষীয়সী সতী লোকে যায়॥
উঁহাদের চারিজন হয় সুতাসুত।
'হরিদাস', 'মনোরমা', 'মেনকা', 'শরত'॥
'সিমুলিয়া'-'রামতনু বসু'-বংশ-জাত।
'বিনোদবিহারী' ধরে মনোরমা হাত॥
'পাচ্‌লা'-নিবাসী 'মিত্র মহানন্দ' নামে।
মেনকাসুন্দরী কন্যা লয়ে যান ধামে॥
'অনন্তরামপুর' 'মিত্র খগেন্দ্র' সুজন।
শরৎকুমারী-পাণি করেন পীড়ন॥

৺হরিদাস দত্ত

পুত্র হরিদাস দত্ত ধার্ম্মিক সুধীর।
শান্ত, শিষ্ট, সুশিক্ষিত, কর্ম্মী, মতিস্থির॥
প্রথমে করেন বিয়া কন্যা 'মৃণালিনী'।
কলাছড়া 'দীন ঘোষ'-সুতা সীমন্তিনী॥
একমাত্র পুত্রে রাখি' সতীশিরোমণি।
গিয়াছেন কৈলাসেতে যথা হররাণী॥

শ্রীরাধাপ্রসাদ

শ্রীরাধাপ্রসাদ পুত্র ধীর স্থিরমতি।
পুত্র কন্যা ভ্রাতা সনে বাঁটরা বসতি ॥
'শুঁড়া'র 'রাখাল বসু' কন্যা দানে তারে।
'লতিকাসুন্দরী' আসে দত্ত-পরিবারে ॥
ছয় পুত্র, এক কন্যা সংসারে এখন।
বাণিজ্য করিয়া কাল করিছে যাপন ॥

হরিদাসের দ্বিতীয় সংসার

মৃণালিনী অকালেতে ঝরিয়া পড়িল।
সংসার অচল সবে প্রমাদ গণিল ॥
পিতার আদেশে হরি পাতিল সংসার।
পুনঃ হাত বাঁধিলেন সে 'চারুশীলা'র ॥
'নাথের বাগানে' বাস ঘোষের ঝিয়ারী।
'অমৃতলালে'র কন্যা কুলীন কুমারী ॥
দুই কন্যা, ছয় পুত্র রাখিয়া সংসারে।
সতী সাধ্বী স্বামী রাখি' গেল পরপারে ॥
'চপলা', 'চঞ্চলা' নামে দুই কন্যা ছিল।
পুত্র, কন্যা, স্বামী রাখি' অকালে চলিল ॥
'কুমারটুলী'র মিত্র বংশ পুরাতন।
'পার্ব্বতীচরণ' নামে আছিল সুজন ॥
দ্বিতীয়া পত্নীর সুত 'শ্রীহেমকুমার'।
গ্রহণ করিল পাণি জ্যেষ্ঠা চপলার ॥

বরাহনগরবাসী মিত্রকুলসুত।
'ননীলাল' চঞ্চলারে নিলেন শ্রীযুত॥
প্রথমে কনিষ্ঠা, শেষে জ্যেষ্ঠা হ'ল গত।
অকালে সধবা মৃত্যু—সবে মর্ম্মাহত॥
'দুর্গা' 'শিব' 'কালী' 'তারা' 'রমা' আর 'উমা'।
ছয় পুত্র দিয়েছিল উপহার বামা॥
সুদীর্ঘ জীবন হরি করিয়া যাপন।
মিলিলেন পিতৃলোকে রাখি' নিজ জন॥

৺দুর্গাপ্রসাদ

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ হয় প্রথম তনয়।
প্রবেশিকা, মধ্য—দুই পরীক্ষায় জয়॥
পরে পিতৃ-সাহায্যার্থে অর্জ্জনে প্রয়াস।
প্রাণপাত পরিশ্রম করে দুর্গাদাস॥
'শুঁড়াবাসী' 'রাখালে'র কন্যা আর জন।
'মণিকাবালা'র পাণি করিল গ্রহণ॥
দুই কন্যা এক পুত্র জন্মিবার পর।
পিতামাতা সনে দুর্গা মিলিল তৎপর॥

শ্রীশিবপ্রসাদ

দুর্গার দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রবেশিকা দিয়া।
অর্থার্জ্জন করিতেছে চাকুরি লইয়া॥*

* রচনার পর কোণা-নিবাসী শ্রীযদুনাথ ঘোষের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছে।

তাদের চতুর্থ ভ্রাতা সে 'তারাপ্রসাদ'।
দু'বার সম্মানে পার পরীক্ষার ফাঁদ॥
বর্ত্তমানে সেও করি' চাকুরি গ্রহণ।
স্বাবলম্বী হ'য়ে করে অর্থ উপার্জ্জন॥

বাগবাজার শাখা

৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত

ঠাকুরদাসের পুত্র দ্বিতীয় সুজন।
বাগ্‌বাজারে নিবসেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
গ্রামে ও শহরে নানা শিক্ষালাভ করি'।
স্বাবলম্বী দাঁড়ালেন নিজ পদোপরি॥
ই-আই-রেলের কার্য্যে ষ্টেশনে, শহরে।
কিছুকাল কাটাইয়া যান 'আয়-করে'॥
তারপর যোগ দেন পাট-ব্যবসায়ে।
কর্ম্ম-কর্ত্তা, ঠিকাদার র'ন এক হয়ে॥
প্রথমে মাতুল ভ্রাতা 'হেমচন্দ্র' সনে।
মিলিলেন 'টাম্ভাকুর' গ্রীক মহাজনে॥
তার পরে 'ফিন্‌লে মুর' 'গোলাবাড়ী'-কলে।
কর্ম্মাধ্যক্ষ, কণ্ট্রাক্টর সততার বলে॥
বহু সম্মানের সহ করেন চালন।
সাতাশ বৎসর ধরি' কর্ত্তব্য পালন॥
শেষের বৎসর চার হ'ন 'কণ্ট্রাক্টর'।
কাশীপুর 'রাণীকলে' সে 'রালি-ব্রাদার'॥

উভয় স্থানের কার্য্যে দক্ষতা, সততা।
কৃতিত্বের মূল—সবে ঘোষে সে বারতা॥
শ্যামার চরণাশ্রিত ভক্ত মহাপ্রাণ।
ভক্তি-বলে লভিলেন চিন্ময়ীর জ্ঞান॥
নিজ জননীর প্রতি তাঁর দৃঢ়া ভক্তি।
বিশ্বজননীর পদে আনে অনুরক্তি॥
সংসারে সংসারী-শ্রেষ্ঠ গণ্য আজীবন।
এমন আদর্শ ভক্ত মিলে না কখন॥
আত্মীয়-স্বজন আর জ্ঞাতিমিত্র সবে।
সকলেই জিনিলেন প্রেমের বৈভবে॥
শ্রীগুরু-কৃপায় পার সংসার-সাগর।
উত্তীর্ণ এ পরীক্ষায় হ'ন ভক্তবর॥
'উপাসনা' নামে তাঁর ভক্তির অঞ্জলি।
সুধিজন-সমাদৃত চারু 'গীতাবলী'॥
সেকালের ভক্তিরসে মাখা প্রাণারাম।
সাধকের প্রাণে ঢালে শান্তি অবিশ্রাম॥
যৌবনে বিবাহ করি' হলেন সংসারী।
আনি 'কোলড়া'র বসু-বংশের কুমারী॥
বনিয়াদী বসু-বংশ খ্যাতনামা গ্রামে।
তাঁদের বংশের সুতা আনে নিজধামে॥
'চণ্ডীচরণে'র পত্নী 'অঙ্গদা' সুকায়া।
'কামদেব'-'রামমণি'—পুত্র-পুত্রজায়া॥
'গোলকচন্দ্রে'র বধূ হ'ন 'উমাবতী'।
'কামদেব' পুত্র, পুত্রবধূ সাধ্বী সতী॥

'শ্রীবেণীমাধব' আর ভার্য্যা 'লক্ষ্মীমণি'।
তাঁদের সন্তান আর সন্তান-ঘরণী ॥

তাঁদের প্রথমা কন্যা 'ত্রিপুরাসুন্দরী'।
'লক্ষ্মীনারায়ণে' বরি' দত্ত-পুরনারী ॥

তিন পুত্র একে একে দিয়া উপহার।
সতীলোকে যান চলি' কৈলাস-আগার ॥

বাগ্‌বাজার বসু-পল্লী 'দয়াল'-ভবনে।
করিলেন বাস লক্ষ্মী পত্নী-পুত্র-সনে ॥

অকালে 'ত্রিপুরা' দেহ হেথা অবসান।
আড়াই বৎসর মাত্র কনিষ্ঠ সন্তান ॥

স্থানান্তরে স্থায়ী বাস করিয়া নির্ম্মাণ।
লক্ষ্মীনারায়ণ তথা জীবন কাটান ॥

পুত্রগণ 'হরিপদ', 'নগেন্দ্র', 'কিরণ'।
পিতাসনে এ পল্লীতে জীবন যাপন ॥

'লক্ষ্মীনারায়ণে'র দেহ হ'লে অবসান।
'লক্ষ্মী-নিবাস' আখ্যাত তাঁর বাসস্থান ॥

কিছুদিন পরে যত পল্লীর স্বজন।
'লক্ষ্মী-দত্ত লেন' নাম করি প্রবর্ত্তন ॥

রাখেন গলির নাম তাঁর স্মৃতি তরে।
নিবসে এ দত্ত-বংশ যথা প্রেমভরে ॥*

---

* বংশ-পরিচয়, ১২শ খণ্ড—(১০৭-১২১ পৃষ্ঠা দেখ ;)

শ্রীহরিপদ দত্ত

বাল্যে লেখাপড়া শিখি' বিদ্যা-আয়তনে।
হরিপদ জ্ঞান লাভ করেন যতনে॥
যৌবন-প্রারম্ভ হ'তে সংসারীর সাজে।
পিতাসনে মিলিলেন কণ্ট্রাক্টরী কাজে॥
'শ্রীরামরতন রায়' দত্ত-কুলোদ্ভব।
'নড়াইল' জমিদার অশেষ বৈভব॥
রায়ের প্রথম নাতি 'বসু শ্রীপ্রমথ'
সে মুখ্য কুলীন 'হরিচরণে'র সুত॥
মহানন্দে করে দান প্রথমা কুমারী।
'মৃণালিনী' হ'ন আসি দত্ত-কুলনারী॥
দেবতা-বিশ্বাসী হরি ভক্তিমান অতি।
সহধরমিণী হ'ন সেই মত সতী॥
পিতার প্রয়াণে নিজে হ'ন কণ্ট্রাক্টর।
সুযোগ্য সুদক্ষ কর্ম্মে খ্যাতির প্রচার॥
আজীবন পরিশ্রম করি' অবিরাম।
অষ্টপঞ্চাশতে 'হরি' নিলেন বিশ্রাম॥
চিরদিন ধর্ম্মে মতি অতি নিষ্ঠাবান।
সদাশুদ্ধাচারী তিনি বহু ভক্তিমান॥
সামাজিক সৌজন্যের আদর্শের স্থল।
স্বজন-পালক, বন্ধু, আত্মীয়-বৎসল॥
অহমিকাশূন্য, ধীর, নাই আত্মপর।
স্নেহ প্রেম দয়া পূর্ণ সরল অন্তর॥

অনাথ-ফকির-বন্ধু, অতিথি-সেবক।
বিপদে সম্পদে সেবা, পরম পুলক ॥
বৃহৎ সংসার ভার, লোক-লৌকিকতা।
বহু কুটুম্বের সনে নানা কুটুম্বিতা ॥
নিজ শিরে ন্যস্ত রাখি' যাপিছেন দিন।
এরূপ সুযোগ্য ব্যক্তি পাওয়া সুকঠিন ॥
সাত পুত্র, তিন কন্যা—তাঁদের সন্ততি।
সে লক্ষ্মী-নিবাসে সুখে করিছে বসতি ॥

শ্রীললিতমোহন

প্রথম সন্তান হয় মোহন ললিত।
'দণ্ডীহাট'-বসু-বংশে হয় পরিণীত ॥
'দর্পনারায়ণ বসু' খ্যাতনামা অতি।
দাতা ভোক্তা মহাশয় ছিলেন সুমতি ॥
তাঁর বংশধর আসি' সে বহুবাজারে।
খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়ে শহর-মাঝারে।
ভিষকের শিরোমণি 'জগবন্ধু' নামে।
রোগীর আশ্রয়স্থল খ্যাতি প্রতি ধামে ॥
'সে কুঞ্জবিহারী' ভ্রাতা মধ্যম তাঁহার।
'বিনোদ' উকিল, পরে 'নীরোদ' ডাক্তার ॥
মধ্যমের দুই পুত্র 'নরেন্দ্রকুমার'।
'বসুমতী'-সম্পাদক সে 'সত্যেন্দ্র' আর ॥
নরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সে 'সরযূবালা'।
ললিতমোহন গলে পরাইল মালা ॥

চারপুত্র পাঁচ কন্যা হ'ল নয় প্রাণী ।*
পরিণীতা দুইকন্যা 'গৌরী', 'শোভারাণী' ॥
বাঁধিল বসন গৌরী 'সরোজে'র সনে ।
'নারায়ণ মিত্র' পুত্র চতুর্থ গণনে ॥
'নেবু বাগানে'র এই 'মিত্র পরিবার' ।
'ঠাকুরদাসে'র বংশ বহুল প্রচার ॥
দ্বিতীয়া তনয়া 'শোভা' ঘোষবংশে যায় ।
'ফণীন্দ্রনাথে'র সনে বদল মালায় ॥
'প্রভাত ঘোষের' হয় কনিষ্ঠ তনয় ।
বাল্যকালে পিতামাতা হারায় উভয় ॥
জ্যেঠা-মহাশয় জেঠী বুকে তুলে নিল ।
ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়ে যত্নে লালন করিল ॥
প্রভাতের জ্যেষ্ঠ ভাই 'ঘোষ শ্রীমোহিত' ।
'শ্যামপুকুরে'তে বাস আত্মীয় সহিত ॥
'মসজিদ্ বাড়ী' পল্লী পূর্ব্বের বসতি ।
সকলের পরিচিত পুরাতন অতি ॥
'গোপাল ঘোষের' পুত্র এরা দু'টি ভাই ।
শান্ত ধীর সদালাপী পরিচয় পাই ॥
পুত্র 'রাম' 'সোম' 'গঙ্গা' 'শান্তিনারায়ণ' ।
'বেলা' 'বেণু' 'মীরা' আর কন্যা তিনজন ॥
লেখাপড়া শিক্ষা করে কুমার কুমারী ।
ম্যাট্রিক পড়িয়া 'রাম' পড়া দেছে ছাড়ি' ॥

রচনার পর আর একটী পুত্রলাভ হইয়াছে ।

শ্রীলালমোহন

হরির মধ্যম পুত্র শ্রীলালমোহন।
দুইবার বিবাহিত ভাগ্যের লিখন॥
'দর্জ্জিপাড়া' মিত্রবংশ কৌলিন্যে বিখ্যাত।
'কুমার', 'কুমুদ' নামে মিত্র দুই ভ্রাত॥
কুমার দ্বিতীয় পক্ষে করিল গ্রহণ।
রাজা হরেন্দ্রের কন্যা কুমারী রতন॥
'মহিমেন্দ্র' জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই গর্ভজাত।
তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা 'মৃণ্ময়ী' আখ্যাত॥
রূপে লক্ষ্মী, গুণে বাণী প্রতিমার মত।
দত্তগৃহে বধূরূপে হইল আগত॥
একমাত্র কন্যা রাখি 'আভারাণী' নামে।
অকালে চলিয়া গেল বৈজয়ন্ত-ধামে॥
ভিষক 'অতুল বসু' কনিষ্ঠ সন্তান।
'দেবীপদে' 'আভারাণী' করে মাল্যদান॥
মেডিক্যাল কলেজেতে পাঠ সাঙ্গ করি'।
দেবীপদ করিতেছে চোখের ডাক্তারী॥
দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী 'রমলা' কুমারী।
'আহিরীটোলার' বসু-বংশের ঝিয়ারী॥
'হরিশ' তৃতীয় পুত্র 'নগেন্দ্রকুমার'।
শ্রীমতী রমলাবালা এই তনয়া তাঁহার॥
শিশুকালে নষ্ট হ'ল ক'টা সুতাসুত।
শেষে পাঁচ কন্যা জীয়ে সকলি অদ্ভুত॥

'রেবা' 'মায়া' 'সতী' 'রেখা' আর 'খুকুরাণী'।
পিতামাতা দুঃখ হরে শান্তয়ে পরাণী ॥*

শ্রীবিভূতিভূষণ

হরির তৃতীয় পুত্র বিভূতিভূষণ।
শিব-চতুর্দ্দশী রাত্রে জনম গ্রহণ ॥
'দয়াল মিত্রে'র বংশ সে 'রামবাগানে'।
খ্যাতনামা কুলকর্ম্মে, সকলে বাখানে ॥
সেই বংশ-ধুরন্ধর 'শ্রীপ্রতাপচাঁদ'।
কুলকর্ম্মে ছিল তাঁর নিষ্ঠা ও আহ্লাদ ॥
দানিল কনিষ্ঠা কন্যা 'ভবানী' কুমারী।
বিভূতিভূষণ করে সুশীলা সুন্দরী ॥
বিধাতা হইল বাম অল্প দিন পরে।
ভবানী ভাসায়ে সবে শোকের সাগরে ॥
চলে গেল রাখি' মাত্র কন্যা 'সুধারাণী'।
দিদিমা লইয়া বুকে জুড়ায় পরাণী ॥
'পানিসেয়ালা'র মিত্র-কুল-শ্রেষ্ঠ-সুত।
'সারদা' বিচারপতি যশস্বী সুব্রত ॥
প্রথম জ্ঞাতির পুত্র ধীর 'নিবারণ'।
'ডালিমতলা'য় রচি' 'মোহিনী-কেতন' ॥
শহরে করিছে কাল আনন্দে যাপন।
মধ্যম তনয় তাঁর 'শ্রীকালীচরণ' ॥

* রচনার পর একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।

এম্-এ, শাস্ত্রী, সুশিক্ষিত বিনয়ভূষণ।
ধর্ম্মপত্নী-রূপে সুধা করিল গ্রহণ॥
বিভূতি দ্বিতীয়া পত্নী 'কঙ্কাবতী' নামে।
'জ্ঞানেন্দ্র রায়ের' কন্যা 'দশঘরা' গ্রামে॥
দুই পুত্র হয় তার' 'শ্রীগৌর', 'নিতাই'।
শিশু তারা খেলাঘরে খেলিছে সদাই॥*

শ্রীসুধাংশুমোহন

হরির চতুর্থ পুত্র সুধাংশুমোহন।
বিদ্যালয়ে শিক্ষা কিছু করি' সমাপন॥
পিতাসনে বহু দিন শিখি' ঠিকাদারী।
পিতৃব্যের কার্য্য-তত্ত্ব-অবধানকারী॥
'দশঘরা' বসুবংশ মুখ্য কুল খ্যাত।
'বাঞ্ছারাম বৈরাগী'র পূত-কুল-জাত॥
পুলিশের কর্ম্মাধ্যক্ষ সে 'পিয়ারীলাল'।
একমাত্র পুত্র তাঁর 'শ্রীকানাইলাল'॥
করে দান জ্যেষ্ঠা কন্যা 'সুষমাবালা'য়।
পরাইল বরমাল্য 'সুধাংশু' গলায়॥
'বীরেশ্বর' 'বিশ্বনাথ' দুই সুত হয়।
'জয়শ্রী' নামেতে কন্যা শেষেতে উদয়॥

শ্রীমতী মনোরমা

শ্রীহরির জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমা নামে।
বসু-বংশে যায় সে ঝামাপুকুর ধামে॥

---

* রচনার পর এক কন্যা জাত হইয়াছে।

'গোপাল বসু'র পুত্র সে 'যোগেন্দ্রচন্দ্র'।
তাঁহার মধ্যম পুত্র হইল 'যতীন্দ্র'॥
দত্ত-সুতা ভার্য্যারূপে করিল গ্রহণ।
ওকালতি ব্যবসায়ে জীবন যাপন॥

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ

হরির সন্তান ষষ্ঠ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ।
ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ হ'য়ে ব্যবসায়ে হাত॥
'এন্‌রিড্ কোম্পানী' নামে বৈদ্যুতিক কাজে।
মিলি' 'দ্বিজেন্দ্রে'র সনে শহরের মাঝে॥
শেষে খুলি' কাশীধামে ওই কারবার।
শ্রীধীরেন্দ্র ব্যবসায়ে করিল প্রসার॥
ভীমকায় হয় তার দেহের গঠন।
কর্ম্মে অবসর তবু না হয় কখন॥
করে নি বিবাহ আজো কুমার তনয়।
শান্ত মিষ্ট স্থির মতি সদানন্দময়॥

[কুলগাথা রচনার পরে ১৩ই আষাঢ় ১৩৪২ সালে শুভ বিবাহ]

'হরিপাল-জেজুরে'র বসুবংশ খ্যাত।
'গোবিন্দচন্দর' নামে কুলীন প্রখ্যাত।
তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী দিল উপহার।
চারি পুত্র, 'শ্রীদেবেন্দ্র' প্রথম তাহার॥
দেবেন্দ্রনাথের কন্যা জ্যেষ্ঠা 'রাধারাণী'।
সানন্দে ধরিলা আসি' ধীরেন্দ্রের পাণি॥

'লাক্সা'-পল্লী কাশীধামে সে 'লক্ষ্মী-নিবাসে'।
মহানন্দে থাকে তারা সে প্রবাস-বাসে ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ

হরির সপ্তম পুত্র দ্বিজেন্দ্র নামেতে।
ম্যাট্রিক করিয়া পাশ ব্যবসায়ে মাতে ॥
প্রথমে একত্র শেষে হ'ল দুইভাগ।
বারাণসী কলিকাতা দুইটা বিভাগ ॥
ধীরেন্দ্র চালায় কাজ বারাণসী-ধামে।
শহরে দ্বিজেন্দ্র করে কাজ এক নামে ॥
সাধু সে 'গোকুল মিত্র' বাগ্বাজার-বাসী।
ধন্য ধন্য নাম যার, কীর্তি অবিনাশী ॥
বিষ্ণুপুর রাজগৃহ দেবতা শোভন।
আনিল সে নিজবাসে 'মদনমোহন' ॥
তাঁর বংশধর 'যদু মিত্র' মহাশয়।
উদ্যোগী 'জীবনকৃষ্ণ' কনিষ্ঠ তনয় ॥
তাহার দ্বিতীয়া কন্যা নাম 'উমারাণী'।
দ্বিজেন্দ্রে বাঁধিল আসি দিয়া নিজ পাণি ॥
একমাত্র শিশু পুত্র তাদের তনয়।
'গণেশ' নামেতে যার হ'ল পরিচয় ॥

শ্রীমতী শিবদুর্গা

অষ্টম সন্তান হয় 'শিবদুর্গা' নামে।
চলে গেছে বসু-বংশে কুলীনের ধামে ॥

'কৃষ্ণনগরে'র বসু-বংশের বিস্তৃতি।
'হোগলকুড়িয়া' আসি' বাঁধিল বসতি॥
'গোরাচাঁদ' বসু নামে ছিল পরিচয়।
'শ্রীআভাষচন্দ্র' তাঁহার তৃতীয় তনয়॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র 'শ্রীহরি' সুধীর।
'এম-এ' পরীক্ষোত্তীর্ণ শান্ত চিত্ত স্থির॥
দত্তকন্যা মহানন্দে করিল গ্রহণ।
পুত্র কন্যা লয়ে সুখে জীবন যাপন॥

শ্রীকানাইলাল

হরির নবম সুত শ্রীকানাই নামে।
আনন্দে কাটায় কাল বসি' নিজ ধামে॥
বিদ্যা শিক্ষা কিছু কিছু করিয়া অর্জ্জন।
'রামকৃষ্ণ'-অনুরাগে মন সমর্পণ॥

শ্রীমতী শিবকালী

শিবকালী নামে শেষ হরির তনয়া।
'রমেশচন্দ্রে'র সনে হইয়াছে বিয়া॥
জোড়াসাঁকো বসু-বংশে 'শ্রীজগমোহন'।
'ভবানীশঙ্কর' নামে পুত্র সুশোভন॥
তাঁহার কনিষ্ঠ সুত 'শ্রীদ্বারিকানাথ'।
'রমেশ' তৃতীয় পুত্র প্রথমার জাত॥
'বি-এল' করিয়া পাশ না হ'য়ে উকিল।
লক্ষ্মী বাস করে বলি' বাণিজ্যে মাতিল॥

৺নগেন্দ্রনাথ দত্ত

লক্ষ্মীনারায়ণ পুত্র নগেন্দ্র মধ্যম।
অকালে পাইল মুক্তি কৈবল্য পরম॥
সে 'শ্যামপুকুর' পল্লী প্রখ্যাত শহরে।
'রামধন মিত্র' গলি যাহার ভিতরে॥
প্রাসাদের মত ছিল 'শ্রীরামধনে'র।
অট্টালিকা সুবৃহৎ বিদিত জনের॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র 'দীননাথ' নামে।
মহাসুখে দিনপাত করিত সে ধামে॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় 'অম্বিকাচরণ'*।
জ্যেষ্ঠা কন্যা নগেন্দ্রেরে করিল অর্পণ॥
স্বামী সুখে সোহাগিনী হ'ল অল্পকাল।
সসত্বা বিধবা হ'ল, এত দগ্ধ ভাল॥
প্রসবিল পুত্র 'চণ্ডী' চারি মাস পরে।
সকলে 'অমল্য' নাম রাখিল সাদরে॥

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ

কিছু কিছু বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অর্জ্জন।
সঙ্গীত ও চিকিৎসা শাস্ত্র করিছে সাধন॥
'হরিশ' মধ্যম পুত্র 'সুরেন্দ্র' আখ্যাত।
আহিরীটোলার খ্যাত বসু-বংশ জাত॥
তৃতীয়া পত্নীর তাঁর কন্যা 'তরুবালা'।
অমূল্যকৃষ্ণের গলে পরাইল মালা॥

পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা লইয়া সংসার।
জ্যেষ্ঠা কন্যা 'নন্দরাণী' হইয়াছে পার ॥
আবার উকিল—'মিত্র শ্রীযতীন্দ্রলাল'।
ভক্তিমান ধর্মার্থী সে প্রেমরাগে লাল ॥
তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হয় 'দুর্গাদাস'।
বিশ্ববিদ্যালয় সব পরীক্ষায় পাস ॥
'নন্দরাণী' হ'ল তার সহধরমিণী।
'অমিতা' নূতন নামে অৰ্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী ॥
'দেব' 'রাজ' 'সত্য' 'জয়' 'দেবী' 'ভব' 'গীতা'।
পুত্র কন্যা লয়ে তারা আছে হরষিতা ॥ *

শ্রীদেবনারায়ণ

তাদের প্রথম পুত্র দেবনারায়ণ।
সুশিক্ষিত নহে মাত্র নয়ন-শোভন ॥

শ্রীরাজনারায়ণ

'রাজনারায়ণ' নামে দ্বিতীয় তনয়।
ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ হ'য়ে উচ্চ-শিক্ষা লয় ॥ †
বাকী সব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে রত।
বুঝা যাবে কি হইবে, হ'লে কাল গত ॥

* রচনার পর আর একটি পুত্র জন্মিয়াছে

† রচনার পর পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত * ১

লক্ষ্মী-নারায়ণ পুত্র কনিষ্ঠ কিরণ।
আজীবন ব্রত তার ভারতী-সাধন॥
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাত্র 'প্রবেশিকা' পার।
বাণী-সাধনায় কিন্তু আগ্রহ অপার॥
মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, স্বধর্ম্ম, স্বজাতি।
চির সেবাপরায়ণ, ধ্যান দিবারাতি॥
সুকবি, সুবক্তা আর লেখক সুজন।
নাট্যকলা-বিশেষজ্ঞ, সম্মান-ভাজন॥
কাব্যে গদ্যে সুরচিত গ্রন্থ কয়খানি। * ২
জ্ঞান ভক্তি প্রচারিয়া জুড়ায় পরাণী॥
শহরের যাবতীয় হিতকর কাজে।
এমন কি সুদূরের পল্লীর সমাজে॥
তাহার সুদক্ষ কর সদা প্রসারিত।
যথাসাধ্য করে থাকে সমাজের হিত॥
রালী ব্রাদার্সের সেই কাশীপুর কলে।
কণ্ট্রাক্টারী কার্য্যে থাকি' অতি সুকৌশলে॥
সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বর্ষ কাটান সম্মানে।
সকলেই গণে মানে সুযশ বাখানে॥
'কাটাপুকুরে'র 'বসু-বংশ' সুবিখ্যাত।
মনীষী সে 'লোকনাথ' পণ্ডিত প্রখ্যাত॥

---

* (১) বংশ-পরিচয়, ১২শ খণ্ড, ১১৩-১২১ পৃষ্ঠা দেখ।

* (২) "বন্দনা, অর্চ্চনা, সাধনা, সম্মাননা ও সুধীরা-শিবরাণী-স্মৃতি"

সুদক্ষ 'সদরওলা' ধার্ম্মিক সুজন।
'বসুপাড়া' পল্লী-মাঝে বাঁধেন ভবন॥

সুশিক্ষিত ধীর স্থির চতুর্থ সন্তান।
'প্রিয়নাথ বসু'—যাঁর 'এটর্ণি' আখ্যান॥

তাঁহার চতুর্থী কন্যা নাম 'চারুবালা'।
কিরণচন্দ্রের গলে পরাইল মালা॥

ষোলকলা 'চাঁদ' যবে ফুটিয়া উঠিল।
নবমী রোহিণী 'চারু' তথায় মিলিল॥

'শিবরাম' 'কালীকৃষ্ণ' আর 'শিবরাণী'।
'রামশঙ্কর' 'ব্রহ্মগোপাল' 'রাধারাণী'॥

'শ্রীউমাশঙ্কর' নামে কনিষ্ঠ সন্তান।
পঞ্চ পুত্র, দুই কন্যা করিলা সে দান॥

সংসারের কাজে চারু থাকিত ব্যাপৃত।
পুত্র পরিজন সেবা নিয়ে হরষিত॥

সুধীরা ধার্ম্মিকা নারী, শৃঙ্খলিত কাজ।
আলস্যে বা হীন কর্ম্মে নাহি কাল ব্যাজ॥

ঈশ্বরী-চরণে তাঁর ছিল স্থির মতি।
পুরাণাদি গ্রন্থপাঠে ছিল অতি রতি॥

এ কালে জন্মেছে, কিন্তু সে কালের নারী।
আদর্শ মহিলা ছিল সদা সেবাচারী॥

শিবরাণী-পরিণয় মাত্র সে দেখিল।
জামাই লইয়া হর্ষে সংসার পাতিল॥

স্বামী পুত্র কন্যাগণে রাখিয়া ধরায়।
সতীলোক-জ্যোতিঃ চারু জ্যোতিতে মিলায়॥*

শ্রীশিবরাম

মাতার মৃত্যুর সাত বৎসরের পরে।
শিবরাম জ্যেষ্ঠ পুত্র বধূ আনে ঘরে॥
মথুরাবাটীর মুখ্য কুলীন প্রধানে।
রাজা সে 'প্রসন্ন দেব' নিজ কন্যাদানে॥
'কালীনাথ মল্লিকে'রে 'আদিরস' করি'।
সানন্দে জামাতৃরূপে লইলেন বরি'॥
তাঁহার তনয় জ্যেষ্ঠ 'শ্রীকেদারনাথ'।
ষষ্ঠী কন্যা বিয়া দেয় শিবরাম-সাথ॥
'প্রীতিরাণী' নামে বালা বসুর ঝিয়ারী।
দত্ত-গৃহ-বধূ হয় আনন্দে কুমারী॥
তাদের হইল তিন সন্তান সন্ততি।
'কমল', 'ইন্দিরা' আর খুকু রূপ-'জ্যোতিঃ'।
আনন্দে খেলিছে তারা দাদুরে লইয়া।
কাটাইছে কাল দাদু শোক পাশরিয়া॥

৺কালীকৃষ্ণ

কিরণ মধ্যম পুত্র 'গদাইকুমার'।
কালীকৃষ্ণ নামে হ'ল পরিচয় যার॥

---

* 'বন্দনা'-কবিতাগ্রন্থে 'চারু-স্মৃতি' দেখ।

প্রথমে ম্যাট্রিক পাশ ভ্রাতৃদলমাঝে।
আই-এ পাঠার্থ গেল সে 'সিটী কলেজে' ॥
'বটানি' শিখিতে যায় 'ভারত সভার'।
ছাত্ররূপে প্রবেশিয়া 'বিজ্ঞান আগার' ॥
তা'তে না সফল হয়ে পিতার সকাশে।
আবেদন করে কর্ম্ম শিখিবার আশে ॥
পিতা তারে পেয়ে হৃষ্ট, কণ্ট্রাক্টারী কাজে।
লয়ে যায় কাশীপুরে, লোকারণ্য মাঝে ॥
অল্পদিনে সকলেরে করে তথা জয়।
সাহেব বাঙ্গালী আর শ্রমিকনিচয় ॥
অকাতরে করি' শ্রম আয়ত্বে আনিল।
পিতাকে অনেক কাজে অবসর দিল ॥
এ সময়ে হ'ল তার শুভ পরিণয়।
দানে কন্যা 'নারায়ণ ঘোষ' মহাশয় ॥
'হেতুয়া' উত্তর অংশে সুবৃহৎ ধাম।
'শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষ' সুবিখ্যাত নাম ॥
শিক্ষা-দীক্ষা কবি-খ্যাতি অশেষ যাহার।
বিদেশী স্বদেশী বিদ্যা করায়ত্ত যার ॥
'অন্নদাপ্রসাদ' তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান।
চতুর্থ তনয় যাঁর 'প্রসাদ নারাণ' ॥
তাঁহার তনয়া এক, 'শান্তিলতা' নামে।
'কালীকৃষ্ণে' অর্পিলেন প্রাণের আরামে ॥
মহা আনন্দের মাঝে দ্বিতীয় বৎসরে।
পাইল আত্মজ এক মহাহর্ষ ভরে ॥

আনন্দ না সহে এত এ ভব পাথারে।
পিতাপুত্রে চলে যায় ফেলিয়া সবারে॥
দুরন্ত 'টাইফয়েড' রোগেতে আক্রান্ত।
বিজ্ঞ চিকিৎসক দল হইল বিভ্রান্ত॥
ব্যর্থ হ'ল শত চেষ্টা আকুল ক্রন্দন।
কুল আঁধারিয়া কালী ছেদিল বন্ধন॥
বিধিলিপি নিদারুণ, কিম্বা বিধিমত।
জানি না, বুঝি না, হৃদি ক্ষত ও বিক্ষত॥
'সংঘ' নামে এক সভা সুপ্রতিষ্ঠ করি'।
গেছে চলে কালীকৃষ্ণ সকলে পাশরি॥
সংঘের সাহিত্য-সেবা এবে পরিচিত।
বহু বাণী-সাধকের হইতেছে হিত॥*

৺শিবরাণী

কিরণ প্রথমা কন্যা শিবরাণী নামে।
চলে গেল ঘোষ-বংশে কুলানের ধামে॥
'প্রিয়নাথ ঘোষ' খ্যাত স্থপতি-প্রধান।
'চালতা-বাগানে' ছিল যার অধিষ্ঠান॥
তাঁহার চতুর্থ পুত্র 'শ্রীলোকেন্দ্রনাথ'।
'অর্থ-নীতি' পাঠে রত ছিল দিন রাত॥
চরম পরীক্ষা পার হইয়া সম্মানে।
অধ্যাপনা করে 'আগ্রা' বিদ্যা-আয়তনে॥

* 'সংঘ'-প্রকাশিত—'কালীকৃষ্ণ-কথা' পুস্তকে জীবনী দেখ।

শিবরাণী কর ধরি' সংসার পাতিল।
দেখিয়া সবার প্রাণে হর্ষ উপজিল ॥
শিক্ষিতা সে 'শিবরাণী' 'সুধীরা'র গড়া।
'নিবেদিতা বিদ্যালয়ে' শিখি' লেখা পড়া ॥
লোকেন্দ্রের উপযুক্ত অঙ্কলক্ষ্মী হ'ল।
শাশুড়ী পাইয়া বধূ আনন্দে ভাসল ॥
বর্ষ তিন পরে মাতা মাঘী-পূর্ণিমায়।
সকলেরে কাঁদাইয়া কৈলাসেতে যায় ॥
মাতৃহারা ভাইবোনে স্নেহের বাঁধনে।
শিবরাণী করে সেবা বাঁধিয়া যতনে ॥
কিন্তু বিধি হয় বাম তাহাদের প্রতি।
শিবরাণী মার কাছে গেল দ্রুতগতি ॥ *

শ্রীরামশঙ্কর

কিরণ তৃতীয় পুত্র শ্রীরামশঙ্কর।
শিক্ষিত মেধাবী ধীর যুবক সুন্দর ॥
শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়।
হইতে ম্যাট্রিকোত্তীর্ণ অনায়াসে হয় ॥
প্রেসিডেন্সি কলেজেতে মধ্যপরীক্ষায়।
দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইল হেলায় ॥
বি-এ পরীক্ষায় তথা 'টেষ্ট' পাশ করি'।
স্বাস্থ্য-বিপর্য্যয়ে ভোগে সে উপর্য্যুপরি ॥

* '"সুধীরা-শিবরাণী-স্মৃতি" গ্রন্থখানি দেখ।

সুযোগ না পায় আর উচ্চ পরীক্ষায়।
'পাস' হ'য়ে লভে যশ বাণী-সাধনায়॥
কিন্তু গৃহে সদারত সারদা-সেবায়।
শিক্ষিত যুবক বলি' সমাদর পায়॥
স্থির ধীর সুচরিত্র সে বন্ধুবৎসল।
সকলে আশাষে তারে সে অতি সরল॥
সহকারী সম্পাদক 'পল্লী-পাঠাগারে'।
'বিবেকানন্দ-মিশন', 'সংঘ' সুপ্রসারে॥
সম্প্রতি পিতার কার্য্যে করে যোগদান।
স্থির-বুদ্ধি বলি' শীঘ্র পাইবে সন্ধান॥
এখন না হ'য়ে বদ্ধ বিবাহ-বন্ধনে।
কনিষ্ঠের বিয়া দিল সানন্দে, যতনে॥

শ্রীব্রহ্মগোপাল

পুরীধামে সে প্রবেশে জননী-জঠরে।
জন্ম হ'ল তার 'সিংহবাহিনী'র ঘরে॥ (১)
'মধুপুরে' হয় তার 'শুভান্নপ্রাশন'।
'কাশী' হতে প্রসাদান্ন আনে 'নিবারণ'॥ (২)
'নীলাকান্ত' (৩) পুরোহিত কলিকাতা হ'তে।
'মধুপুরে' গিয়া ক্রিয়া করে বিধিমতে॥

---

(১) মাতামহাশ্রমে শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী দেবীর বিগ্রহ স্থাপিত।

(২) কোনা-নিবাসী ৺নিবারণ চন্দ্র দেব সরকার। (রচয়িতার মাতুল)

(৩) বাগবাজার-নিবাসী পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলাকান্ত ভট্টাচার্য্য শাণ্ডিল্য।

স্থানীয় ডাকের আর রেল-কর্ম্মচারী।
দরিদ্রনারায়ণরূপী দুঃস্থ নরনারী ॥
সবে মিলি করে সেবা প্রবাসের বাসে।
সে দৃশ্যে নাচিল মন আনন্দ-উল্লাসে ॥
'সরস্বতী বিদ্যালয়ে' করি অধ্যয়ন।
প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করে সমাপন ॥
ব্রহ্মগোপালের শিক্ষা বিদ্যালয়ে শেষ।
সংসার-সেবায় কিন্তু দেয় মন বেশ ॥
নানাদিকে নানাভাবে আত্মীয়-সেবায়।
বহু কার্য্যে শ্রম করি' আনন্দ সে পায় ॥
পটলডাঙ্গার 'বসু-মল্লিক' সংসার।
কীর্ত্তিমান্ 'রাধানাথ' বংশের বিস্তার ॥
চারিপুত্র হয় যার সে 'জয়গোপাল'।
'দ্বারকা' ও 'দীননাথ' আর 'শ্রীগোপাল' ॥
দ্বারকানাথের পুত্র ধীর 'চারুচন্দ্র'।
মধ্যম যাহার হ'ন সে 'শরৎচন্দ্র' ॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র 'শ্রীশচন্দ্র' খ্যাত।
ধীর স্থির শিষ্ট সদা বিনয়াবনত ॥
'মীরারাণী' চতুর্থী সে তনয়া রতন।
'ব্রহ্মগোপালে'র করে করেন অর্পণ ॥

শ্রীমতী রাধারাণী

কিরণ দ্বিতীয়া কন্যা নাম রাধারাণী।
* 'মা-মণি' পালিল তারে ঢালিয়া পরাণী ॥

---

* তার মাসিমাতা।

কাটায় বৎসর চারি মাতুল-আলয়ে।
পঞ্চম বৎসরে আসে পিতার নিলয়ে ॥
লেখা পড়া শিখিতে সে বিদ্যালয়ে যায়।
বাঙ্গালা ইংরাজি শিখে, শিল্পে মন ধায় ॥
ষোড়শ বৎসরে জ্যেষ্ঠা ত্যজিল সংসার।
উত্তরিয়া সেই কাল পরিণয় তার ॥
সপ্তদশ পূর্ণ করি' বিয়া আয়োজন।
বসু-বংশে বধূরূপে করিল গমন।
'জাগুলিয়া' বসুবংশ খ্যাত পরিবার।
সম্মানী কায়স্থ গোষ্ঠী শিক্ষায় প্রসার ॥
সে 'গোয়াবাগানে' আসি' কলিকাতা বাস।
'অমরনাথে'তে বহু গুণের প্রকাশ ॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ সুসন্তান 'শ্রীরমেশ' নামে।
'এটর্ণি' হইয়া খ্যাতি লভিল এ ধামে ॥
'রবীন্দ্র' তনয় ষষ্ঠ শিক্ষিত সুজন।
'রাধারাণী' অর্দ্ধাঙ্গিনী করিল গ্রহণ ॥
দেবতার আশীর্ব্বাদে পাইল সন্তান।
'রঞ্জিত' নামেতে শিশু প্রফুল্ল পরাণ ॥
শ্রী'লক্ষ্মী-নিবাসে' আসি দাদুয়ার মনে।
শান্তির প্রলেপ দিয়া মুছায় নয়নে ॥

শ্রীউমাশঙ্কর

কিরণ কনিষ্ঠ সুত শ্রীউমাশঙ্কর।
বাল্যে মাতৃহারা কষ্ট পাইল বিস্তর ॥

বংশ-পরিচয়

'কালীকৃষ্ণ', 'শিবরাণী' অকাল গমনে।
বহু ব্যথা পায় পুনঃ শান্তিহারা মনে॥
ধীরে ধীরে শিক্ষা-লাভে হয় যত্নবান।
প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাইল সে ত্রাণ॥
শ্রেষ্ঠ কলেজেতে এবে করে অধ্যয়ন।
'আই-এ' পরীক্ষার তরে করিছে যতন॥
মার্জ্জিত বুদ্ধির সনে স্বাবলম্বী বেশ।
প্রতি কার্য্যে আছে তার মনের নিবেশ॥

শেষ কথা

দত্তবংশ-কুলগাথা প্রায় শেষ হয়।
এইবার দিব কিছু প্রাণ-পরিচয়॥
সকলে ধার্ম্মিক এরা নানা গুণাধার।
শিশুকাল হ'তে সবে সদা সদাচার॥
বিনয়ী সুমিষ্টভাষী পর দুঃখে দুঃখী।
পর-দুঃখ বিমোচনে হয় তারা সুখী॥
ধর্ম্ম ও দেবতা প্রতি চিরভক্তিমান।
সাধ্যমত তাহাদের আছে ধ্যান দান॥
ভগবান রামকৃষ্ণ প্রচারে, পূজায়।
শহরে গ্রামে ও তীর্থে দশের সেবায়॥
মুক্ত হস্তে বহু ব্যয় করিয়াছে এরা।
যশের কাঙালী কভু হয় নি ইহারা॥
সাহিত্য, সমাজ আর ধর্ম্মের প্রচারে।
অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে ধন্য এ সংসারে॥

সঙ্কীর্ণতা-হীন হ'য়ে প্রাচীন পন্থার।
চির অনুরাগী, পায় আনন্দ অপার ॥
ন্যায় ও সত্যের নিষ্ঠা এদের প্রবল
কখন কুটীল পন্থা করে নি সম্বল ॥
মন বেঁধে রেখে স্থির ঈশ্বর-চরণে।
হেলায় ভ্রমণ করে সংসার-অঙ্গনে ॥
জয় জয় ভগবান, জয় ভগবতী।
পায় যেন এরা সবে মুক্তি সে শাশ্বতী ॥
হরি-হর শিব-শক্তি অভিন্ন ভাবিয়া।
মোক্ষধামে যায় যেন আনন্দে নাচিয়া ॥
দত্ত-বংশ পরিচয় এইখানে শেষ।
জগত-জননী পদে প্রণতি অশেষ ॥

শনিবার—২৮-এ বৈশাখ, ১৩৪২ ; ১১-ই মে, ১৯৩৫
অপরাহ্ণ ৫টায় শেষ।
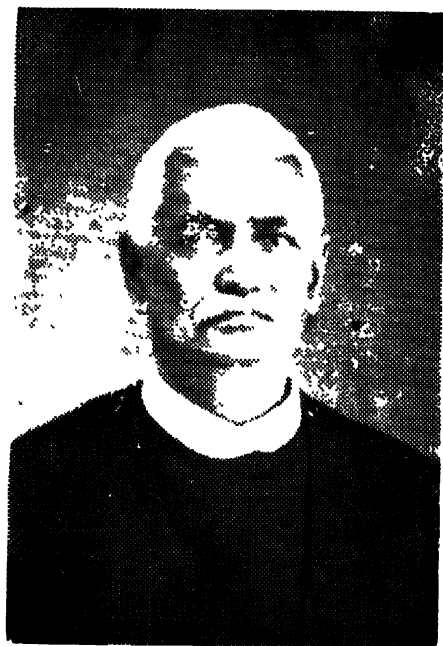
রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু

আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ সরকারী উকিল রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর নিজ প্রচেষ্টায় সংসারক্ষেত্রে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে মান-ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির অতি উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী সংসার-মরু-যাত্রীমাত্রেরই অনুকরণ ও অনুসরণীয়। মহাকবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন
হ'য়েছেন চিরস্মরণীয়
সেইপথ লক্ষ্য করি, স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরি
আমরাও হব বরণীয়।

বস্তুতঃ মহাকবির এই উক্তি রায় কৈলাসচন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

১২৬৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে যশোহর জেলার রায়গ্রামে কৈলাস চন্দ্র তাহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা হরিনাথ বসু যশোহর কালেক্টরীতে কাজ করিতেন; যশোহর হইতে একক্রোশ দূরে ঝুম্‌ঝুম্‌পুর গ্রামে হরিনাথের বাস ছিল। হরিনাথের পিতামহ ২৪পরগণার অন্তর্গত নল্‌তা গ্রাম হইতে ঝুম্‌ঝুম্‌পুরে গিয়া বসবাস করেন। কৈলাসচন্দ্রের মাতামহ ৺দেবনারায়ণ ঘোষের বাটী যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার রায়গ্রামে ছিল। দেবনারায়ণ জেলার মধ্যে এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বাটীতে "জোড়াবাঙ্গালা" নামে একটি ঠাকুর বাটী আছে, উহার বিচিত্র কারু-কার্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে-

কার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বক্ষে লইয়া নবগঙ্গাতীরে সেই জোড়া মন্দির এখনও শত শত দর্শকের বিস্ময় জন্মাইতেছে। যাঁহারা কখনও নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অভূতপূর্ব্ব কারুকার্য্য দর্শন করিয়াছেন. তাঁহারাই শুধু দেব-নারায়ণের বাটীর জোড়া মন্দিরের ধারণা করিতে পারিবেন। যদিও পুরীর মন্দিরের ন্যায় উহা উচ্চ নহে, কিন্তু খিলানের উপর অদ্ভুত কারুকার্য্যে উহা প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দেবনারায়ণের বাটীতে শিব-মন্দির, কালীবাটী প্রভৃতি ছিল এবং এখনও উহার জীর্ণাবস্থা অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিন স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দেবনারায়ণের বাটীতে প্রত্যহ অতিথিগণ অতীব সমাদরের সহিত অন্ন ব্যঞ্জন পাইতেন। এইরূপ বদান্যবর, ধর্ম্মপরায়ণ বংশে কৈলাসচন্দ্রের জননী বিন্দুবাসিনী দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রায় বাহাদুরের মাতার গর্ভে প্রথমতঃ কোন সন্তানাদি না হওয়ায় রায় বাহাদুরের পিতা দ্বিতীয়বার উদ্বাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এই দ্বিতীয়বার বিবাহের পর প্রাতঃস্মরণীয় ভারতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় দ্বারা রায়-বাহাদুরের মাতামহী একটী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। নিশাযোগে ভারত-চন্দ্র স্বপ্নাবস্থায় দুইটি পুষ্প প্রাপ্ত হন এবং স্বপ্নের আদেশমত সেই দুইটি ফুল রায় বাহাদুরের মাতাকে খাইতে দেন। রায় বাহাদুরের মাতা ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সৌদামিনী নামে একটি সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা প্রসব করেন। অতঃপর পঞ্চ ত্রিংশৎ বয়সে তিনি ক্ষণজন্মা সন্তান রায় বাহাদুরকে প্রসব করেন। রায় বাহাদুরের বয়স যখন সবেমাত্র ৮ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতার কোন প্রকার ভূসম্পত্তি ছিল না। পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং সেই সময় হইতে রায় বাহাদুর মাতুলালয়ে মাতৃসমা মাসীমাতা শাকম্বরী

দেবীর লালন পালনাধীনে আসেন। রায়গ্রাম মধ্য ইংরাজী স্কুলে কৈলাস চন্দ্রের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার মাতুলেরাই বহন করিতেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কৈলাসচন্দ্র মধ্যইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নড়াইল হাইস্কুলে কিছুদিন পাঠ করিয়া খুলনা জেলাস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। অদম্য অধ্যবসায় ও জ্ঞান-লিপ্সার ফলে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী বৃত্তি পাইয়া তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বলা বাহুল্য তাঁহার মাতুলদের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তাঁহাকে সময় সময়ে অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসনে অবৈতনিক ছাত্ররূপে পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এফ্‌ এ পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন পড়েন। বলা বাহুল্য এসময়ও অন্য লোকের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর তাঁহাকে পড়াশুনা করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি ছাত্র পড়াইয়া জীবিকার্জ্জন ও শিক্ষাসম্পন্ন করিতেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বি-এ পাশ করিবার পর তিনি ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগর হাই-স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এল পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। তিনি যখন বি-এল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার সহিত যশোহর জেলার সাগরদাড়ীর স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য মোহন দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা চারুলতার শুভ পরিণয় হয়। ত্রৈলোক্যমোহন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের খুড়তুতো ভাইয়ের পুত্র ছিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা চারুলতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। বি-এল পাশ

করিবার পর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন তিনি আলিপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। যেদিন তিনি প্রথম আদালতে ব্যবহারাজীব-রূপে উপস্থিত হন, সেদিন তাঁহার জীবনের উপর দিয়া সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপা-ধারা অন্যের অলক্ষিতে প্রবাহিত হইয়া যায়। কারণ ঐ ওকালতী হইতেই তাঁহার সুখ-সমৃদ্ধির সূচনা হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সরকারী উকিল পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এখন পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নানা সদ্‌গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম—শ্রীমতী স্নেহলতা। স্নেহলতার সহিত হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বংশীয় শ্রীযুক্ত অজয়নাথ মিত্রের বিবাহ হয়। অজয় বাবুর ছয়টি পুত্র, তন্মধ্যে মধ্যম পুত্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার। অপর দুইটি পুত্র জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুত কিরণচন্দ্র বসু। কিরণচন্দ্র হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট, আলিপুরে তিনি ওকালতী করেন। তিনি মেসার্স ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জীর কেসিয়ার স্বর্গীয় হীরালাল ঘোষের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। হীরালাল বাবুর পিতার নাম স্বর্গীয় অভয়চরণ ঘোষ; তিনি সলিসিটর ছিলেন। কিরণ বাবুর এক পুত্র ও দুই কন্যা মায়ালতা ও ছায়ালতা; পুত্রটির নাম—শ্রীমান্ সন্তোষকুমার বসু। কিরণবাবুর স্বহস্তে অঙ্কিত তৈল চিত্র Academy of fine artsএর নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট হইতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় বিশেষ সুনিপুণ এবং অনেক বিষয়েই তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। ইনি এত অল্প বয়সে যেরূপ

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু

(রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসুর মধ্যম পুত্র)

প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে ইনি পিতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন।

রায় বাহাদুরের দ্বিতীয়া কন্যার নাম স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতার সহিত দর্জ্জিপাড়ার প্রসিদ্ধ মিত্র বংশীয় স্বর্গীয় নরেশচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল। নরেশ বাবু হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ছিলেন; আলিপুরে তিনি বিস্তৃত পশার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই উদীয়মান্ উকিল তিনটি পুত্র রাখিয়া অকালে সংসার-উদ্যান হইতে বৃন্তচ্যুত হন। তাঁহার পুত্র তিনটির নাম নির্ম্মল, বিমল ও মানব।

রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের নাম স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র বসু। শরচ্চন্দ্র ১৩১১ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ১৯০৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার পিতার কলিকাতাস্থ বাস ভবনে জননীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শরচ্চন্দ্রের পূর্ব্বজাত কয়টি সন্তানের মৃত্যুতে জননীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, শরচ্চন্দ্রের আবির্ভাবে সেই ব্যথার কথঞ্চিৎ প্রশমন হইয়াছিল। শরচ্চন্দ্র বয়োবৃদ্ধি সহকারে সত্য, সরলতা, বিনয়, সৌজন্য, নিরভিমানিতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের পরিচয় দিতেছিলেন।

১৯২২ সালে শরচ্চন্দ্র হেয়ার স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ এবং তথা হইতে কৃতীত্বের সহিত আই, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৎসরেই আলিপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন।

১৩৩৩ সালের ৯ই মাঘ মজিলপুরের স্বর্গগত এটর্ণী ননীগোপাল দত্ত মহাশয়ের একমাত্র দুহিতা উমারাণীর সহিত শরচ্চন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই বিবাহ উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধা কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন—

"আছে আমার শরচ্চন্দ্র শিব শঙ্কর বেশে
দেখলে পরাণ উছ্‌লে ছোটে সুধা স্রোতে ভেসে ;
শিবের মত আত্মত্যাগী—
শিবের মত অনুরাগী—
শিবের বরে ফুট্‌ছে মুকুল শুভ্র হাসি হেসে—
বিদ্যা, বিনয় পবিত্রতা
মধুর হাসি মধুর কথা—
অপরূপ সে রূপের ছটা—সবাই বলে দেশে।"

শরচ্চন্দ্রের প্রথম সন্তান অজিতকুমার ১৩৩৭ সালের ১২ই শ্রাবণ ও কন্যা দুর্গারাণী সন ১৩৩৯ সালের ২রা অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

শরচ্চন্দ্র বাল্যাবধি সুস্থ ও সবলকায় ছিলেন; কেবল একবার মাত্র (Meningitis) রোগে আক্রান্ত হইয়া স্যার পাদরী ল্যুকিসের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। পাঠদশায় শরচ্চন্দ্র চিত্রাঙ্কন বিদ্যার একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং স্কুলের ছাত্র হিসাবে আর্ট প্রতিযোগিতায় প্রাইজ ও মেডাল পাইয়াছিলেন।

তিনি শরীর চর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলেন এবং (Badminton) ক্রীড়ায় পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

পিতার যাবতীয় সদ্‌গুণের তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রিয়ভাষী ছিলেন এবং যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই-ই মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তিনি পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নীগত প্রাণ সহোদর, অপত্য স্নেহপূর্ণ পিতা ও পবিত্র প্রেমাধার স্বামী ছিলেন। উকিল হইবার পর তিনি পিতার সহিত আদালতে যাইতেন এবং পিতার সহিত আবার আদালতের কার্য্য সমাপনান্তে ফিরিয়া আসিতেন। তিনি মোকদ্দমার নথিপত্র এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও মনোযোগ সহকারে পাঠ
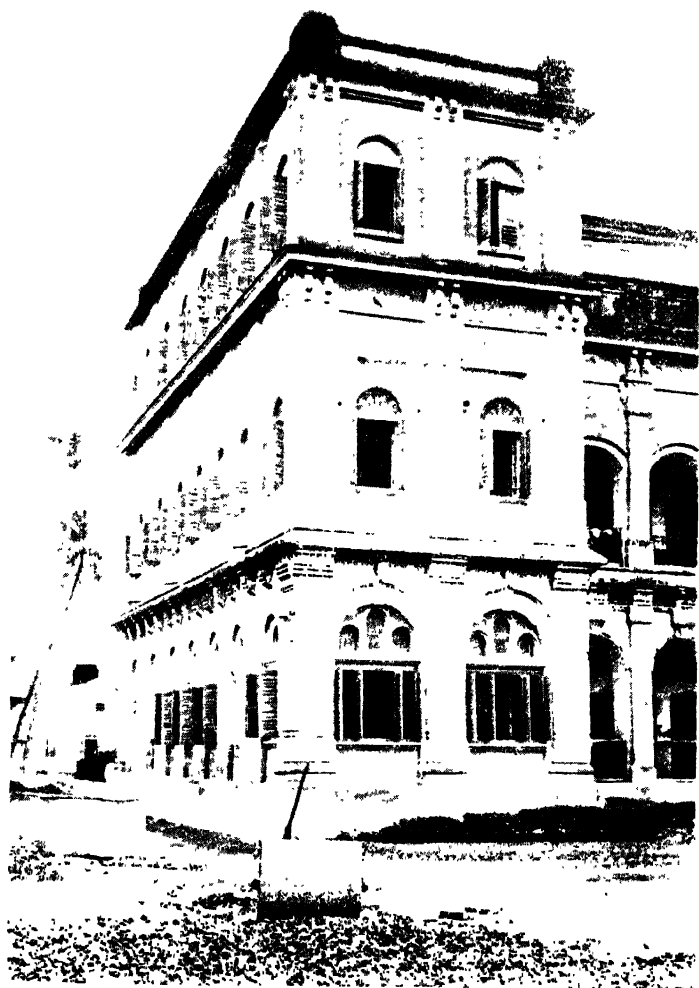
শরৎচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল ওয়ার্ড

করিতেন যে, বিচারকগণ তাঁহার অকৃত্রিমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি একটি জটিল মোকদ্দমায় সারাদিন বক্তৃতা করেন। প্রত্যাবর্ত্তন পথে পিতাকে বলেন, তিনি শারীরিক অসুস্থতা বোধ করিতেছেন। পরদিন রবিবার তিনি ভালই থাকেন। তৎপর দিন সোমবারে আদালত অন্তে পিতাব সহিত গৃহে ফিরিবার পথে গাড়ীর মধ্যেই তিনি জ্বব বোধ করিলেন। ক্রমে সেই জ্বর সামান্য হইতে প্রবল আকার ধারণ করিল। ক্রমে জ্বরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্যার নীলরতন সরকার, কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করিতে থাকেন; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। দশদিন মাত্র রোগ ভোগের পর ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় তিনি বৃদ্ধ পিতামাতার বুকে শোক শেল বিদ্ধ করিয়া এবং সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চালিয়া গেলেন। দেবতার চরণে যে শিশির-স্নাত, নিষ্কলঙ্ক কুসুম অঞ্জলিস্বরূপ প্রদত্ত হইবে, তাহা আপনা হইতেই সংসার-উদ্যান হইতে ঝরিয়া পড়িল, মানুষের শত চেষ্টা ভগবানের আকর্ষণের নিকট পরাভূত হইল। ভগবান যাহাকে আপন সেবার জন্য টানিয়া লন, মানুষের সাধ্য কি যে তাহাকে এই জরা-ব্যাধি-পাপ-তাপময় সংসারে আবদ্ধ রাখে? ২০শে সেপ্টেম্বর বেলা ৯ ঘটিকায় শরচ্চন্দ্র ইহকালের প্রান্ত সীমা ছাড়িয়া যে রাজ্যে শোক নাই, দুঃখ নাই, মৃত্যু নাই, যেখানে চিরশান্তি বিরাজিত সেই রাজ্যে চলিয়া যান। রোগ শয্যায় শুইয়া শরচ্চন্দ্র অবিরত "নারায়ণ" নাম জপ করিতেন এবং পিতা নিকটে আসিলেই তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেন।

পুত্রগত প্রাণ জনক জননী এইরূপ কৃতী, প্রিয় দর্শন, জনপ্রিয় পুত্র-রত্নকে হারাইয়া কিছুকাল উন্মাদের মত হইলেও সমস্ত শোক-তাপ সেই বিশ্বেশ্বরের চরণে অঞ্জলি দিয়া সকলই "ভগবানের ইচ্ছা" এই মহামন্ত্র স্মরণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। ভগবদ্বিশ্বাসী কৈলাস চন্দ্রের

ন্যায় বয়োবৃদ্ধের পক্ষে এই পুত্র শোক নিতান্ত সামান্য না হইলেও, তিনি জীবনান্তে আবার সেই হারান নিধির দর্শন পাইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

কৈলাসচন্দ্র নিদারুণ পুত্রশোকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভের আশায় পুত্রের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়রূপে কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে "শরচ্চন্দ্র বসু মেমোরিয়াল ওয়ার্ড" নামে টাইফয়েড জ্বরের রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ১৩৪২ সালের ২৯শে ভাদ্র (ইং ১৯৩৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার) উহার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই ওয়ার্ড হইতে শত শত রোগী রোগমুক্ত হইয়া শরচ্চন্দ্রের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবে।

শরচ্চন্দ্রের জনক জননী এই ওয়ার্ডের জন্য ৪০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাহার আয় টাইফয়েড ও মেনিন্‌জাইটিস্ রোগে কাতর ১০ জন রোগীর চিকিৎসায় ব্যয়িত হইবে, বিষয়ান্তরে ব্যয়িত হইবে না। আমরা রায় বাহাদুরের এই সৎকার্য্যের জন্য ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বসু। তিনি বি, এল, পড়িতেছেন।

রায়গ্রামের স্কুলটি উঠিয়া যাওয়ায় রায় বাহাদুর তথায় তাঁহার মাতৃদেবীর স্মৃতিকল্পে তাঁহার পবিত্র নাম করণে "রায় গ্রাম কলাগাছি বিন্দুবাসিনী Institution" নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই স্কুলটির স্থায়ীত্বের জন্য তিনি প্রভূত অর্থ সাহায্য করিতেছেন। তিনি কাশীধামের রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে তাঁহার মাতৃদেবীর নামে একটি শয্যা দান করিয়াছেন। রায় বাহাদুর নীরবে

বহু দুঃস্থ, নিরন্ন, কন্যাদায়গ্রস্তকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। বহু ছাত্রকেও তিনি প্রতিপালন করেন।

রায় বাহাদুর ১৮৯৮ সালে কলিকাতা ৫৭।৫৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে দ্বিতল বাসভবন প্রস্তুত করেন এবং তৎপরে ৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে নব বাসভবন প্রস্তুত করিয়া তথায় বসবাস করিতেছেন!

তাঁহার দিদি সৌদামিনী ২৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না।

মাসী শাকম্বরী বালবিধবা, পবিত্র চরিত্রা ও অত্যন্ত ধর্ম্ম পরায়ণা।

তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী চারুলতা যোগ্য স্বামীর যোগ্যা পত্নী। রায় বাহাদুরের যাবতীয় সাধু অনুষ্ঠানের মূলে তাঁহারই উৎসাহ ও সমর্থন নিহিত। বস্তুতঃ এরূপ সর্ব্ব গুণান্বিতা সহধর্ম্মিণী না হইলে রায় বাহাদুর কর্ম্মক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না এবং তাঁহার জীবনও এতদূর গৌরবোজ্জ্বল হইত না। ১৯৩৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ তাঁহার সহকর্ম্মিগণ আলিপুর বারে তাঁহার ওকালতীর সুবর্ণ জয়ন্তী মহাসমারোহে সমাধা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

রায় বাহাদুর শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র বসুর সুবর্ণ জুবিলী উপলক্ষে অভিনন্দন

হে ধীমন্!

ধর্ম্মাধিকরণে আপনার অর্দ্ধশত বর্ষব্যাপী কর্ম্ম জীবনের সাফল্যে আপনার সহকর্ম্মিগণ সকলেই গৌরবান্বিত ও আনন্দিত। অসাধারণ ধীশক্তি, অবিচলিত সঙ্কল্প, অদম্য উৎসাহ কঠোর জীবন সংগ্রামে আপনাকে জয়যুক্ত করিয়াছে।

ব্যবহার শাস্ত্রে অসীম জ্ঞানসম্পন্ন, ব্যবহার-জীবিগণের অগ্রণী বলিয়া আপনার খ্যাতি সুদূর প্রসারিত। আপনার ধীর, স্থির, শান্ত, গম্ভীর স্বভাব, নিস্কলঙ্ক মধুর চরিত্র, জন সেবায় আন্তরিক প্রচেষ্টা আপনার পরিচিত মাত্রেরই সুবিদিত। সংযম আপনার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তাহাতেই আপনার মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আপনি কদাচ কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই। ভগবৎ বিশ্বাস আপনার জীবনের মূলমন্ত্র। উহা উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হোক, এই কামনা করিয়া আজিকার শুভদিনে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য সুখ, মঙ্গলময় শান্তি একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

আলীপুর বার লাইব্রেরী
৩১শে মার্চ্চ ১৯৩৫ সাল। } **ভবদীয় গুণমুগ্ধ সহকর্ম্মিগণ**

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্-এ বি-এল, এম-এল্-সি

রাজসাহীর স্বনামখ্যাত উকিল ও জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী মহাশয় ঐ জেলার ফেট গ্রামে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় রাজ মোহন চৌধুরীর দত্তক পুত্র। তাঁহার দত্তক গৃহিতা মাতা হরমণি চৌধুরাণী তাঁহাকে অতি স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের দুই বৎসর

পরে তিনি গৃহ হইতে পলাইয়া রঙ্গপুর বোয়ালিয়ায় যান, তথায় তাঁহার এক আত্মীয় তখন পাঠ করিতেছিলেন। তথাকার কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ্ এ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি এ ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টব্দে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহাকে বাল্য কাল হইতেই তাহার জমিদারীর কার্য্য চালাইতে হইত বলিয়া তিনি পড়াশুনা করিবার বিশেষ সময় পাইতেন না; বিশেষতঃ ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার ছয়টি সন্তান হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র ছয়টি বিবাহের পর দশ বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন এবং ঐ বৎসরেই রাজসাহীতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন।

ওকালতী আরম্ভ করিবার কিছুদন পরেই তিনি লোকাল ও জেলাবোর্ডের সদস্য হন। দারুণ পুত্রশোক ভুলিবার জন্য তিনি জনহিতকর কার্য্যে সতত লিপ্ত থাকিতেন এবং এখনও আছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজসাহী জেলাবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান্ হন। জেলার যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি নয় বৎসর কাল জেলাবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যানী করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাকে একখানি সম্মানজনক উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ হইলে তিনি উহার প্রতিবাদে জেলাবোর্ডের সদস্য পদ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর বিশেষ রুষ্ট হন। তাহাকে ঐ বৎসরেই রায় বাহাদুর উপাধি দিবার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকার করায় উপাধি দেওয়া হয় নাই।

কিশোরী বাবু প্রাদেশিক কংগ্রেস ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

সদস্য ছিলেন। কংগ্রেসের প্রায় যাবতীয় অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং ১৯১২ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি উহার প্রতিকারার্থ তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। রাজসাহীর মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের পক্ষ হইতে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২১ সালে রাজসাহী জেলার অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে তিনি এম্ এল্ সি হন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তার, শাসন বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদনের জন্য যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রকার নির্ভীক ও যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা করেন, তাহা তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যবহারাজীবের পক্ষেই শোভা পায়।

কিন্তু কিশোরীমোহনবাবু শুধু দেশপ্রাণ জননায়ক ও রাজনীতিবিদ্ নহেন। তাঁহার প্রাণ যে কত উদার এবং তিনি কত যে মহৎ তাহা রাজসাহী গিয়া তাঁহার বাড়ীর অন্নসত্র যাহারা একবার দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন। তাঁহার বাড়ীতে তিনি একটি অবৈতনিক (free) ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন. সেই ছাত্রাবাসে অন্যূন ৫০টি ছাত্র অবস্থান করিত, কিশোরী বাবু তাহাদের আহার বাস স্থানের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতেন। ছাত্রদের সহিত তিনি একত্র বসিয়া আহার করিতেন এবং ছাত্রদের সামান্য একটু অসুখ বিসুখ করিলে পুত্রাধিক স্নেহে তাহাদের সেবা, শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করিতেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবত কিশোরী বাবু এইভাবে ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন।

কিশোরী বাবু অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজার্চ্চনা

প্রভৃতিতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি যে সামান্য সময়টুকু পান, সেই সময়টুকু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠে অতিবাহিত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অশোকচন্দ্র চৌধুরী বি-এস্-সি, বি-এল্ তাঁহার জনহিতকর কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন; তাঁহার মৃত্যুতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া কিছুদিনের জন্য সংসার বিষয়ে উদাসীন হন এবং ওকালতি প্রায় ছাড়িয়া দেন। তাহার অন্য দুই পুত্রের নাম যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্ এ বি-এল্ এবং সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম-এ বি-এল্। যতীন্দ্রমোহন হাইকোর্টে এবং সুরেন্দ্রমোহন ছোট আদালতে ওকালতি করিতেছেন। কিশোরী-বাবুর সহধর্ম্মিণী শিক্ষিতা, বিদুষী মহিলা। তিনি অনেক বাঙ্গালা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি একবার একটি প্রবন্ধের জন্য "ব্রজমোহন পারিতোষিক" পাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর শোকে তাঁহারও মৃত্যু হয়। কিশোরীবাবুর স্ত্রীর পিতা মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ভারেঙ্গা, পাবনা) একজন সবজজ।

বন্দেলের জমিদার বংশ

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সোনারপুর থানার অধীন দেয়াড়া গ্রামে ৺রামচন্দ্র সাফই মহাশয় বাস করিতেন। ইঁহারা জাতিতে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে অবস্থাপন্ন। ইঁহাদের দান ধ্যান বংশানুক্রমিক। রামচন্দ্রের পৌত্র ৺গোকুল সাফই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জমিজমার বৃদ্ধি ও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। বর্ত্তমানেও দেয়াড়া গ্রামে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের বৃহৎ বাড়ী ও রাসমঞ্চের ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান আছে এবং তথায় বার মাসে তের পার্ব্বণ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গোকুল চন্দ্রের মধ্যম পুত্র গদাধর সাফই একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতাপশালী ছিলেন এবং দুষ্টলোকে তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। দোল, দুর্গোৎসব, রাস, রথ প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানই তাঁহার বাড়ী হইতে বাদ যাইত না। তিনি একদিকে যেমন দুষ্টের শাসক, তেমনি অন্যদিকে শিষ্টের প্রতিপালক ছিলেন। তিনি বহুলোককে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার দানের পরিসীমা ছিল না। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পোষক ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে ৮।১০ জন অধ্যাপক বাস করিতেন। তিনি সেই সমস্ত অধ্যাপকের আহার বাসস্থানের ও মাসিক বৃত্তির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। তিনি অধ্যাপকগণকে লইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনায় রত থাকিতেন। তিনি গড়িয়া মহামায়াতলা আদি গঙ্গায় সাধারণের জন্য একটি গঙ্গারঘাট, শ্মশানঘাট এবং একটি বিশ্রাম স্থান চাঁদনী তৈয়ার করেন। তিনি বালীগঞ্জের নিকট কসবায় একটি শিবালয় স্থাপন করেন এবং সেই শিবালয়ে একটি শিব স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবার জন্য

স্বর্গীয়া সরস্বতী দাসী

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন। ব্রাহ্মণের বসবাসের জন্য তিনি স্বব্যয়ে ভদ্রাসনের স্বতন্ত্র বাড়ীও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কালের অকাল আহ্বানে তিনি এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺চন্দ্রনাথ সাফই ঐ শিব প্রতিষ্ঠা করেন, পরে আরও একটি শিব মন্দির ও ঠাকুরঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মাতা ৺সরস্বতী দাসীর দ্বারা শিব প্রতিষ্ঠা করান। চন্দ্রনাথবাবু তেঁতুল-বেড়িয়ার সম্ভ্রান্তবংশীয় স্বর্গীয় রামগতি নস্করের কন্যাকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে বন্দেলে ইঁহাদের প্রাসাদোপম যে বিরাট বাসগৃহ বিদ্যমান আছে, তাহার জমিও তিনি খরিদ করিয়া যান। গদাধরের ১ম পত্নী শ্রীমতি পাটেশ্বরীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ভগবান সাফই একজন গন্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি অল্পবয়সেই সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া যান। তাঁহার দুই বিবাহ হয়—১ম পত্নী পাথরঘাটা নিবাসী রামকুমার বিশ্বাসের কন্যা ও পাঁচু বিশ্বাসের ভগ্নী বিন্দুবাসিনী অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, ২য় পত্নী বটগেছিয়া নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন লোকের কন্যা হেমবতা দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনিও অপুত্রক অবস্থায় অল্পদিন বিধবা হইয়া পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধরের ২য় পত্নী সরস্বতী দাসীর গর্ভজাত পুত্র চন্দ্রনাথ বর্ত্তমান ছিল। ভবিষ্যতে এই নাবালক পুত্র বিরাট সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অসমর্থ হইবে এই আশঙ্কায় তিনি সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া কিছু নগদ টাকা রাখিয়া যান। এই বিরাট সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নাবালক পুত্র চন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব হইবে বিবেচনায় তিনি তাঁহার ১ম পত্নীর গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতি চিন্তামণিকে ইটালী নিবাসী রামকুমার মণ্ডলের সহিত বিবাহ দিয়া জামাতাকে স্বগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। চিন্তামণি এক-মাত্র কন্যা সৌদামিনীকে রাখিয়া অল্পবয়সে মারা যান। কিন্তু ভাগ্যদোষে

কন্যা চিন্তামণির মৃত্যু হওয়ায় তিনি অন্য একজন নিকট আত্মীয়ের কন্যা জাফরপুর নিবাসী ৺হরিশচন্দ্র মণ্ডলের কন্যা হরিদাসীর সহিত সেই জামাতার পুনরায় বিবাহ দিয়া স্বগৃহে উভয়কে প্রতিপালন করিতে থাকেন। হরিদাসীর গর্ভে দুই কন্যা, ১ম সর্ব্বমঙ্গলা, ২য় কন্যা বিরহিণী এবং উহাদের ছোট ১ম পুত্র শ্রীযুত প্রিয়নাথ রায়, ২য় পুত্র শ্রীযুত বিনোদ বিহারী রায় জন্মগ্রহণ করেন। গদাধর ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত সমাধা করেন এবং জামাতার সাহায্যে বিরাট সম্পত্তির পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি অন্তঃপুরচারিণী মহিলা হইলে কি হয়? তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহারই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রাখর্য্যে চন্দ্রনাথ নাবালক হইলেও সম্পত্তি কোন প্রকারে নষ্ট না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছিল। তিনিও বিপুল সম্পত্তি ও অর্থের অধিকারিণী হইলেও কখনও এক কপর্দ্দকও অপব্যয় করিতেন না। অথচ চিরাচরিত ক্রিয়াকলাপ কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি অতি দানশীলা ছিলেন এবং প্রার্থী কখনও বিমুখ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইত না। তাঁহার সুশাসনে প্রজাবর্গ মাত্রেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তিনি একদিকে পরম ধর্ম্মশীলা, অন্য দিকে বিষয় বুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন।

চন্দ্রনাথও পিতামাতার ন্যায় পরম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পিতার অন্তিম কালের আদেশানুযায়ী তিনি বহুব্যয়ে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাটীর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিয়াছিলেন। বন্দেলের বিরাট বাটী তিনিই নির্ম্মাণ করেন এবং কলিকাতায়ও তিনি অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তিনি শিব মন্দির ছাড়া অন্য একটী বিগ্রহের মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এতদূর মাতৃভক্ত ছিলেন যে, মায়ের পদধূলি না লইয়া কোথাও গমন করিতেন না এবং মায়ের আদেশ ব্যতীত

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ রায়

কখনও কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি গড়িয়া ষ্টেশন হইতে গড়িয়া বাজার পর্য্যন্ত একটী রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দেন। ইহাতে জনসাধারণের গমনাগমনের কত যে সুবিধা হইয়াছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি স্বজাতীয়ের মধ্যে বিদ্যাপ্রচারের জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে কিছু টাকা দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে প্রতি বৎসর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পরীক্ষার্থীর মধ্যে যে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবে, তাহাকে একটী কবিয়া সুবর্ণ পদক দেওয়া হইবে। তিনি স্বর্গীয় রামকুমারের পুত্র কন্যাগণকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার জন্য তাহারা কোনদিন বিন্দুমাত্র সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করে নাই। তিনি তাহাদিগকে আপন সম্পত্তি হইতে কিয়দংশ দান করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় বৈভবের মধ্যে অনবরত নিমগ্ন থাকিলেও তিনি নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়দ্বয়ের উপর বিষয় সম্পত্তির যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়া ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসে সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করেন।

চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির অনিষ্ট করিবার জন্য চারিদিক হইতে শত্রুরা নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও চেষ্টা করিতে থাকে। তখন তাঁহার তিন পুত্র শ্রীধর, বিজয় ও অতুল ইঁহাদের কেহই বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। তিনি ভাগিনেয়দ্বয়কে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং নিজের জমিদারীর কিয়দংশ ভাগিনেয়দ্বয়কে দিয়াছিলেন। শ্রীধর রায় মহাশয় তখন উপযুক্ত, বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলেও অতি দক্ষতার সহিত শত্রুদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া জমিদারীর উদ্ধার করেন। ইহার পর হইতেই শ্রীধর রায় মহাশয় স্বহস্তে জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া অতি দক্ষতার সহিত উহা চালাইয়া আসিতেছেন। পিতার ন্যায় তিনিও বিদ্যোৎসাহী।

ফয়তাবাদ, বড়াল স্কুল ও লাইব্রেরীতে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং দরিদ্র ছাত্রদিগকে অর্থদান করিয়া তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন। ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জয়রামপুর গ্রামে "৺খড়্গেশ্বর মহাদেবের" মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের ন্যায় মহা ধুম-ধামে মেলা হইয়া থাকে। তথায় যাত্রীদিগের জলকষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মাতা পুত্রগণকে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন। মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীধর বাবু, বিজয় বাবু ও অতুল বাবু মিলিয়া তথায় একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীধর বাবুর ন্যায় বিজয় ও অতুল বাবুও বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্ম-পরায়ণ, মাতৃভক্ত এবং প্রজাবৎসল। তাঁহাদের মাতা শ্রীযুক্তেশ্বরী জাহ্নবী দাসীর নামানুসারে জয়রামপুরে একটী স্কুলও প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীধর বাবুর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতিভা চন্দ্র এবং কনিষ্ঠ প্রণব প্রসাদ এবং দুইটী কন্যা শ্রীমতি কাঞ্চনপ্রভা ও দুর্গা। শ্রীমান প্রতিভার ১ম কন্যা প্রভা দাসী, তাহার ছোট ১ম পুত্র গৌরী শঙ্কর, ২য় পুত্র উমা শঙ্কর। বিজয়কৃষ্ণ বাবুর তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্যা। পুত্রদের নাম (১) পশুপতি (২) উমানন্দ (৩) চিত্তরঞ্জন। কন্যাদিগের নাম ১মা শ্রীমতী কনকপ্রভা, ২য়া নীলপ্রভা, ৩য়া বিজলীপ্রভা, ৪র্থা কমলাবালা, ৫মা বীণাপাণি। অতুল বাবুর চারি কন্যা ১ম শ্রীমতী রত্নপ্রভা, ২য় ভবানী, ৩য় শিবানী, ৪র্থ সর্ব্বানী।

গত ১৩৪৩ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ১৯৩৬ সালের ১লা জুন সোমবার রাত্রি ৪।৪ মিনিটের সময় শ্রীধর বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুমতি বালা দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি পরম সতী, সাধ্বী, দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণসম্পন্না ছিলেন। প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। তিনি শ্রীধর বাবুর যাবতীয় সৎকর্ম্মে সাহায্য করিতেন।

শ্রীযুক্তা জাহ্নবী দাসী

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায় ও তাঁহার পত্নী

শ্রীযুক্তা অঘোরকামিনী রায়

বংশলতা

রামচন্দ্র সাফই
মনোহর
খেলারাম
প্রভুরাম
দূর্গারাম
রামমোহন
ইন্দ্রনারায়ণ
দিগম্বর
পূর্ণচন্দ্র
অক্ষয়
গোকুল
লালমণি
দয়ারাম
লক্ষ্মীনারায়ণ
গদাধর
গঙ্গারাম
রামলোচন
রমাকান্ত
পুত্র মৃত
হরু
তিনকড়ি
মধুসূদন
গুণমণি
রসিক
প্রিয়নাথ
পরীক্ষিত
কেদারনাথ
*
১মা পত্নীর গর্ভজাত
২য়া পত্নীর গর্ভজাত
কন্যা
ভগবান
চন্দ্রনাথ
(মৃত)
(১) শ্রীধরচন্দ্র
(২) হরিদাসী
(৩) বিজয়কৃষ্ণ
(৪) অতুলকৃষ্ণ
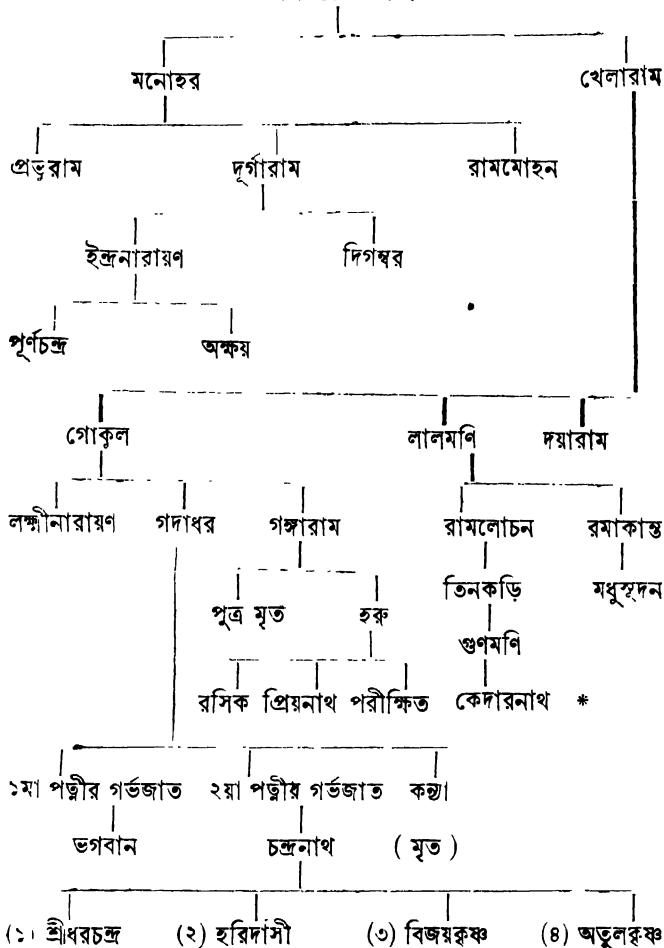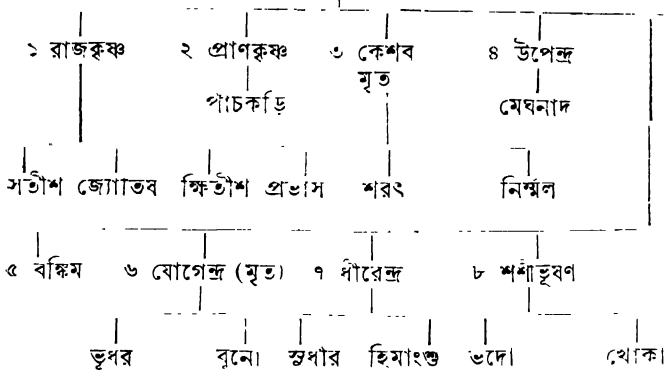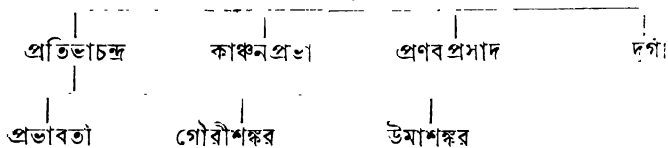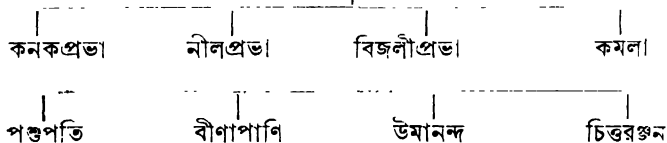
* কেদারনাথ
১ রাজকৃষ্ণ
২ প্রাণকৃষ্ণ
৩ কেশব মৃত
৪ উপেন্দ্র
পাঁচকড়ি
মেঘনাদ
সতীশ
জ্যোতিষ
ক্ষিতীশ
প্রভাস
শরৎ
নির্ম্মল
৫ বঙ্কিম
৬ যোগেন্দ্র (মৃত)
৭ ধীরেন্দ্র
৮ শশীভূষণ
ভূধর
বুনো
সুধীর
হিমাংশু
ভদো
খোকা
(১) শ্রীধরচন্দ্র সাফই
প্রতিভাচন্দ্র
কাঞ্চনপ্রভা
প্রণবপ্রসাদ
দুর্গা
প্রভাবতী
গৌরীশঙ্কর
উমাশঙ্কর
(৩) বিজয়কৃষ্ণ
কনকপ্রভা
নীলপ্রভা
বিজলীপ্রভা
কমলা
পশুপতি
বীণাপাণি
উমানন্দ
চিত্তরঞ্জন
(৪) অতুলকৃষ্ণ
রত্নপ্রভা
ভবানী
শিবানী
সর্ব্বাণী

বান্দেলের বাটীর ঠাকুর দালান

বন্দেলের বাটী

দয়াড়ার বহির্বাটী
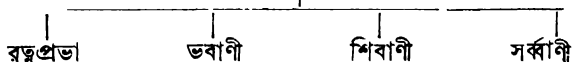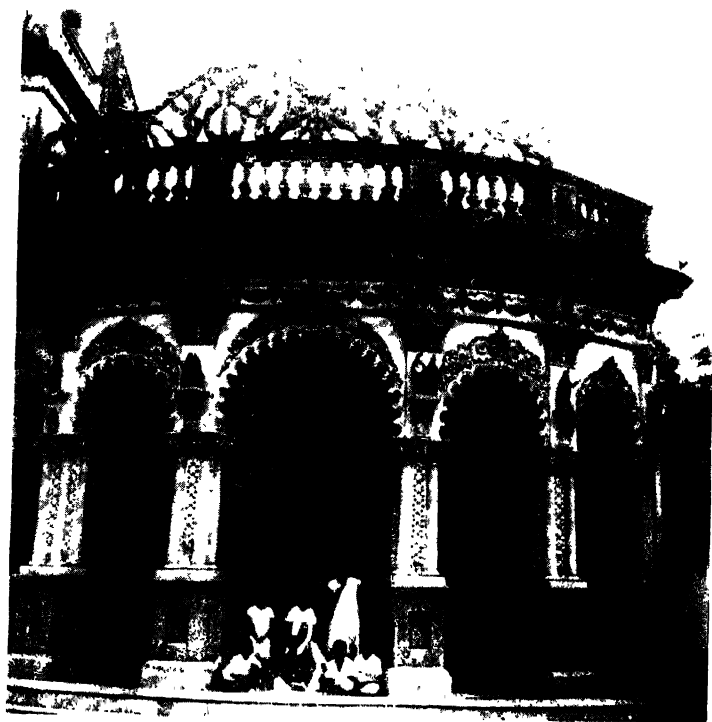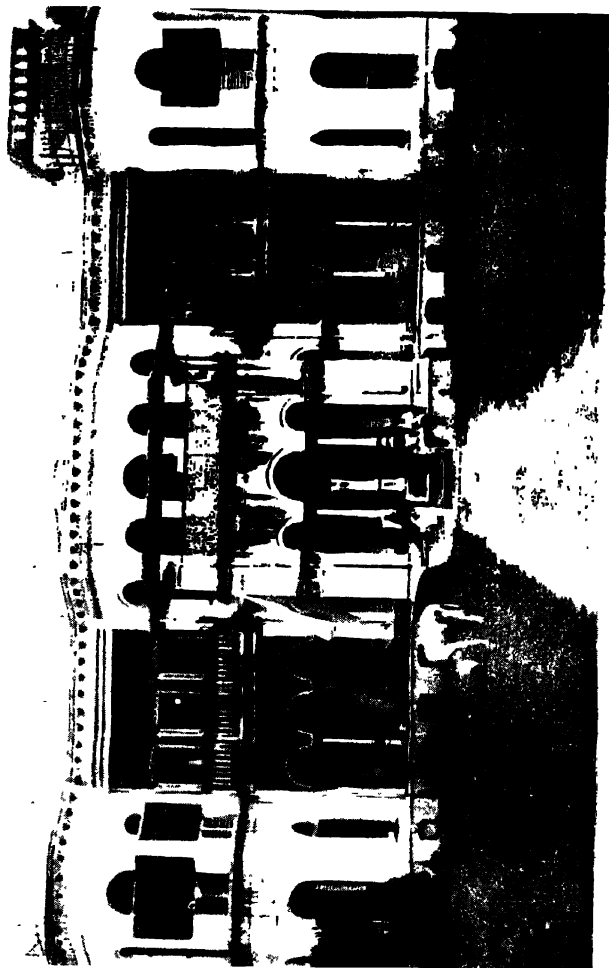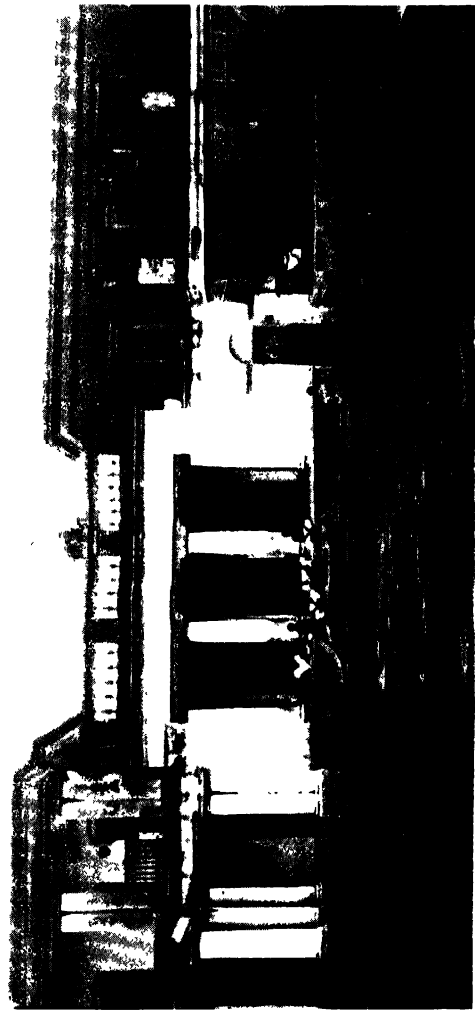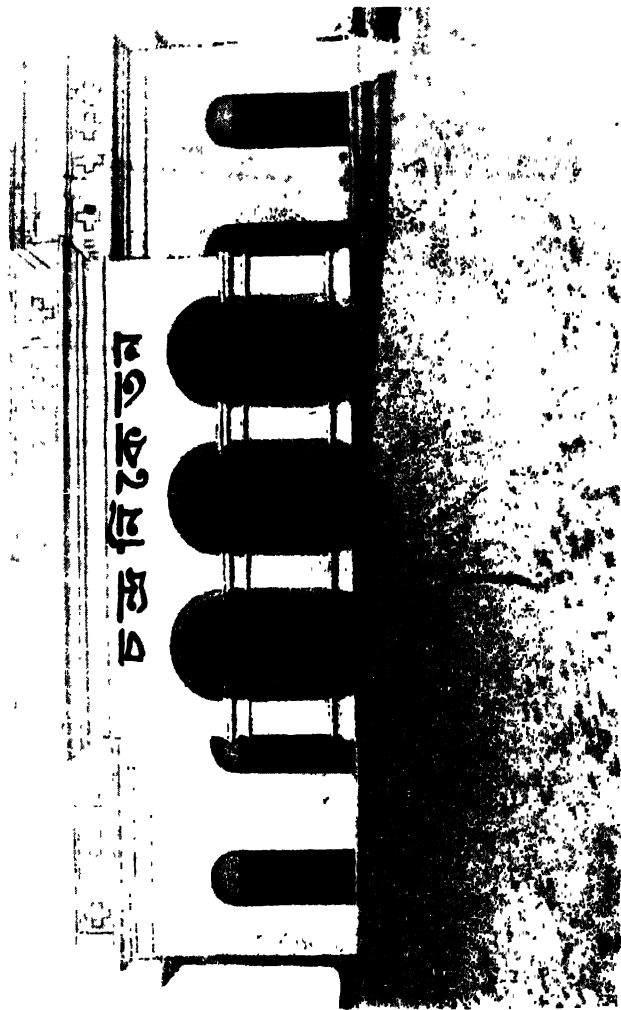
৺পুরাধামের বাটী

স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ বক্সী।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। কাশ্যপগোত্র।

বহুকাল পূর্ব্বে জিলা বীরভূমের অন্তঃর্গত বজরপুর গ্রামে ইঁহাদের বাসস্থান ছিল। কালীপ্রসাদ বাবু কার্য্য ব্যপদেশে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বননবগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার আমলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যেমন সম্পত্তি থাকে তাঁহারও তেমনি ছিল। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথের অবস্থাও সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ছিল। তাঁহার পুত্র রাধিকাপ্রসাদ পাণ্ড্রা রাজষ্টেটে নায়েবের কাজ করিতেন, বহু দক্ষতার সহিত কার্য্য চালনা করায় সেইস্থানেই তাঁহার উন্নতি হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র ও কনিষ্ঠ সতীশচন্দ্র পিতার নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। কীর্ত্তিচন্দ্র উক্ত পাটরা স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। কীর্ত্তিচন্দ্র মানভূম জেলা চেলিয়ামা গ্রামের যজ্ঞেশ্বর ঘোষেব প্রথমা কন্যা শ্রীমতি কামিনীবালা দাসীকে বিবাহ করেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু এদেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি বহু সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম এখনও পর্য্যন্ত লোকের স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। কীর্ত্তিচন্দ্র বিবাহ করিয়া ক্রমে ঝরিয়াতে আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রথমে ঝরিযা মাইনর স্কুলের হেড্ মাষ্টারীর কার্য্য করেন, পরে বীরভূম কোল কোম্পানীর তরফ হইতে আরও ৪০৲ টাকা বেতন পাইতেন। ঝরিয়াতে রাজাবাহাদুর স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ সিং যখন কুমার ছিলেন, তখন ইনি রাজার প্রাইভেট্ টিউটার ও পরে সেক্রেটারীর পদ পাইয়া স্কুলের কার্য্য ত্যাগ করেন। কুমার বাহাদুর রাজা হইলে কীর্ত্তিচন্দ্র দেওয়ান হইলেন। এইভাবে তিনি রাজবাটীতে ৪৫ বৎসর সুদক্ষভাবে কার্য্য পরিচালনা করেন। রাজা বাহাদুর ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া জিনাগড়া

কলিয়ারীর ৩০০ তিনশত বিঘা জমি নাম মাত্র বিঘা প্রতি ২৲ দুই টাকা করিয়া খাজনা ধার্য্যে বিলি করেন, সেই সম্পত্তি পুরুলিয়াবাসী কৃষ্ণকিশোর অধিকারীকে বন্দোবস্ত করিয়া দশ পনর হাজার টাকা পান, সেই টাকা এবং তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের প্রদত্ত সাহায্য দ্বারা মানভূম জিলায় অনেক জমিদারী খরিদ করেন। কিছুদিন পরে টিশ্‌রা কলিয়ারী নীলামে খরিদ করেন। সেই কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত বাগডিগী নিবাসী রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সহযোগে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তৎপরে রেলওয়ে সাইডিং হওয়াতে সেই কলিয়ারী বহু আয়ের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি পিতৃভূমি বননবগ্রামের সম্পত্তি সহোদর ভ্রাতা সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য, দেবমন্দির সংস্কার ও দায়গ্রস্ত লোকদিগকে বহু দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঝরিয়াতে প্রাসাদোপম বাড়ী করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৩৩০ সালের ৫ই আষাঢ় স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীযুক্ত ভাগবৎচন্দ্র বক্সী মহাশয় বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিনপাই গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার ঈশানচন্দ্র মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মিত্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতি কনকনলিনী দাসীকে বিবাহ করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীদ্বিজপদ বক্সী মহাশয় বীরভূম জেলার অন্তর্গত বাতিকার গ্রামে সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার ৺মাখনচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সিংহের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতি বিজলীপ্রভা দাসীকে বিবাহ করেন।

শ্রীযুক্ত ভাগবৎচন্দ্র বক্সীর পুত্র শ্রীমান যুগলকিশোর বক্সী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাঝেরগ্রাম নিবাসী সম্ভ্রান্ত বংশীয় ৺জ্যোতিন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ২য়া কন্যা শ্রীমতি অমলাবালা দাসীকে বিবাহ করেন। স্বর্গীয় কীর্ত্তিচন্দ্র বক্সী মহাশয় পণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ভাগবৎচন্দ্র বক্সী মহাশয় যেমন বিদ্যোৎসাহী তেমনি ধর্ম্ম-পরায়ণ, এই বয়সেই তিনি ভারতের নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। রোগীর পরিচর্য্যা তাঁহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান যুগলকিশোর বক্সীও পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ; তিনি বর্ত্তমানে তাহাদের জমিদারী ও কলিয়ারী আদির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এতদ্ব্যতিত নানা ব্যবসা কর্ম্মও করিতেছেন এবং ২য় পুত্র শ্রীমান গৌর-কিশোর বক্সী কলিকাতা এলেন কলেজে হোমিওপ্যাথিক অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহার অন্য ছেলেরা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ চেলিয়ামা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন।

স্বর্গীয় কীর্ত্তিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভাগবৎচন্দ্র বক্সী ও কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বক্সী। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা দুই ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া পিতৃ-সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আরও অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভাগবৎচন্দ্র বক্সী মহাশয় পিতার মৃত্যুর পর ঝরিয়া রাজষ্টেটে পিতৃপদে নিযুক্ত ছিলেন, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ঐ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি ইং ১৯২৫ সন হইতে সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। সন ইং ১৯২৫ হইতে রয়েলটি রিসিভারের তরফ হইতে মাইন্‌স্ বোর্ড অফ্ হেল্‌থের মেম্বার পদে নিযুক্ত হন, সন ইং ১৯৩১ হইতে ইনি ঝরিয়া ওয়াটার বোর্ডের মেম্বার পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি মানভূম ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, ধানবাদ লোকাল বোর্ডের ও ধানবাদ মেডিক্যাল সাব কমিটির মেম্বার। এতদ্ব্যতীত তিনি চেলিয়ামা সমবায় সমিতির স্থাপয়িতা এবং নিজ অর্থব্যয়ে চেলিয়ামা গ্রামের সাধারণের উপকারার্থে কয়েকটি পুস্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করেন এবং চেলিয়ামা গ্রামে এম-ই স্কুলটিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামে ডি, পি, বি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নামকরণ করেন। ইনি ইং ১৯৩০ খৃঃ প্রায় দশ

সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ঝরিয়াতে কীর্ত্তিচন্দ্র এম্ ই স্কুল নামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা প্রশংসার যোগ্য।

ইনি দেশের অনেক কার্য্যে ব্রতী আছেন এবং সেই সমস্ত কার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি চেলিয়ামা উচ্চ ইং স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। দেওঘর বিদ্যাপীঠ ও ঝরিয়া রাজস্কুলের দরিদ্র ছাত্রদিগকে বার্ষিক সাহায্য ও রঘুনাথপুর স্কুলের বাটী নির্ম্মাণকালে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন ও অপরাপর বহুবিধ কার্য্যে ইঁহার দান আছে। ইনি ঝরিয়া ইভিনিং ক্লাব, বঙ্গ বিদ্যালয় ও নববর্ষ সম্মিলনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি সেণ্ট্রল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর।

উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, কাশ্যপ্‌গোত্র

স্বর্গীয় কালিদাস সরকার

বিখ্যাত হালিসহরের গোলাবাড়ীর সরকার বংশের একশাখা চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত মাঝিপাড়া গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ইহাঁদের প্রকৃত উপাধি "দে"। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ "সরকার" উপাধি লাভ করেন। অদ্যাবধি সরকার বলিয়াই ইহারা সুপরিচিত। ইহারা কাশ্যপ গোত্রীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। অতি প্রাচীন বংশ হইলেও সাত পুরুষের পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ। অতএব এই বংশের রামনাথ হইতে বংশ শাখাক্রম নির্দ্দেশ করিতেছি।

রামনাথের পুত্র তারাচরণ। তারাচরণের পুত্র শম্ভুচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্রের দুই পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ও ঠাকুরদাস। ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কালিদাস এবং কনিষ্ঠ শিবদাস।

কালিদাস একজন চরিত্রবান, জ্ঞানী মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি মহাত্মা কেশব সেনের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। ইহার বাটীতে প্রতি বৎসর ফলহরি উৎসব হইত এবং এই উৎসবে মহাত্মা কেশব সেন, প্রতাপ মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি সকলে উপস্থিত থাকিতেন। এই উৎসবে ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ইনি ভারত সরকারের টেলিগ্রাফ্ একজামিনার আফিসে তৎকালীন থার্ডগ্রেড্ একাউণ্ট্যাণ্ট ছিলেন এবং অনেক দেশবাসীকে আফিসে লইয়া অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যা ভুবনমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার ছয় পুত্র ও তিন কন্যা।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট একজামিনার অফিসে কার্য্য করিতেন এবং পানিহাটী নিবাসী দিননাথ মিত্রের কন্যা নীরদা সুন্দরীকে বিবাহ করেন।

মধ্যম পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বিখ্যাত উকিল ছিলেন এবং আরপুলীর ঘোষ বংশের ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ডসেসন জজ রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রথমা কন্যা কিরণবালাকে বিবাহ করেন।

তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ভারত সরকারের টেলিগ্রাফ্ চেক আফিসে সুপারভাইসারের কার্য্য করিতেন, এক্ষণে পেনসন প্রাপ্ত। ইনি একজন উদার, আড়ম্বরহীন, সরল, মহাশয় ব্যক্তি। ইনি পরের কল্যাণের জন্য নিজের দুঃখ কষ্টের দিকে ফিরিয়া চান না। ইনি সিমুলিয়া নিবাসী মাতৃভক্ত মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করেন। প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতামহ সিমুলিয়া সেন বংশের রাজেন্দ্রনাথ। এই সাধ্বী সহাস্য বদনে সেবা করিয়া সন্তানদের সৎ শিক্ষা দিয়া ৩৫ বৎসর বয়সে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন স্বামীর পায়ে মাথা রখিয়া, মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, ছেলেদের আশীর্ব্বাদ করিয়া, ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে ৺কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। ইহাঁদের তিন পুত্র ও তিন কন্যা।

গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকবি হৃদয়ানন্দ এজেণ্টের কার্য্য করেন। ইহার লিখিত 'ধূলা' ও 'মঞ্জরী' সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। ইনি শুঁড়িপাড়া নিবাসী বিখ্যাত গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌত্র এবং ইটালির খ্যাতনামা কালীদের দৌহিত্র হেমচন্দ্র ঘোষের সর্ব্বগুণ ভূষিতা কনিষ্ঠা কন্যা সুষমাকে বিবাহ করেন। হৃদয়ানন্দের উপস্থিত এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যা ছায়া বেথুনে এবং পুত্র সিদ্ধার্থ মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়িতেছে।

গিরীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা বিমলাবালার বিবাহ কলিকাতা বলাই সিংহ লেন নিবাসী সিদ্ধেশ্বর বসুর মধ্যম পুত্র যতীন্দ্রনাথের সহিত সম্পন্ন হয়। ইনি অতি অল্প বয়সে দুই কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ

করেন। ইনিই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুরের বিমলা মা।

গিরীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র উদয়ানন্দ আই, এস, সি, পর্য্যন্ত পড়িয়া একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফ্ পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ্ আফিসে কার্য্য করিতেছেন। ইনি প্রথমে ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সে এবং পরে ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোরএ সৈনিক ছিলেন এবং সর্ব্বশেষে ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্সএ (১১।১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্টএ) নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি এক্সসার্ভিস্ এসোশিয়েসনের একজন জয়েণ্ট এসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী। ইনি বর্দ্ধমান-বল্লাগ্রাম নিবাসী প্রভাতরঞ্জন ঘোষের প্রথমা কন্যা বিমানবালাকে বিবাহ করেন। বিমানবালা বিদ্যাসাগর কলেজের বি, এ. ইকনমিক্ অনার্সের প্রতিভাবান্ ছাত্রী।

গিরীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা অমলাবালা ৮।৯ বৎসর বয়সে এবং কনিষ্ঠ পুত্র অতি অল্প বয়সেই স্বর্গারোহণ করেন।

গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দিবার (আরতির) বিবাহ রামকৃষ্ণ-পুরের শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত নবগোপাল ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণের সহিত সুসম্পন্ন হয়। ইঁহাদের উপস্থিত তিন কন্যা ও দুই পুত্র।

কালিদাসের প্রথমা কন্যা সুশীলাবালার সঙ্গে ২৪পরগণার ইছাপুর নিবাসী মুনসেফ্ যোগীন্দ্রনাথ বসুর বিবাহ হয়। দ্বিতীয় কন্যা চপলাবালার সঙ্গে বর্দ্ধমান-রাজারামপুর জমিদার বংশের রমণীমোহন মিত্রের বিবাহ হয়। চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফ চেক আফিসে কার্য্য করিতেন এবং কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীট্ নিবাসী অমৃতলাল বসুর প্রথমা কন্যা প্রতিভা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। তৃতীয়া কন্যা প্রমিলাবালার সঙ্গে বারাণসীর বিখ্যাত চৌখাম্বা নিবাসী জমিদার কালীচরণ মিত্রের বিবাহ হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও নরেন্দ্র এখনও অবিবাহিত।

মজিলপুরের দত্ত বংশ

রাজনারায়ণের ধারা

২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত মজিলপুর একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামটী আলিপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত জয়নগর থানার শাসনাধীন এবং মহানগরী কলিকাতার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অধুনা ইহার পশ্চিমে গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত নিম্ন ভূমি দেখা যায়, পূর্ব্বে উহারই উপর দিয়া ভাগিরথী নদীর মূলস্রোত প্রবাহিত হইত। কোন্ সময়ে এখানে উক্ত ভাগিরথী প্রবাহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। রেনেল সাহেবের ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপের মানচিত্রে দেখা যায় যে, ঐ সময়েও এই স্থানের উপর দিয়া উহা প্রবাহমান ছিল। প্রাচীনকালে মজিলপুর গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। তখন ইহার উপর দিয়া উক্ত ভাগীরথী নদী প্রবাহিতা হইত। প্রবাদ, পলি পড়িয়া ঐ ভাগীরথী প্রবাহ মজিয়া গিয়া দ্বীপাকারে ক্রমশঃ এই গ্রামখানির উত্থান হইয়াছিল; সে কারণ ইহার নাম মজিলপুর হইয়াছে। (১) এই গ্রামটী নূতন হইলেও দক্ষিণ দেশের শিক্ষিত প্রধান স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া খুবই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে হিন্দু শাস্ত্রাদির শিক্ষা ও আলোচনার জন্য এই স্থানটীর এরূপ খ্যাতি ছিল যে, ইহা দ্বিতীয় নবদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। শুনা যায়, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার দক্ষিণে এখানকার মত এত বেশী পণ্ডিতের বাস ও টোল চতুষ্পাঠী আর অন্য কোন স্থানে ছিল না। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে দত্ত বংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইঁহারা

---

(১) ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক ১৩৩৫। জয়নগর—মজিলপুর, শ্রীকালিদাস দত্ত।

কাশ্যপ অপসার নৈধ্রুব প্রবর বিখ্যাত পুরুষোত্তম দত্তর ধারা এবং কোণা সমাজের দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রকেতু দত্ত ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত আসাশুনী থানার অধীন চাঁপাফুলী গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। ইঁনি উক্ত পুরুষোত্তম দত্ত হইতে সপ্তদশ পুরুষ পরে ছিলেন, এবং বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের মুন্সীর কার্য্য করিতেন। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যখন মোগল সরকার হইতে তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীগণকে ধরিবার আদেশ প্রদত্ত হয়, সেই সময় ইনি সপরিবারে প্রাণ রক্ষার্থে তৎকালে সুন্দরবন মধ্যে এই স্থানে পলাইয়া আসিয়া বসবাস করেন। এই সময় ইঁহার গুরু ও যজ্ঞ পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাথা ও রঘুনন্দন পোস্তা নামক দুইজন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণও সপরিবারে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। ইঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে মজিলপুরের মধ্যভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। মজিলপুরের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইঁহাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবাদ—চন্দ্রকেতু দত্ত যখন এখানে আসেন, তখন এই স্থানটী সুন্দরবন মধ্যে দ্বীপাকারে ভাগীরথীর উপর অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই চন্দ্রকেতু দত্তের প্রপৌত্র রামচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার বংশধরগণ সুন্দরবনে বিস্তৃত জমিদারী অর্জ্জন করেন এবং ২৪ পরগণা জিলার জমিদারগণের মধ্যে অন্যতমরূপে প্রসিদ্ধ হন। উক্ত রামচন্দ্র দত্ত এতদঞ্চলে "ছকু দত্ত" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মজিলপুরে সুবৃহৎ অট্টালিকা ও দালানাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় মহাসমারোহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণের হিতার্থেও তিনি এতদঞ্চলে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আজিও উহার নিদর্শনস্বরূপ মথুরাপুর, জয়নগর ও কুলপী থানার নানা স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি বড় বড় জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় চারি লক্ষ টাকা ছিল। এতদঞ্চলে সুন্দরবনের বহু স্থান এই

দত্ত বংশীয় জমিদারগণের দ্বারা হাসিল হইয়াছে। পূর্ব্বে ইঁহারাই মজিলপুর গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন এবং উহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল ছিলেন। জয়নগর মজিলপুর টাউন কমিটী ও বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই গ্রামের পথঘাট ইঁহারাই নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিতেন। ঐ সময় যখন এই প্রদেশের কোথাও ডাকঘর বসে নাই, তখন এখানে ইঁহাদের পেয়াদার ডাক ছিল এবং উহার দ্বারা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত-ভাবে মজিলপুর গ্রামবাসিগণের চিঠি-পত্রাদি কলিকাতা হইতে মজিলপুর ও মজিলপুর হইতে কলিকাতায় নীত হইত।(২) মজিলপুরের অধিবাসী-গণকে পূর্ব্বে ইঁহারাই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। শুনা যায়, উক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পৌত্র রূপনারায়ণ দত্ত প্রত্যহ গ্রামবাসীগণের সংবাদ না লইয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তখন ইঁহাদের বাটীতে দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পূজা পার্ব্বণাদি উপলক্ষে মহাসমারোহে উৎসবাদি হইত ও ঐ সকল উৎসবে মজিলপুরের অধিবাসিগণ সকলেই যোগদান করিয়া আনন্দ করিতেন। রামচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাধাকৃষ্ণ দত্ত খুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং জমিদারী দেখা শুনা করিতেন। তিনি মহাসমারোহে মজিলপুরের বাটীতে শ্রীশ্রীগোপালজীউর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রদেশের সুন্দরবন হাসিলকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্জিটার সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ Revenue History of the Sunderbans নামক পুস্তকে তাঁহার এই সুন্দরবন হাসিল কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ দত্তের পরে এই বংশে যে সকল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করেন, স্বর্গীয় হরমোহন দত্ত তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রকেতু দত্ত হইতে ত্রয়োবিংশ পুরুষ পরে ছিলেন

---

(২) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত—শ্রীমতী হেমলতা দেবী (১২ পৃঃ)

এবং নিজ চেষ্টায় ও বুদ্ধিবলে অতি অল্পকাল মধ্যে প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যান। তিনি উক্ত রামচন্দ্র দত্তের তৃতীয় পৌত্র রামতনু দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের তৃতীয় সন্তান। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। শম্ভুচন্দ্র ও দুর্গা দাস নামে তাঁহার দুইজন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মাতা জয়নগরের মিত্রবংশীয় ধরণীধর মিত্র মহাশয়ের কন্যা। রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যুকালে তিনি তাঁহাকে নাবালক রাখিয়া স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন। হরমোহন বাবু মজিলপুর গ্রামেই গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করেন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রথম মজিলপুর গ্রামে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি তজ্জন্য বেতন দিয়া James নামে একজন সাহেবকে মজিলপুরে রাখিয়াছিলেন। তৎকালে মজিলপুর গ্রামে এই সাহেব আসাতে খুবই কৌতুহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যহ দলে দলে বহু লোক তাঁহার বাটীতে এই সাহেবকে দেখিতে আসিতেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় তাঁহারই প্রদত্ত এক খণ্ড ভূমির উপর ইংরাজী আদর্শে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই এতদঞ্চলের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী বিদ্যালয়। ঐ সময় সমগ্র বঙ্গদেশে যে এক শত একটি মডেল ভারনীকিউলার স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, উহা তন্মধ্যে একটি। তৎকালে ঐ বিদ্যালয় গৃহের এক কক্ষে ইংরাজী পাঠ ও অন্য কক্ষে সংস্কৃত অধ্যাপনা হইত। উক্ত James সাহেবও কিছুদিন ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত হরমোহন দত্ত মহাশয় মজিলপুরে কয়েকটি পাকা রাস্তাও নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কলিকাতাস্থ শ্যামবাজারের বিখ্যাত কৃষ্ণরাম বসুর চতুর্থ পৌত্র বৃন্দাবন বসুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমুখীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মজিলপুরের উত্তরাংশে তিনি এক বিস্তৃত বাগানের মধ্যে বৈঠকখানা বাটী ও অন্দর বাটী নামে দুইটী বৃহৎ অট্টা-

লিকা নির্ম্মাণ করেন। বৈঠকখানা বাটিটী ইংরাজী আদর্শে গঠিত হয়। Booth নামক জনৈক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার উহার প্ল্যান করিয়া দেন। এই বাটী নির্ম্মিত হইবার পর তিনি সপরিবারে দত্ত বাবুদের পুরাতন বাটী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বসবাস করেন। বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য ফলের গাছ আনাইয়া তিনি এই বাগানে রোপণ করেন। তৎকালে রেলপথ না থাকায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানা দেশে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ঐ সকল গাছ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। উক্ত বৈঠকখানা বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অন্দর বাটিটী তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করাইতে সক্ষম হন নাই। উহার নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। সন ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চারিটী কন্যা ও দুইটী শিশু পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী পতিতপাবনীর সহিত শোভাবাজার রাজবাটীর জন্মমুখ্য কুলীন রূপলাল মিত্রের, দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী ভুবন-মোহিনীর সহিত পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বংশীয় জমিদার মণীন্দ্রনাথ ঘোষের, তৃতীয় কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সহিত কাঁসারিপাড়ার বসু বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ বসুর এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগৎমোহিনীর সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি নিমাইচাঁদ বসুর মধ্যম ভ্রাতা কলিকাতা ছোট আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল উদয়চাঁদ বসুর বিবাহ হইয়াছিল।

হরমোহন বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী ছয় বৎসর-কাল জীবিতা ছিলেন। এই অল্পকাল মধ্যে তিনি মজিলপুরে ও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রামে জলাশয় প্রতিষ্ঠা, ভূমিদান প্রভৃতি বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উহা ব্যতীত তাঁহার অর্থে তখন অনেক দরিদ্র বিধবা ও দরিদ্র ছাত্র প্রতিপালিত হইত। হরমোহন বাবু ইংরাজ গভর্ণ-

মেণ্টের নিকট হইতে যে সকল নূতন জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন, তন্মধ্যে কতকগুলি লাটের অরণ্য তাঁহার জীবদ্দশায় হাসিল করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সময় ঐ সকল লাট হাসিল হয়। তিনি বেশ শিক্ষিতা ও খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন। সে কারণ তাঁহার সময় হরমোহন বাবুর জমিদারীর খুবই ভালরূপ তত্ত্বাবধান হইয়াছিল।

১২৬৮ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমুখীর মৃত্যু হয়। ঐ সময় হরমোহন বাবুর পুত্রদ্বয় হেমনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ দত্ত নাবালক ছিলেন, সে কারণ তাঁহাদের সমুদায় ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Court of Wardsএ গৃহীত হইয়াছিল এবং তাঁহারাও তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত Wards Institutionএ নীত হইয়াছিলেন। এই সময় উক্ত Wards Institution বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং সেখানে তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনী জমিদারগণের নাবালক পুত্রগণ বাস করিতেন। তৎকালে Court of Wardsএর পক্ষে তাঁহাদের জমিদারীর কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বঙ্গগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে মজিলপুরে আসিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত বাগান বাটীতে অবস্থান করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এক্ষণে এই বারুইপুর মহকুমার অস্তিত্ব নাই। উহা আলিপুরের সহিত একত্রিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় দীনবন্ধু মিত্র, জগদীশনাথ রায় প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের বহু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুও মজিলপুরে আসিয়া হরমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেন।(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসিদ্ধ পুস্তক বিষবৃক্ষের রচনাও এই সময় ঐ বাটীতেই আরম্ভ হয়।

---

(৩) প্রদীপ, ১৩০৬, আষাঢ়। বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—শ্রীকালীনাথ দত্ত।
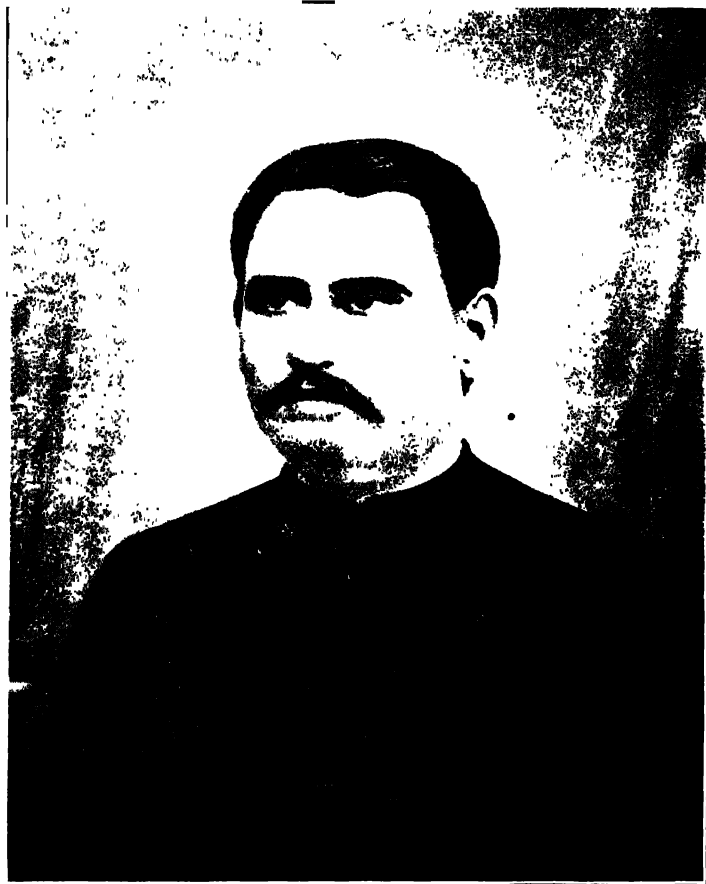
স্বর্গীয় স্ুরেন্দ্র নাথ দত্ত

হরমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমনাথ দত্ত সাবালক হইয়া সন ১২৭৮ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথের অভিভাবকরূপে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উক্ত Wards Institution হইতে মজিলপুরে আসেন এবং সেই বৎসরই Court of Wardsএর নিকট হইতে জমিদারী ফিরাইয়া লন। তিনি বাগবাজার নিবাসী ব্রজজীবন বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী কাদম্বিনীর অপর এক ভগ্নীর সহিত ডিমলার রাজা স্বর্গীয় জানকীবল্লভের বিবাহ হইয়াছিল। হেমবাবু বাল্যকালে Wards Institutionএ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং রাজেন্দ্র বাবুর নিকটে থাকিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ডাক্তার মিত্র তজ্জন্য তাঁহাকে স্বহস্তে উৎসর্গ পত্র লিখিয়া তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। Wards Institution হইতে চলিয়া আসিবার পরও তিনি তাঁহাকে প্রায়ই স্নেহপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেন। হেম বাবু সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য মজিলপুর বাগান বাটীতে একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে তৎকালীন প্রায় সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা ও বহু দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগৃহীত ছিল। অনেক পণ্ডিত প্রায়ই সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চা করিবার জন্য তখন তাঁহার নিকট আসিতেন ও তিনি নিয়মিত বৃত্তি দিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার সঙ্গীতেও বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অল্প সময়ের মধ্যে খুব ভাল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত বাঙ্গালা কবিতা তৎকালে মজিলপুর নিবাসী স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রসিদ্ধ "ভারত সংস্কারক" পত্রিকায় ও মজিলপুরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের "কর্ণধার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। আমরা অনুসন্ধান করিয়া রায় সাহেবের বাটীতে কর্ণধার পত্রিকার পুরাতন ফাইলে তাঁহার রচিত "প্রভাতের তারা" নামে একটি কবিতার

কিয়দংশ পাইয়াছি। উহা নিম্নে প্রদান করিলাম। এই কবিতাটি ১২৯৪ সালের কর্ণধারের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১)

পূর্ব্বদিক পরিষ্কার উষার আভায়,
পশ্চিম গগন গায় হিমাংশু মিশায়ে যায়
ধায় নিশা সাঁ। সাঁ। রবে হায় ক্ষীণকায়।
অর্দ্ধ ব্যোম পরিষ্কার অর্দ্ধালোক তমাধার
জাহ্নবী যমুনা যেন দোঁহে শোভা পায়!
শীতল বাতাস বয় পদ্ম বিকশিত হয়,
তৃণে তৃণে মুক্তামালা ছড়াছড়ি যায়,
বিঘোর নিদ্রায় ধরা শরীর জুড়ায়॥

(২)

একটি নির্লজ্জ তারা আকাশের গায়,
ক্ষুদ্রালোক দেবালয়ে জ্বলে যথা ক্ষীণ হয়ে,
অথবা যোড়শী যেন জলে ভাসি যায়।
সবিত্রী যেমতি বনে একা জাগে ক্ষুণ্ণ মনে
পতি-শোক-নীরে সতী ঢালি স্বর্ণকায়।
মিটি মিটি তারকাটি জ্বলে কিবা পরিপাটী
নব বঁধূ আঁখি যথা শোভে ঘোমটায়,
লুকায় লুকায় তবু লুকাতে না চায়।

১২৯৬ সালের আশ্বিন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্র বাবুই তাঁহার ত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির স্বত্ত্বাধিকারী হন। সুরেন্দ্র বাবু প্রথমে নড়াইলের বিখ্যাত জমিদার রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের সহোদর ভগ্নীর কন্যা শ্রীমতী

সুরেন্দ্র নিকেতন
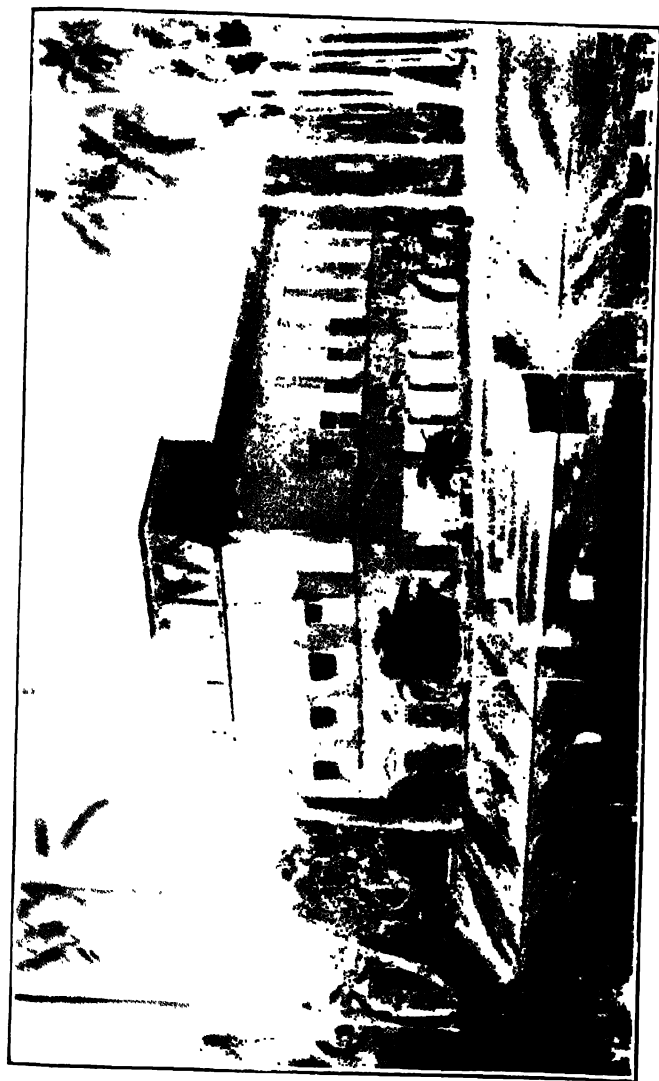
কুসুমকুমারীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে তাঁহার প্রকাশনাথ নামে এক পুত্র ও সরোজিনী নামে একটি কন্যা হয়। ইহার পর তাঁহার উক্ত প্রথমা পত্নী কুসুমকুমারীর হঠাৎ মৃত্যু হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতা সিমুলিয়ার মিত্র বংশীয়, বারাসত নিবাসী মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদা মোহিনীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে তাঁহার কালিদাস, তারা দাস ও বিষ্ণু দাস নামে তিন পুত্রের ও শ্রীমতী উষামণি, শ্রীমতী দেবসেনা, শ্রীমতী ভূতেশভাবিনী ও শ্রীমতী অম্বালিকা নামে চারিটী কন্যার জন্ম হয়। সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গীত বিদ্যায় ও শিকারে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও খুব ভাল পাখোয়াজ ও সেতার বাজাইতে পারিতেন এবং মুরাদালী খাঁ, আহাম্মদ খাঁ, গোপালপ্রসাদ প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রায়ই তাঁহার মজিল-পুরস্থ উক্ত বাগান বাটীতে বেতন দিয়া লইয়া যাইতেন। তৎকালে তাঁহার বাগান বাটীতে জয়নগর মজিলপুরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাজনা ও সঙ্গীত শুনিবার ও শিখিবার জন্য আসিতেন। শিকারের জন্য তিনি কয়েকটি বহু মূল্যবান কুকুর ইয়োরোপ হইতে আনাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বুয়ার যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত Hagginbotham ও Scott নামে দুইজন ইংরাজ সৈন্যকে সামরিক বিভাগ হইতে discharged করাইয়া বেতন দিয়া মজিলপুরে রাখিয়াছিলেন। ঐ সাহেবদ্বয়ের মধ্যে উক্ত Hagginbotham কর্ত্তৃক সুন্দরবনে ধৃত একটি প্রকাণ্ড Boa সর্প তিনি London Zoological Gardenএ দান করেন। এই Haggin-botham তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল এবং তাঁহারই একটি কয়লার খনির কার্য্যোপলক্ষে সরকেডিহি যাইবার পথে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুরেন্দ্র বাবু চারিটী পুত্র ও চারিটী কন্যা রাখিয়া সন ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁহার

কলিকাতার বাটীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রকাশনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় ১৩২০ সালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অপর তিনটী পুত্র শ্রীকালি দাস, শ্রীতারা দাস ও শ্রীবিদ্যা দাস এক্ষণে মজিলপুরস্থ পূর্ব্বোক্ত বাগান বাটীতে বসবাস করিতেছেন। কন্যা চারিটীর মধ্যে দুইটী, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ তাহার মৃত্যুর পর দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী উষামণির সহিত শোভাবাজার নিবাসী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভাগিনেয় সতীশচন্দ্র মিত্রের, দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লসুন্দরীর সহিত ভবানীপুর নিবাসী সুরাজচন্দ্র ঘোষের, তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী ভূতেশভাবিনীর সহিত বহড়ুর প্রসিদ্ধ বসু বংশীয় জমিদার শ্রীনাথ বসু মহাশয়ের মধ্যম পৌত্র ভবেন্দ্রনাথ বসুর ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অম্বালিকার সহিত জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের বিবাহ হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর পত্নী শ্রীমতী ক্ষীরোদা মোহিনীও এক্ষণে ইহজগতে নাই। ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসে মজিলপুরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। শ্রীমান কালিদাসের সহিত কলাছড়ার ঘোষ বংশীয় শ্রীযুক্ত রাধা রমণ ঘোষের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী সরলাবালার ,শ্রীমান তারাদাসের সহিত জয়নগরের জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর ও শ্রীযুক্ত বিদ্যাদাসের সহিত দক্ষিণবারাসতের শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ঘোষ সবজজ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীমান কালিদাসের এক্ষণে দুইটী পুত্র, শ্রীবিমল কুমার ও শ্রীমান অমল কুমার, শ্রীমান তারাদাসের একটী পুত্র শ্রীমান সত্যনারায়ণ ও শ্রীমান বিদ্যা দাসের একটী পুত্র শ্রীমান কমলকুমার।

২২ রাজনারায়ণ দত্তের ধারা
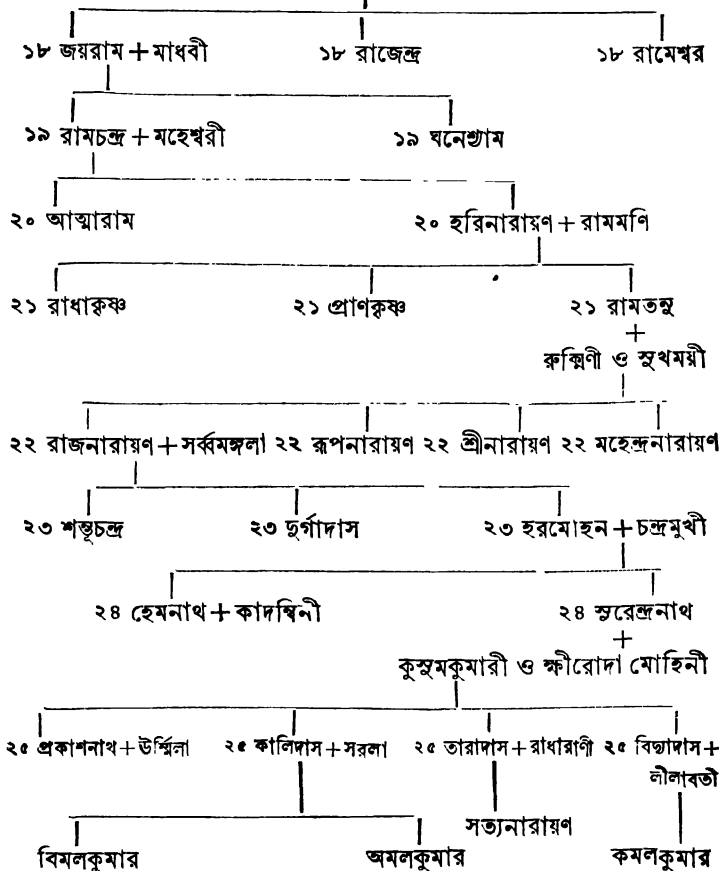
আক্‌নার ঘোষ বংশ

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া প্রধান অফিসের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান

আনুমানিক খ্রীঃ ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে বঙ্গের রাজা আদিশূর কনৌজ (কান্যকুব্জ) হইতে পাঁচজন শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আনাইয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের পাঁচটী সঙ্গী যাঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ তন্মধ্যে কুলীনপ্রবর কায়স্থকুলতিলক ৺মকরন্দ ঘোষ অন্যতম। মকরন্দ ঘোষ বঙ্গদেশের ঘোষ বংশের আদি পুরুষ। ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রভাকর ঘোষ ও নিশাপতি ঘোষ (দুই সহোদর) "আক্‌না" এবং "বালিতে" গিয়া সমাজপতি হন। তদবধি আদি কায়স্থ ঘোষ বংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং বংশ-পরম্পরা "আক্‌নার ঘোষ" এবং "বালির ঘোষ" বলিয়া খ্যাত।

তুলসীচরণ ঘোষ আক্‌নার ঘোষ বংশসম্ভূত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে হুগলী জেলার অন্তর্গত বামুনপাড়া গ্রামে বাসস্থান করেন। তুলসী চরণের পিতা ৺দীননাথ ঘোষ ১৭ নং মৃজাপুর লেনে (এখন ১৭ নং সাঁখারিখোলা ইষ্ট লেন, কলিকাতা) বাস করিতেন। ইনি Ship Banian ছিলেন। ইঁহার এক ভ্রাতা ৺দুর্গাচরণ ঘোষ Gladstone Wylly অফিসের মুৎসুদ্দি ও বুককিপার ছিলেন এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্র ৺আশুতোষ ঘোষ অন্যূন ৪০ বৎসরকাল কলিকাতা Hong Kong and Shanghai ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার ছিলেন। ইঁহাদের কলিকাতায় বহু

শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ ঘোষ

দিনের বাস, এমন কি বোধ হয় কলিকাতার আদিবাসিন্দা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখনকার দিনে ইঁহাদের কলিকাতা বাটীতে দোল দুর্গোৎসবাদি বারো মাসে তের পার্ব্বণ সমাধা হইত এবং দীননাথ এরূপ ক্রিয়াবান ও দানশীল ছিলেন যে "নেড়া গির্জ্জা ঘোষেদের বাটী" বলিলে প্রায় সকলেই চিনিতে পারিতেন। বাংলা ১২৭১ সালের ভীষণ ঝড়ের পর মন্বন্তর হয়, সেই সময় দীননাথ চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একেবারে চারি গাড়ী চাউল ক্রয় করেন এবং তাহা হইতে দুই গাড়ী চাউল দুঃস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। দীননাথের নিজ পরিবার অতি অল্প হইলেও, দূরস্থ আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার বাটীতে দুই বেলা ৫০।৬০ খানি পাতা পড়িত। তন্মধ্যে তাঁহার এক ভাগিনেয়ী পুত্র ৺গিরীশচন্দ্র দে তাঁহার বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর Assistant Assessor হইয়াছিলেন। এডওয়ার্ড দি সেভেন্থ যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌রূপে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বহুবাজার অক্রুর দত্তের বাটী হইতে যে অভিনন্দন করা হয়, দীননাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন উদ্যোগী ছিলেন। সে অন্যূন ৬৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দীননাথের মাতৃদেবীকে নিমতলা ঘাটে তীরস্থ করা হয়। বৃদ্ধা ঐ গঙ্গাতীরে তিন রাত্র বাস করিয়া চতুর্থ দিবস প্রাতে স্বজনবর্গপরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎ নাম শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে ৺গঙ্গা লাভ করেন। ঐ কয় দিবস নিমতলা ঘাটে এক সমারোহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। দীননাথ একজন সামান্য ব্যক্তি হইলেও কলিকাতায় বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার কুটুম্বিতা ও হৃদ্যতা ছিল। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার জগবন্ধু বোস, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস (পটলডাঙ্গা), মাধবচন্দ্র সেন, নীলাম্বর দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র পালিত, ডাক্তার দীনবন্ধু মিত্র, ডাক্তার কালাচাঁদ দে ইত্যাদি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গঙ্গাতীরে যাইয়া প্রত্যহ তত্ত্বাবধান ও উৎসাহিত করিতেন।

গঙ্গাতীরে কয় দিবস ধরিয়া গান বাজনা, নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং দুই বেলা রীতিমত ভোজের ব্যাপার চলিত। দীননাথ তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করেন এবং ঐ শ্রাদ্ধের দিন এক অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হয়। নীলাম্বর দত্ত (হাটখোলা) এবং রাধিকাচরণ মিত্র (দীননাথের ভাগিনেয়) তখন কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সহকারী ও নায়েব দেওয়ান ছিলেন। ইঁহাদের নিকট ক্যাসের চাবি থাকিত। ইঁহারা ঐ শ্রাদ্ধ বাসরে এরূপ মজগুল হইয়াছিলেন যে অফিসের কথা তাঁহাদের একেবারেই মনে হয় নাই। আন্দাজ বেলা এগারটার পর ব্যাঙ্কের সাহেব আসিয়া নীলাম্বর বাবুকে লইয়া গিয়া ব্যাঙ্কের ক্যাস খোলা হয়; রাধিকাচরণের আর সে দিবস অফিস যাইবার ক্ষমতা ছিল না।

দীননাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনাথের বাল্যাবস্থায় কুলকর্ম্ম করা হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। দীননাথ জনাই বাক্সা নিবাসী (বাক্সা চৌধুরী বাটী) ৺গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ৮২ বৎসর বয়সে নিজ কলিকাতাস্থ বাটীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তুলসীচরণের জননী অতি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি ও অমায়িকতার গুণে পল্লীস্থ অধিকাংশ পুরমহিলাগণ মধ্যাহ্নে তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহার সহিত গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি আপদ-বিপদে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সাহায্য করিতেন, তখন তাঁহার বাটীর কথা মনে থাকিত না। তিনি কতিপয় অনাথ বিধবাকে যৎসামান্যভাবে মাসিক সাহায্য করিতেন এবং ইহা তিনি এত গোপনভাবে করিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাটীর লোকেও কেহ জানিতে পারেন নাই। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর মাত্র দেড় বৎসর জীবিত থাকিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

তুলসীচরণ কলিকাতা ১৭ নং মৃজাপুর লেনে নিজ পৈতৃক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতামাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া অত্যধিক আদর যত্নে লালিতপালিত হন। শৈশবে পল্লীস্থ হিন্দু বয়েজ স্কুলে শিক্ষারম্ভ করিয়া মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসনে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে সামান্য কেরাণীরূপে প্রবেশ করেন। পরে অতি অল্প দিনের মধ্যে নিজ যোগ্যতা গুণে Head Clerk এবং তাহার কিছু পরেই মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে Special Clerk হন। ইনি যেমন নির্ভীক, মেধাবী, কর্ম্মঠ তেমনই লোকপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার অধ্যবসায় এবং কার্য্যকুশলতাগুণে অল্পকাল মধ্যেই আবার Sub-Accountant পদে অভিষিক্ত হন এবং পর বৎসরে Officer হইয়া মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতে থাকেন এবং অনতিকাল মধ্যে ইঁহার যোগ্যতার ও কার্য্য-কুশলতার পারিতোষিক স্বরূপ ব্যাঙ্কের শ্রেষ্ঠ পদ (ভারতীয়দের জন্য), কলিকাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দেওয়ান পদে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি যেমন ন্যায়বান, তেমনই দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। নিম্নস্থ কর্ম্মচারীগণকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন এবং তাঁহাদের আপদ বিপদে সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করিতেন। ইঁহার সরল ব্যবহার এবং কার্য্যকুশলতার নিমিত্ত কি সাহেব, কি বাঙ্গালী সকলের নিকটেই প্রভূত ভক্তি ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি অবসর গ্রহণকালে ব্যাঙ্কের সকল কর্ম্মচারীই বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং ইনি কতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান লইয়া কর্ম্মজীবনে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা Albert Hallএ তাঁহাকে যে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, (যাহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইল) তাহা হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কোন ব্যাঙ্কের সাহেব ভারতীয়দের বিদায় সভায় উপস্থিত হন নাই। কিন্তু তুলসীচরণের বিদায় অভিনন্দন সভায় ব্যাঙ্কের বড় সাহেব এবং

অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

তুলসীচরণ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পিতার ন্যায় দানশীল এবং এখন পর্য্যন্ত দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি বাগবাজারের রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ ৺ব্রজবিহারী সোম মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ৺কুঞ্জবিহারী সোমের দ্বিতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার বহুবাজার মলঙ্গা লেন নিবাসী ৺উপেন্দ্রনাথ (দত্ত) নিয়োগীর দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার উপস্থিত দুই পুত্র এবং ছয়টী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বরুণকুমার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম্, বি ডাক্তার। ইনি রামবাগান নিবাসী ৺দয়ালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী শ্রীসুবোধচাঁদ মিত্রের, কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অরুণকুমার কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম্ম করেন। অরুণকুমার বাজে শিব-পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্তের কন্যাকে (গড়পাড় নিবাসী ৺রাখালচন্দ্র মিত্রের দৌহিত্র) বিবাহ করেন। তুলসীচরণের প্রথমা কন্যার নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী ৺হেমচন্দ্র দত্তের (মজিলপুরের দত্ত) একমাত্র পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের সহিত এবং দ্বিতীয়া কন্যার শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুমারেশ্বরের সহিত বিবাহ হয়। তুলসীচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত গোপালচন্দ্র প্লাম্বার ও কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একটি কন্যা ও একটি পুত্র এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হওয়ার পর হইতে তিনি একেবারে কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। তুলসীচরণের জ্যৈষ্ঠা ভগিনীর রাজপুরের বিখ্যাত জমীদার ৺দুর্গারাম করের প্রপৌত্র ৺বৃন্দাবনচন্দ্র করের একমাত্র পুত্র শ্রীযুত প্রিয়নাথ করের সহিত বিবাহ হয়। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত ইঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সুবলচন্দ্র মিত্রের

সরল বাঙ্গালা অভিধান চতুর্থ সংস্করণে লিপিবদ্ধ আছে। প্রিয়নাথের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এবং স্থানীয় হাইকোর্টের লাইব্রেরিয়ান (Librarian Judges' Library) তুলসীচরণের কনিষ্ঠা ভগিনীর কলিকাতা কাঁসারীপাড়া নিবাসী ৺কালা-চাঁদ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিয়চাঁদ দত্তের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহার তিন পুত্র এবং দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র কলিকাতা ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করেন।

তুলসীচরণ যে শুধু কর্ম্মজীবনে নিজ পদোন্নতির জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, এমন নহে। কলিকাতা সহরে প্রথম প্লেগের সময় তিনি স্বর্গীয় খ্যাতনামা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার হেমচন্দ্র চৌধুরী, বাবু প্রিয়নাথ কর প্রভৃতি মহোদয়গণের সহকারীরূপে ১১ নং ওয়ার্ডের প্লেগ হাসপাতাল স্থাপন কার্য্যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তুলসীচরণ কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে তাঁহার পৈতৃক বাস ভবনে নিজ বাটী হইতে কতকগুলি পুস্তক লইয়া সরস্বতী লাইব্রেরী স্থাপনা করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদিগের অকাতর পরিশ্রমের ফলে ইহা সাধারণ পাঠাগারে পরিণত হয়। সেই সামান্য অনুষ্ঠানটি আজ ১১ নং ওয়ার্ডে শাঁখারিটোলা লেনের উপর প্রসিদ্ধ "সরস্বতী ইন্-ষ্টিটিউট" নামে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তুলসীচরণ একজন সাহিত্যিক এবং কর্ম্মভারাক্রান্ত জীবনেও সাহিত্য-চর্চ্চায় ক্ষান্ত থাকেন না। ইঁহার সম্বন্ধে সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান চতুর্থ সংস্করণে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।——

"ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইনি "কালনেমি" নামক সামাজিক নাটক প্রনয়ণ করিয়াছেন। লেখক নবীন হইলেও ভাষার মাধুর্য্যে ও লিপি চাতুর্য্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মাসিক পত্রিকাদিতে ইনি গল্প ও প্রবন্ধাদি লিখেন। ইনি এখন একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী।

বংশ-পঞ্জী

আকনার ঘোষ বংশ

কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত কুলীনপ্রবর কায়স্থকুলতিলক
৺মকরন্দ ঘোষের সন্তান--

আকনা সমাজপতি ৺প্রভাকর ঘোষের বংশ

(শ্রীযুত তুলসীচরণ ঘোষ লিখিত)

আমার প্রপিতামহ ৺শম্ভুরাম ঘোষের বংশধরগণের পুত্র কন্যার কাহার কোথায় বিবাহ হইয়াছে, যথাযত নিম্নে বিবৃত করিলাম।

ক। দুর্গাচরণ—কুলকর্ম্ম "মথুরাবাটি" বসুবাটীতে হয়। দ্বিতীয়বার কলিকাতা কুমারটুলি নিবাসী ৺গুরুচরণ মজুমদারের কন্যাকে এবং তৃতীয়বার গোড়ে ফর্‌তাবাদ নিবাসী ৺শ্রীনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। দুর্গাচরণ গ্ল্যাডষ্টোন্ ওয়াইলির (Gladstone Wylie) বুক্-কিপার ছিলেন। দুর্গাচরণের এক ভগ্নীর জনাই, বাক্সা মিত্র বাটীতে বিবাহ হয় এবং ঐ ভগ্নীর পুত্র (ভাগিনেয়) ৺রাধিকাচরণ মিত্র কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নায়েব দেওয়ান ছিলেন।

খ। দীননাথ—বাক্সা চৌধুরী বাটী (জনাই) ৺গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। দীননাথ Ships Banian ছিলেন এবং পরে কিছুকাল কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। দিননাথের ভগ্নীর জনাই বাক্সা মিত্র বাটীতে বিবাহ হয়। ইঁহার একটি মাত্র কন্যা ছিল। জামাতার নাম ৺রাজিবলোচন দে (বিশ্বাস)। দৌহিত্র ৪টী—৺পূর্ণচন্দ্র, ৺গিরীশচন্দ্র, ৺হেমচন্দ্র, ৺চারুচন্দ্র। গিরীশচন্দ্র

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর এসিষ্টেণ্ট এসেসর ছিলেন। ইঁহারা কলিকাতায় মা'র মাতুলালয়ে বাস করিতেন।

গ। অন্নদাপ্রসাদ—কলিকাতা কুমারটুলি নিবাসী ৺যদুনাথ মল্লিক সবজজের কন্যাকে বিবাহ করেন।

ঘ। শশীভূষণ—কলিকাতা গরাণহাটা নিবাসী ৺হরিকুমার বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন্। দুর্গাচরণের এক কন্যার দর্জ্জিপাড়া নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র দের সহিত বিবাহ হয়। একটি কন্যার ডাক্তার ৺ভগবানচন্দ্র রুদ্রের ভ্রাতা ৺মধুসূদন রুদ্রের সহিত এবং আর একটির কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী ৺প্রসন্নকুমার মিত্রের সহিত বিবাহ হয়।

ঙ। মহেন্দ্রনাথ—কলিকাতা শুঁড়িপাড়া নিবাসী ৺রসিকলাল মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন।

চ। আশুতোষ—কলিকাতা শ্যামবাজার ন্যায়রত্ন লেন নিবাসী ৺অভয় কুমার দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। আশুতোষ কলিকাতা হং কং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কের কেসিয়ার ছিলেন। ইঁহার এক ভগ্নীর জয়নগর মজিলপুর নিবাসী ৺কেদারনাথ মিত্র এটর্ণির সহিত বিবাহ হয় এবং বড়িষা দত্তপাড়া (বেহালা) নিবাসী ৺নৃসিংহকুমার দত্তের সহিত অপর ভগ্নীর বিবাহ হয়।

ছ। গোপালচন্দ্র—প্রথম জয়নগর মিত্র বাটীতে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বার বাদুড়বাগাননিবাসী ৺রাধানাথ দে'র কন্যাকে বিবাহ করেন।

জ। তুলসীচরণ—কলিকাতা, বাগবাজার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৺ব্রজবিহারী সোম (সবজজ)এর ভ্রাতুষ্পুত্রী ৺কুঞ্জবিহারী সোমের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বার বহুবাজার মলঙ্গা লেন নিবাসী ৺উপেন্দ্রনাথ নিয়োগী (দত্ত)র দ্বিতীয়া কন্যার সহিত বিবাহ হয়। তুলসীচরণ কলিকাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (হেড অফিস ষ্ট্রাণ্ড রোড) ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান।

ঝ। রাজপুরের বিখ্যাত জমীদার ৺দুর্গারাম করের পুত্র ৺বৃন্দাবন করের একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রিয়নাথ করের (ডাকনাম ষষ্ঠী) সহিত প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। প্রিয়নাথের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং স্থানীয় হাইকোর্টের লাইব্রেরিয়ান (Librarian, Judges' Llbrary)। প্রিয়নাথের সংক্ষিপ্ত জীবন সুবল-চন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান, চতুর্থ সংস্করণে সন্নিবেশিত আছে। কাঁসারীপাড়া রাজা সেনের লেনস্থ ৺কালাচাঁদ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺অমিয় চাঁদ দত্তের সহিত দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়। অমিয়চাঁদের তিন পুত্র, পূর্ণচন্দ্র, ইন্দ্রচন্দ্র এবং চারুচন্দ্র।

ঞ। বরুণকুমার—কলিকাতা রামবাগান নিবাসী ৺দয়ালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী শ্রীসুবোধচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত বিবাহ হয়। বরুণ-কুমার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম, বি, ডাক্তার।

ত। কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী (আদি নিবাস সরিষা) ৺হেমচন্দ্র দত্তের (মজিলপুরের দত্ত) একমাত্র পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের সহিত প্রথমা কন্যার বিবাহ হয় এবং শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুমারেশ্বরের সহিত দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয়।

থ। কলিকাতা টিকাপাড়া নিবাসী ৺শিবচন্দ্র বসুর পুত্র ৺প্রতুল-চন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়।

দ। নরেন্দ্রনাথ—কোন্নগর মন্দির বাড়ীর ৺কেদারনাথ মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। নরেন্দ্রনাথ হংকং এণ্ড সাংহাং ব্যাঙ্কের কেসিয়ার ছিলেন।

ধ। প্রবোধচন্দ্র—যশোহর নিবাসী শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্রের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা হংকং এণ্ড সাংহাং ব্যাঙ্কের কেসিয়ার।

৺রাজারাম ঘোষ হুগলী জেলার অন্তর্গত "বামুনপাড়া" গ্রামে বাস

করেন। পরে তাঁহার বংশধরেরা বহু বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নেড়া গির্জ্জা শিবতলা (বহুবাজার শাঁখারিটোলা,—এখন ১১ নং ওয়ার্ড) পল্লীতে বাস স্থাপন করেন। ৺দুর্গাচরণ ২৮বি নং স্মুরি লেনে, ৺দীননাথ ১৭নং শাঁখারিটোলা ইষ্ট লেনে (পূর্ব্বে মৃজাপুর লেন ছিল) ৺নীলকমল ৪ নং ক্রীক লেনে, ৺উমাচরণ ঠাকুরদাস পালিত লেনে এবং ৺আশুতোষ ৩৭ নং সারপেণ্টাইন লেনে বাস করিতেন।

তাং ৪ঠা আষাঢ়, শনিবার। সন ১৩৩৯ সাল।

প্রকাশক—শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ,
৫৬নং মিডিল রোড ইটালী,
কলিকাতা

শ্রদ্ধেয় খাজাঞ্চী শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীচরণ ঘোষ মহাশয়ের
কর্ম্ম জীবনের অবসরান্তে

বিদায় অর্ঘ্য

ধর্ম্ম ভাবিয়া প্রভুর কর্ম্ম করিয়া প্রকাশি উদ্যতি,
হেন অভাগ্য বিরল বিশ্বে লভেনি যেজন উন্নতি।
লক্ষ সেরূপ উদাহরণ মধ্যে তুমি হে অন্যতম,
দীর্ঘ বরষ করেছ কর্ম্ম, কমেনি কখনো উদ্যম।
চতুস্ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে আঠার মুদ্রা মাসিক বেতনে,
পশিয়াছিলে হে ক্ষুদ্র কেরাণি! এ শ্রেষ্ঠীর নিকেতনে।
ধৃষ্ট না হয়ে মিষ্ট ব্যাভারে তুষ্ট করিয়া প্রভুগণে,
দেখায়ে আপন কর্ম্মপটুতা নিয়ত তাহার ঘণে,
প্রশস্ত করেছ উন্নতির পথ ধীরে ধীরে আপনার,
চৌদ্দ বরষে ঘুরেছে চক্র ত্রিশতে আঠারো টাকার।
সপ্তদশ বরষ মাঝারে দেখিতে দেখিতে আবার,
খাজাঞ্চী আসনে বসেছ হে তুমি শক্তিতে আপনার।
প্রত্যেক মাসে হাজার মুদ্রা মূল্য লভিছ যোগ্য তার,
বঞ্চনাহীন কর্ম্ম ব্রতের বিধির দত্ত পুরস্কার।
সূর্য্যের সম সময়নিষ্ঠ অনিষ্ট করনি কাহার,
ক্ষুদ্র ত্রুটিতে কখনো কারো কাড়োনি মুখের আহার।
স্বেচ্ছায় নিলে অবসর আজি নাহ'তে গরিমা ক্ষুণ্ণ,
সাহেব কেরাণী পাশে তাই তব সম্মান ডালা পূর্ণ।
ভুঞ্জন কর দীর্ঘ দিবস চিত্ত সুখে এঅবসর,
প্রার্থনা করে কেরাণীবৃন্দ ঈশ্বর পাশে নিরন্তর।
ভক্তি শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ ক্ষুদ্র এ প্রীতি উপহার,
ধরি ধন্য ক'র হে মোদের সঙ্গে বিদায় বন্দনার।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক,
কলিকাতা;
২৯শে মে, ১৯৩২।

ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের
কর্ম্মচারীবৃন্দ

বংশলতা

মকরন্দ ঘোষ
|
পুরুষোত্তম ঘোষ
|
ভবনাথ ঘোষ
|
মহাদেব ঘোষ
|
গাব ঘোষ
|
প্রভাকর ঘোষ (আকনা সমাজপতি)
|
প্রদ্যুম্ন ঘোষ
|
বনমালী ঘোষ
|
ভাস্কর ঘোষ
|
অনন্ত ঘোষ
|
শূলপাণি ঘোষ
|
সাগর ঘোষ
|
রামরাম ঘোষ
|
গোপীকান্ত ঘোষ
|
বনমালী ঘোষ
|
চৈতন্যচরণ ঘোষ
|
দুর্গাদাস ঘোষ
|

রাজারাম ঘোষ (দেওয়ান)
রামচন্দ্র ঘোষ
ভৃগুরাম ঘোষ
লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ
সহস্ররাম ঘোষ
শম্ভুরাম ঘোষ
রামকৃষ্ণ
রামদুলাল
৪ কন্যা
গোবিন্দ
মধুসূদন
প্রথম সংসার
দ্বিতীয় সংসার
রামধন
মদনমোহন
কাশীনাথ
বৈদ্যনাথ
দেবনারায়ণ
নরনারায়ণ
প্রতাপনারায়ণ
শিবনারায়ণ
0
0
0
উমাচরণ
0
বৈকুণ্ঠনাথ
নীলকমল
0
৪পুত্র ১কন্যা
চণ্ডীচরণ
রামগোপাল
কালীচরণ
কৃষ্ণগোপাল
মন্মথ
হরিদাস
0
তিনকড়ি
তারাচরণ
লালমোহন
হরিপদ
কৃষ্ণকিশোর
যোগেন্দ্রনাথ
উপেন্দ্রনাথ
হরেন্দ্রনাথ
সুরেন্দ্রনাথ
মনীন্দ্রনাথ
0
জিতেন্দ্র, ভূপেন্দ্র
২ পুত্র
তুলসী
রণেন্দ্র
নীরেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
বীরেন্দ্র
নৃপেন্দ্র ও আর ৫টী

রাজকুমার
রামমোহন
রামনারায়ণ
ক
দুর্গাচরণ
এবং ৩কন্যা
কৈলাশচন্দ্র
রাজবল্লভ
রাজকিশোর
শ্রীনাথ
খ
দিননাথ
0
0
0 এবং ১কন্যা
ঙ
মহেন্দ্রনাথ
এবং ২কন্যা
চ
আশুতোষ
ছ
গোপালচন্দ্র
ঝ
জ
তুলসীচরণ
এবং ২কন্যা
৩ কন্যা
গ
অন্নদাপ্রসাদ
এবং ৪কন্যা
ঘ
শশীভূষণ
দ
নরেন্দ্রনাথ
থ
ধ
প্রবোধচন্দ্র (পাঁচু)
নলীনচন্দ্র
ধীরেন্দ্রনাথ
১ কন্যা
কানাই
বলাই
নিতাই
নিমাই
জগাই
ঞ
বরুণকুমার
অরুণকুমার
এবং ৫ কন্যা
ত
অজিৎকুমার
জন্ম ১১ই ডিসেম্বর ১৯০৬
মৃত্যু ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কে-সি-এস-আই

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরীদী পরগণার ভাটপাড়া গ্রামে ইংরাজী ১৮৫১ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীনারায়ণ গুপ্ত। তিনি জমিদার এবং ঈশ্বর পরায়ণ ও ভক্ত পুরুষ ছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের মাতা অন্নদাসুন্দরীও সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে কালীনারায়ণ ব্রহ্মোপাসনায় অনুরাগী হইয়া উঠেন এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার আস্থা হয়। ধর্ম্মপ্রবণ পিতামাতাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের চরিত্র শৈশব হইতেই গঠিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সকল প্রকার উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল।

কালীনারায়ণ চারিপুত্র রাখিয়া মারা যান। জ্যেষ্ঠ স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ, দ্বিতীয় প্যারীমোহন গুপ্ত, ইনি সিভিল সার্জ্জন ছিলেন; তৃতীয় গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং চতুর্থ বিনয় চন্দ্র গুপ্ত ইনি গ্রামে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শন করিতেন।

কালীনারায়ণ যখন ভাটপাড়ায় অবস্থান করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারীমোহন ও গঙ্গাগোবিন্দ ঢাকায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় তখন ঢাকা পোগোজ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া কালী নারায়ণের পুত্রগণের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক সাধু অঘোর নাথ গুপ্ত ও বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ঢাকায় উপস্থিত হন। তাঁহাদের মহদ্ভাব, ঈশ্বরানুরাগ ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকেরই মন আকৃষ্ট

-হয়। সেই সময়ে ঢাকাতে কতিপয় উৎসাহী ব্যাক্তির চেষ্টায় সঙ্গত সভা নামক একটী সভা স্থাপিত হয়। কৃষ্ণগোবিন্দ ভ্রাতৃগণ সহ এই "সঙ্গত সভা"য় যোগ দিতেন। ঢাকার আর্ম্মানীটোলায় একটি ছাত্রাবাস ছিল; কৃষ্ণগোবিন্দ বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সেই ছাত্রা-বাসে অবস্থান করিতেন। এই ছাত্রাবাস যে বাড়ীতে অবস্থিত ছিল সেই বাড়ীর অপরাংশে ব্রজসুন্দর মিত্র নামক জনৈক ভদ্রলোক ছিলেন; তিনি ব্রাহ্ম সমাজে কার্য্য করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণ গোবিন্দ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের আবেষ্টনের মধ্যে—বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবহাওয়ার ভিতরে মানুষ হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী যোল বৎসর বয়সে কৃষ্ণগোবিন্দের বিবাহ হয়। বিবাহ হিন্দু মতেই হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার পত্নী প্রসন্নতারার বয়স এগার বৎসর মাত্র। বিবাহ যখন হয়, তখনও কৃষ্ণ-গোবিন্দ সেই ছাত্রাবাসেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বালিকা-পত্নীর আগ্রহে "সঙ্গত-সভা"র বিবরণ প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইতেন। তাহাতে কৃষ্ণগোবিন্দের প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিত। স্বামী-প্রদত্ত এই সকল বিবরণ হইতে প্রসন্নতারার কোমল প্রাণে ধর্ম্ম ভাব জাগ্রত হইত।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দ্বিতীয়বার ঢাকায় গমন করেন। কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া "সঙ্গত-সভার" সদস্যগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সংস্কারের নামে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বিশেষ-ভাবে হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহার অমান্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে জালালউদ্দীন মিঞা নামক জনৈক মুসলমান যুবক "সঙ্গত-সভা"র সদস্য হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মনে সবিশেষ অনুরাগের সঞ্চারও হইয়াছিল। কৃষ্ণগোবিন্দ যে ছাত্রাবাসে থাকিতেন,

জালালউদ্দীনও সেই ছাত্রাবাসে থাকিতেন, কিন্তু আহার করিতেন অন্যত্র। একবার "সঙ্গত-সভা"র কোনও সভ্যের বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি ভোজের আয়োজন হয় এবং উহাতে জালালউদ্দীনকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। ভোজের সময় জালালের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয় নাই। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন, কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারীমোহন, গঙ্গাগোবিন্দ, প্রসন্ন-কুমার রায় (Dr. P. K. Roy)—ইঁহারা সকলে দল বাঁধিয়া জালাল-উদ্দীনের সহিত একত্র আহার করেন। কৃষ্ণগোবিন্দ এই ভোজ-ব্যাপারে অপরিসীম মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন। মনে তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন, কার্য্যে তিনি তাহাই দেখাইয়াছিলেন। এই মনোবল উত্তরকালে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছিল। মহেশ্বরদী পরগণাতে সে সময়ে প্রাচীন সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্ধন বড়ই দৃঢ় ছিল। মুসলমানের সহিত একত্র পংক্তি ভোজ করা হইয়াছে বলিয়া তথায় কৃষ্ণগোবিন্দ প্রভৃতির বিরুদ্ধে উৎকট আন্দোলন আরম্ভ হইল। তাহার ফলে কৃষ্ণগোবিন্দ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা একঘরে হইলেন। স্নেহ-পরায়ণ পিতা পুত্রগণের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার উপরও সামাজিক উৎপীড়ন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিয়া যান নাই।

কৃষ্ণগোবিন্দ ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স ও ঢাকা কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দেন। তারপর তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড গমন করেন। তথা হইতে সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিষ্টারী উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দেই তিনি বঙ্গদেশে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রেভেনিউ বোর্ড বা রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা দেশের আবগারী বিভাগের কমিশনার বা সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উড়িষ্যা বিভাগের স্থায়ী

কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন দেশীয় সিভিলিয়ানকে স্থায়ী কমিশনারের পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তকে উড়িষ্যার কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অস্থায়ীভাবে। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তিনি উড়িষ্যার করদ রাজ্যসমূহের সহিত ভারত-গভর্ণমেণ্টের রাজনীতিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিতেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণগোবিন্দ রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োজিত হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসীকে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় আবগারী কমিশনের সদস্য পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মৎস্য-বিভাগের বিশেষ কার্য্যে নিয়োজিত হন। মৎস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মর্লের সহিত স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনার সময়ে লর্ড মর্লে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা ও মনীষা দর্শনে বিস্মিত হন এবং তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার মনে উচ্চ ধারণার সঞ্চার হয়। অতঃপর তিনি স্যর কৃষ্ণগোবিন্দকে তদীয় মন্ত্রণা-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এরূপ উচ্চ পদে নিযুক্ত হন নাই।

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ মৎস্য-সংরক্ষণ ও মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে যে গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বাঙ্গালা সরকারের অধীনে একটী প্রাদেশিক মৎস্য-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-সভার কার্য্যকাল শেষ হইলে স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় সামরিক কমিটীর সদস্য পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই কমিটীতে তিনি ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা ভারত রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন।

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দের গুণের ও যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "সি-এস-আই" এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে "কে-সি-এস-আই" উপাধি প্রদান করেন।

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সাধারণের নিকট কে, জি, গুপ্ত নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন; তবে ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

তাঁহার তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত; মধ্যম পুত্রের নাম শ্রীযুত বীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুত শৈলেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত।

শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ওরফে Mr. J. C. Gupta, Bar-at-Law, অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট। ইনি পাঁচ বৎসরকাল কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি কলিকাতা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। তৎপরে তিনি ছোট আদালতের স্থায়ী জজ হইয়াছিলেন। তিনি ছয়বার চীফ জজের পদে অস্থায়ীভাবে কর্ম্ম করেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদের ব্যারিষ্টার মিষ্টার মতিলাল গুপ্তের কন্যা এবং স্বর্গীয় বি, এল, গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ—মণীন্দ্র ও কনিষ্ঠ—ইন্দ্র।

মধ্যম পুত্র শ্রীযুত বীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত প্রথমে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তৎপরে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঢাকার স্যর আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল।

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত শৈলেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের ফাইন্যান্স বা হিসাব-বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দের কন্যাগণ সকলেই পরিণীতা। প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান মিঃ আলবিয়ান রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সিভিলিয়ান মিষ্টার বি, সি,

সেন তাঁহার জামাতৃগণের মধ্যে অন্যতর। অন্যান্য কন্যার স্বামীরা সকলেই ব্যারিষ্টার।

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দের ভ্রাতা সিভিল সার্জ্জন প্যারীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রের নাম—শ্রীযুত সুধাংশুমোহন গুপ্ত; ইনি পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। প্যারীমোহন স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ পরিণত বয়সে দেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা দেশ যে একজন চিন্তাশীল রাজনীতিকের সাহায্য ও সুপরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইল, একথা বলাই বাহুল্য। মর্‌লি-মিণ্টো প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারের মূলে যে স্যর কৃষ্ণগোবিন্দের শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, একথা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেশের কংগ্রেসাদি প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগদান না করিলেও বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে তাঁহাকে কংগ্রেসমণ্ডপে উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। নীরবে তিনি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির বিস্তারকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন

খুলনার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ মহাশয় ১৯২৬—১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত খুলনার অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য দলভূক্ত সদস্য ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺গঙ্গাচরণ সেন খুলনার উকিল ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ফরিদপুর জেলার খাদারপাড়া হইতে খুলনায় আসিয়া তিনি বাস করিতে থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি খুলনায় আসেন। তিনি প্রাচীন বৈদ্যবংশ সম্ভুত; এই বংশের ইতিহাস বাঙ্গালার রাজা সীতারাম রায়েরও পূর্ব্ব হইতে পাওয়া যায়। রাজা সীতারাম রায় মধুসূদনকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র কবিরাজ অভিরাম কবীন্দ্র রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও চিকিৎসক ছিলেন। ইঁহাকেও রাজা "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দিয়াছিলেন। ইঁহাদের বংশের মধ্যে পণ্ডিত শঙ্কর কবিরাজ, দুর্গাদাস শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন (মৃত্যু ১৯০৯ সালে) বৈদ্যরত্ন কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ (মৃত্যু ১৯৩১) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন বি-এ এবং পণ্ডিত শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাবাগীশ এম্ এ।

নগেন্দ্রনাথ বাবু—চিরকালই একনিষ্ঠ স্বদেশী। তাঁহার চিত্তে অন্য সর্ব্ববিষয় অপেক্ষা স্বদেশী ভাবই অধিক প্রবল। ইনি সিদ্ধিপাশা ও বাকসার তন্তুবায়গণকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রথমাবস্থা হইতে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। খুলনা জেলা স্কুলে যখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, সেই সময় হইতেই তিনি স্বদেশী ধুতি পরিধান করিয়া আসিতেছেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভূক্ত হন এবং তাঁহার অধ্যসায়ের জন্য তিনি কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রমুখ নেতৃগণ তাঁহার কার্য্যে প্রীত হন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রবাবু এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনিই সেই সময় সর্ব্বকনিষ্ঠ পরীক্ষার্থী ছিলেন ; ১৮৯২ খৃঃ অব্দে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কাজেই তিনি এম্ এ পড়া পরিত্যাগ করিয়া বি এল্ পড়িতে থাকেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। খুলনা বারে গিয়া তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে খুলনার শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হন। শীঘ্রই তিনি খুলনা বার এসোসিয়েসনের এবং জন সমিতির (Peoples' association) সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হন। তৎপর তিনি খুলনা জেলা মিউনিসিপ্যালটীর প্রথম নির্ব্বাচিত ভাইস্ চেয়ারম্যান হন এবং কিছুদিন চেয়ারম্যানের কার্য্য করেন। ইহাছাড়া তিনি খুলনা লোন কোম্পানী, খুলনা আর্য্য ধর্ম্ম সভার সম্পাদকপদে নির্ব্বাচিত হন। ইহা ব্যতীত আরও নানা প্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি বিজড়িত হন। ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি খুলনার একমাত্র নূতন সাপ্তাহিক পত্র "খুলনা"র সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন এবং এই পত্রের সাহায্যে বঙ্গ ভঙ্গের বহু পূর্ব্বেই লোকের কর্ণে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রদান করিতে থাকেন। তিনি যখন খুলনার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন, তখন ঐ পত্রিকাখানির বয়স মাত্র এক সপ্তাহ হইয়াছিল। বুয়ার যুদ্ধের সময় এই "খুলনা" পত্র কিছু কালের জন্য দৈনিকে পরিণত করা হইয়াছিল। মফঃস্বলে তখন ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৈনিক পত্র। অনেকে হয় ত জানেন না যে নীলামী ইস্তাহার প্রকাশের বন্দোবস্ত নগেন্দ্র বাবুই সর্ব্বপ্রথম করেন। এজন্য মফঃস্বলের সংবাদপত্র সম্পাদক মাত্রেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশন হইতে আজ পর্য্যন্ত

কংগ্রেসের যত অধিবেশন হইয়াছে, তৎসমস্ত অধিবেশনেই নগেন্দ্রনাথ খুলনার প্রতিনিধিস্বরূপ যোগদান করিয়াছেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুসারে নগেন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে ওকালতী স্থগিত রাখিয়া খুলনার দুর্ভিক্ষ দমনে ও ১৯২২ সালে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ দমনে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় তিনি সদাসর্ব্বদা এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে তিনি বোম্বাইয়ের বড় বড় কলওয়ালাগণকে দুর্ভিক্ষ নিবারণ ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করিতে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

তিনি খুলনা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। এজন্য তাঁহাকে ৫৮ বৎসর বয়সে এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি কোন প্রকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি সুযুক্তিপূর্ণ জবাবন্দী দাখিল করেন, সেই জবানবন্দী এত সুন্দর ও তেজোব্যঞ্জক হইয়াছিল যে, সারা দেশে তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে ৬ মাসের নিমিত্ত তিনি কারাবরণ করেন।

নগেন্দ্র বাবুর আত্মীয় স্বজনেরাও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী শৈবলিনী দেবী তাঁহার কারাবরণের পর একটা শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কবিরাজ শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ, পণ্ডিত শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, (একস্) এম্ এল্-এ এবং মিঃ জে এন্ সেন বিএ, এফ্ আর, ই এস্ (লণ্ডন) ও চারিটী পুত্র যথা শ্রীমান্ দেবরঞ্জন সেন বি এ (সেক্রেটারী খুলনা কংগ্রেস কমিটি) শ্রীমান্ শিবরঞ্জন সেন বিএ সকলেই স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আশ্রয় ও স্থান দিবার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বরঞ্জন সেন বিএ খুলনার খাদি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও তিন মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

তাহার পুত্র শ্রীমান্ সুধীরঞ্জন সেন ও ভ্রাতুপুত্র শ্রীমান্ জনরঞ্জন সেন অসহযোগ আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও সেবক ছিলেন। তাঁহাদেরও জেল হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন লাহোর, পাটনা এবং হরিদ্বার ঋষিকুল আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সমূহের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম এল্ এ থাকা সময় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের মুখপাত্রস্বরূপ হিন্দুধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বাংলার অর্থনৈতিক মহালে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনের বিশেষ নাম আছে। সংস্কৃত এবং আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার নিমিত্ত এই বংশ সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

উলা, উত্তরপাড়ার সদানন্দ মিত্রের বংশ

Extract from "উলা বা বীর নগর"

বীরনগর গ্রামের উত্তরপাড়ার সদানন্দ মিত্রের বংশ উলার অন্যতম প্রাচীন কায়স্থ বংশ। ইঁহারা দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন কায়স্থ। ইঁহাদিগের বড়িষা সমাজ। বড়িষা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ধুঁইকুমার মিত্রের কোন বংশধর বড়িষা ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তীকালে হুগলী জেলার কোন্নগরে বাস করেন এবং কোন্নগরের মিত্র সমাজভুক্ত বলিয়া বিদিত হন। এই বংশের ৯৬ পর্য্যায়ের সত্যবান মিত্রের পুত্র গঙ্গারাম উলানিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ গঙ্গাধর ঘোষ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কোন্নগর হইতে উঠিয়া আসিয়া উলায় বাস করেন।

গঙ্গারাম মিত্রের পুত্র জয়কৃষ্ণের প্রপৌত্র সদানন্দ মিত্র হইতে এই বংশের সৌভাগ্যোদয় হয়। সদানন্দ মিত্র রাজসরকারের সদর আমীনের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই জন্য তাঁহার বংশকে উলার আমীন মিত্রবংশ বলা হইয়া থাকে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার কার্য্য-দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক মহত্তরাণ নিষ্করভূমি দান করিয়াছিলেন। পরে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল মহত্তরাণের অধিকাংশ কাড়িয়া লইয়া অপরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। সন্দানন্দ নিষ্ঠাবান, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী লোক ছিলেন। সদানন্দের সময়ে এই বংশের দুর্গাপূজার দালান নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তিনি শিবলিঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সদানন্দের প্রপৌত্র শিরোমণি মিত্র ধর্ম্মপরায়ণ, দানশীল ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র মিত্র বর্ত্তমানে এই বংশের তথা

উলা গ্রামের একজন সুসন্তান। অনুকূল চন্দ্র সন ১২৮১ সালে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাশ করিয়া বি, ই ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইনি কিছুদিন পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে কর্ম্ম করিয়া ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি মার্টিন কোম্পানীর অধীনে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হন এবং বিহার ও পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে দক্ষতার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। অবশেষে যখন কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের ভার মার্টিন কোম্পানীর উপর পড়িল, তখন অনুকূল চন্দ্র মার্টিন কোম্পানীর পক্ষ হইতে রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াররূপে এই সৌধ নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই কার্য্যদক্ষতার জন্য তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" খেতাব প্রাপ্ত হন। আজিও ইঁহার বিশেষ কার্য্য কুশলতা আছে। অনুকূল চন্দ্র ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সভার সভ্য, বীরনগর পল্লীমণ্ডলীর সভাপতি, বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার এবং কলিকাতার পশুক্লেশ নিবারণী সভার সভ্য। অনুকূল চন্দ্র সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি।

মিত্রবংশ, বড়িষা সমাজ মধ্যাংশ—দ্বিতীয় কুল

বংশ-তালিকা

(১) কালিদাস মিত্র
|
(২) শ্রীধর
|
(৩) মুক্তি
|
(৪) সৌভরি
|
(৫) হরি
|
(৬) সোম
|
(৭) কেশব
|
(৮) মৃত্যুঞ্জয়

- (৯) ধুঁই
  - নিশাপতি
  - মকরন্দ
  - ১০ চক্রপাণি
    - ১১ বিভাকর
    - ১২ কুবির
    - ১৩ লক্ষ্মীপতি
    - ১৪ শ্রীরাম
    - ১৫ সত্যবান
- গুঁই

১৬ বল্লভ
হৃদয়
রাজীব
১৭ গঙ্গারাম
ইঁহারা প্রথম উলায় গিয়া বাস করেন
গোবিন্দরাম
জনার্দ্দন
রামচন্দ্র
রামেশ্বর
কিঙ্কররাম
শ্রীকৃষ্ণ
১৮ জয়কৃষ্ণ
বিশ্বেশ্বর
১৯ রঘুনাথ
গোকুল
কৃষ্ণানন্দ
২০ আনন্দরাম
শোভারাম
কালিকান্ত
শিবনারায়ণ
বামানন্দ
২১ সদানন্দ
কমল
জগৎমোহন
গোপ
মথুরামোহন
শিবানন্দ
২২ কেশবানন্দ
দীননাথ
ত্রৈলক্যনাথ
নগেন্দ্রনাথ
২৩বাণীকণ্ঠ
নন্দলাল
মদনমোহন
উমেশচন্দ্র
গোপীমোহন
২৪ শিরোমণি
চিন্তামণি
ব্রজনাথ
কালীমোহন
হরিচরণ
অতুল
২৫ অনুকূল

দেবেন্দ্র
খগেন্দ্র
অমরেন্দ্রনাথ

গোকুলচাঁদ শ্যামচাঁদ সাধন সন্তোষ শরৎ সুবোধ

খগেন অমরেন্দ্র ২৭ শরৎ সুবোধ

সাধন সন্তোষ হীরালাল

হরেন্দ্র বীরেন্দ্র

দেবীদাস সহস্ররাম রাজারাম রামগোপাল যাদব বাণেশ্বর

রামদুলাল নন্দরাম

মাণিকচন্দ্র রাজচন্দ্র পঞ্চানন কৃষ্ণচরণ ভারতচরণ

গঙ্গানারায়ণ রূপনারায়ণ রামনারায়ণ গৌরীমোহন পার্ব্বতী হরলাল

প্রতাপ নারায়ণ যাদবচন্দ্র গোকুলচন্দ্র রামকানাই বৈষ্ণবচরণ
(ওঃ রামকমল)

মাধব রামনারায়ণ
বিষ্ণুচন্দ্র

রামচাঁদ মথুরাচাঁদ
শ্যামাচরণ

কান্তিচন্দ্র বসন্ত আশুতোষ সত্যচরণ
ললিতমোহন

রসিকচন্দ্র রাজচন্দ্র মহেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্র

মধুসূদন ভবানী শিবচন্দ্র মথুরানাথ গোকুল চাঁদমোহন

| নাম অজ্ঞাত

মহাদেব

| নাম অজ্ঞাত

|

রতিকান্ত
গোবিন্দচন্দ্র
রামকানাই
ক্ষেত্রমোহন

হাজি আবদুর রশিদ খাঁ।

হাজি আবদুর রশিদ খাঁ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশ পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশের অন্যতম। পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগে বাঙ্গালায় এই বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশ অতীব প্রাচীন বংশ। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালার পাঠান রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বংশ-পরম্পরায় পাঠান রাজাদের রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। পাঠান রাজত্বের পতনের পর এই বংশের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ আফজল খা পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ সাব ডিভিসনের এলাকায় ঢাকিজোড়া গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে এই গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ দখল করিয়া তথায় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এক সময়ে তাঁহার পুত্র মোরাদ খার সহিত বার ভুইঞার অন্যতম ইতিহাস প্রসিদ্ধ চাঁদ রায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি বন্দী হন! তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, চাঁদ রায়ের কন্যা তাঁহার আকৃতিগত সৌন্দর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগার হইতে পলায়নে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব অধিকার লাভ করিয়া পুনরায় চাঁদ রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

মোরাদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রেজা খাঁর সহিত ঘটনাচক্রে অন্যতম পাঠান সর্দ্দার হায়াত খাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হন। কিন্তু প্রবল পাঠান সৈন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রেজা খাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হইল এবং সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। সর্দ্দার হায়াত খাঁ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন

ও আত্মসাৎ করেন এবং বাসগৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া ঢাকিজোড়া হইতে পলায়ন করিয়া সপরিবারে নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী উরীরচড় নামক স্থানে বন পরিষ্কার করিয়া নিজ বাসস্থান স্থাপন করেন। এই স্থান তখন ঢাকার সুবাদারের অধীন ছিল। সুবাদারের পক্ষীয় কর্ম্মচারীগণ কর আদায় করিতে আসিলে তিনি কর দিতে অস্বীকৃত হয়েন। ফলে তাঁহার সহিত ঢাকার সুবা-দারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত তিনি পরধীনতা স্বীকার করেন নাই কিংবা সুবাদারও তাঁহার নিকট হইতে কর আদায় করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পাতলা খাঁ কিছুদিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি মোগল সৈন্যের হস্তে পরাভূত ও বন্দী হয়েন এবং সুবাদারের আদেশে হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিহত হয়েন।

তাঁহার পুত্র তালে মহম্মদ খাঁ তাঁহার পিতৃহন্তার এই পৈশাচিক আচরণের প্রতিকারার্থ ঢাকার সুবাদারের বিরুদ্ধে দিল্লীতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার অভিযোগের তদন্ত করিয়া তাঁহার পিতার হত্যার জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই নৃশংস কার্য্যের কথঞ্চিৎ প্রতিকারার্থ মহম্মদ খাঁকে তাঁহার বাসগ্রাম নিস্কর প্রদান করেন। তিনি জীবিত কাল পর্য্যন্ত এই নিষ্কর উপভোগ করিয়া-ছিলেন।

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁহার পুত্র মাদারী খাঁ জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্রে এই নিষ্কর হইতে বঞ্চিত এবং অতিশয় নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হন।

তাঁহার পুত্র সাবের খাঁ স্বীয় প্রতিভাবলে ব্রিটিশের অধীনে

লবণ ও পুলিশ বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত স্বীয় পৈত্রিক বাটীর নিকটবর্ত্তী মাঠ ডোবা মাটী দিয়া ভরাট করিয়া এক গ্রাম স্থাপন করেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল আজীজ খাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নাম আজীজপুর রাখেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে বহুদিন চাকুরী করিয়া সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। তিনি নোয়াখালী সহরের মধ্যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং এই জেলায় বহু ভূসম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, কার্য্যদক্ষ, দানশীল ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। কথিত আছে, দেশে দুর্ভিক্ষ কিংবা অজন্মা হইলে তিনি দরিদ্র প্রজাবর্গের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতেন না, পরন্তু তিনি নিজ অর্থব্যয়ে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। স্বীয় নামানুসারে "সাবেরিয়া মাদ্রাসা" নামে একটী মাদ্রাসা বহু অর্থব্যয়ে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই মাদ্রাসাই নোয়াখালি জেলার প্রথম মাদ্রাসা এবং এই মাদ্রাসায় পূর্ব্ববঙ্গের অনেক দরিদ্র মুসলমান শিক্ষালাভ করণান্তর অর্থোপার্জ্জন দ্বারা দরিদ্রতা নিবন্ধন দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই মাদ্রাসা অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া সাবের খাঁর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তিনি যোগ্য ব্যক্তিগণকে বহু অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আবদুল আজীজ খাঁ নোয়াখালী ও ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের সভ্য ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন! তাঁহারই প্রবল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট মুসলমান সমাজে কাবিনের দেয় ষ্ট্যাম্প তুলিয়া দিতে বাধ্য হন।

হাজী আবদুর রশিদ খাঁ

আবদুল আজীজ খাঁর পুত্র আবদুর রশীদ খাঁ ঢাকা জেলায় তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০১ সালে নোয়াখালি জেলা স্কুল্ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের জুনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে ঢাকা জেলায় গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনিয়র স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। তৎপরে বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন সময় হঠাৎ তাঁহার পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার উপর সাংসারিক কার্য্যাদি পরিচালনের ভার ন্যস্ত হওয়ায় তিনি আর বিদ্যা অর্জ্জনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১৯০৬ সালে তিনি নোয়াখালী জেলার লোকাল বোর্ডের মেম্বর নিযুক্ত হন। ১৯০৭ সালে তিনি এই জিলার মিউনিসিপালিটির কমিশনার নিযুক্ত হন এবং এই সনের শেষ ভাগে মিউনিসিপালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। ১৯০৮ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই ব্যবসায়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই সনেই তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং পরে উহার ভাইস্-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অবশেষে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৮ সনে তিনি Special Tribunal দ্বারা বিচারকার্য্যে কমিশনার নিযুক্ত হন এবং এই সনেই তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে "খান সাহেব" উপাধিতে ভূষিত হন। শৈশব হইতেই তাঁহার ধর্ম্মের দিকে বিশেষ আসক্তি আছে। এত সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি মক্কা গমনের আশৈশব প্রবল ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন নাই। ১৯১৯ সালে তিনি হজ যাত্রী হইয়া মক্কা গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর হইতেই তাহার মনের গতি বিভিন্ন দিকে চালিত হয়। বৈদেশিক শাসন-

প্রভাবে দেশের লোকের দুরবস্থার কথা তাঁহার মনকে বিচলিত করে। তিনি ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার-লাভের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান অঙ্গস্বরূপ খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সনে তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ এবং "খান সাহেব" উপাধিও প্রত্যাহার করেন।

এই সময় হইতেই দেশবন্ধুর সহিত তাঁহার আন্তরিক বন্ধুত্ব জন্মে। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তরূপে কার্য্যাদি পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৯২০ সনে কলিকাতা টাউনহলে যে খিলাফৎ Conferenceএর অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ ১০৮ ধারা অনুসারে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিরত থাকার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জামিন মুচলেখা দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হইলে তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া হাসিমুখে এক বৎসরের জন্য কারাবাস বরণ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি স্বরাজ্য দলের নির্দ্দিষ্ট নীতি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া স্বরাজ্যদলে যোগদান করেন এবং নোয়াখালি হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর নির্ব্বাচিত হন। দেশবন্ধু তাঁহার আদর্শ ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্য দলের Secretary নিযুক্ত করেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু তাঁহাকে কলিকাতাবাসী করদাতাগণের হিতসাধনে প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া কলিকাতা করর্পোরেশনের Second Deputy Executive Officerএর পদে অধিষ্টিত করিতে বিশেষ সাহায্য করেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তিনি এত বিচক্ষণতার সহিত পরিচালন করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালে তিনি Ist Deputy Executive Officerএর পদে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার তিনটি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা। প্রথমা কন্যা রাজিয়া খাতুনের পরিণয় কুমিল্লার স্বনামখ্যাত জমীদার ও কংগ্রেস

নেতা আশরাফউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বি-এল এর সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। রাজিয়া খাতুন একজন ভাল কবি ও সুলেখিকা ছিলেন। কিন্তু তিনি অকালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে চারিটী সন্তান বর্ত্তমান রাখিয়া ১৯৩৪ সনের নভেম্বর মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্রথম পুত্র আজিজর রশিদখাঁ নোয়াখালীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র খলিলর রশিদ খাঁ এলাহাবাদ এগ্রিকালচারাল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছেন।

বংশ তালিকা।

(১) আফজল খাঁ
|
(২) মোরাদ খাঁ
|
(৩) রেজা খাঁ
|
(৪) পাতলা খাঁ
|
(৫) তালে মহম্মদ খাঁ
|
(৬) মাদারী খাঁ
|
(৭) সাবের খাঁ
|
(আবদুর আজীজ খাঁ
|
আবদুর রশিদ খাঁ

মাগুরার রায় চৌধুরী বংশ।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন কপোতাক্ষ নদের তীরে মাগুরা গ্রাম এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। এই গ্রামের রায় চৌধুরী বংশ তখন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল। এই রায় চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ চন্দ্রবর সিংহ মহারাজ মানসিংহকে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে ধৃত করিতে বিশেষ সাহায্য করায় মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ "খাঁ" উপাধি ও "তালা খাজরা" পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। তাঁহার বংশাবতংশ চতুর্ভুজ খাঁ আদিম বাসস্থান মহানাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক চাঁপাঘাটে আসিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার অধস্তন চারি পুরুষ বাস করিয়াছিলেন।

চন্দ্রবরের প্রপৌত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বংশী বদন, মধ্যম অনন্তরাম ও কনিষ্ঠ গঙ্গারাম। গঙ্গারামের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মহেন্দ্র দেব জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ গোবিন্দ বা গোবিন্দ দেব। গঙ্গারাম অত্যল্পকাল চাঁপাঘাটে বাস করিয়া পুত্রগণ সহ মাগুরায় আসিয়া বসবাস করেন। গঙ্গারাম পরলোক গমন করিলে মহেন্দ্র দেব ও রামগোবিন্দ বা গোবিন্দ দেব গঙ্গারামের বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন এবং নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহাদিগকে বংশানুক্রমিক "রায় চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন; তদবধি সিংহ উপাধির পরিবর্ত্তে "রায় চৌধুরী" উপাধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মহেন্দ্র দেবের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ—বদন চন্দ্র ও রামলাল। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। সেইজন্য তিনি রামগোবিন্দের ৬ষ্ঠ পুত্র রাম রামকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঁহারা দুই সহোদরে চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়ের নিকট জমিদারী বিক্রয় করেন। রাম

গোবিন্দের ছয় পুত্র—(১) রমাকান্ত (২) রাজবল্লভ (৩) প্রাণবল্লভ (৪) রামকৃষ্ণ (৫) যাদবেন্দু ও (৬) রামরাম। বর্ত্তমানে তাঁহাদের বংশাবলী মাগুরা গ্রামে ও যশোহরের অন্তঃপাতী পাঁজিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজ বল্লভের তৃতীয় পুত্র রামশঙ্কর, তাঁহারই মধ্যম ও কনিষ্ঠ পৌত্র লক্ষ্মী নারায়ণ ও জয় নারায়ণ; লক্ষ্মী নারায়ণের দ্বিতীয় পৌত্র স্বর্গীয় পরেশনাথ। পরেশনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম বল্লভ, রাম বল্লভের পৌত্র বৈদ্যনাথ, তাঁহারই ঔরসে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ অভয় চরণ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নদীয়ার কালেক্টরের সেরেস্তদার বা দেওয়ান ছিলেন। তিনি নিরন্ন, অভাবগ্রস্তদিগকে অকাতরে অন্নবস্ত্র দান করিতেন। দেবর্ষিতুল্য অভয় চরণের কনিষ্ঠ চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্তের সহিত সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ধর্ম্মাত্মা অভয়চরণের মধ্যম সহোদর দীননাথ। তাহারই ঔরসে হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। হরিপ্রসন্ন মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার ষ্টেটে দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত আমমোক্তারী করিয়া মহারাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। চেৎলা মায়েরপুরে তাঁহার বাটী ছিল। পরে সবজী বাগানে উঠিয়া আসেন। তিনি ২৪ পরগণার প্রথম সরকারী উকীল ৺ স্বরূপচন্দ্র ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শ্রমিক সদস্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এই হরিপ্রসন্নেরই কৃতী পুত্র। নিম্নে কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বঙ্গের শ্রমিক নেতা

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী

বাঙ্গালার শ্রমিক দলের জননায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১৯০২ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া ইউরোপ যান, ইনি মিঃ গুরুসদয় দত্তের সহপাঠী ছিলেন, পরে একসঙ্গে ইউরোপে যান এবং ১৯০৪—১৯০৬ সাল্ পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টার ওয়েন্‌স্ কলেজে ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এক বৎসরকাল ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত আবহাওয়া মন্দিরে Meteorologistএর কার্য্য করেন। অতঃপর ম্যাঞ্চেষ্টারের মেসার্স হ্যান্‌স্ রেণল্ড লিমিটেড কোম্পানীতে ইঞ্জিনীয়ারিংএর শিক্ষানবিসী করিবার সময় ট্রেড ইউনিয়ান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের ইঞ্জিনীয়ার শ্রমিক সমিতির সদস্য হন। ম্যাঞ্চেষ্টারে ইনি সর্ব্বপ্রথম "ম্যাঞ্চেষ্টার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার প্রথম সম্পাদক হন। ইহারই প্রচেষ্টায় বর্দ্ধমানের মহারাজা (যিনি তাঁহার সেক্রেটারী পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের সমভিব্যাহারে বিলাত গিয়াছিলেন) ম্যাঞ্চেষ্টারের Corporationএর Mayor কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। পরে ১৯০৫ সালে পরলোকগত মিঃ গোখেল বিশেষ রাজনৈতিক কার্য্যে ইংলণ্ডে যাইলে ইনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বরূপে লাঙ্কাসায়ারে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করেন এবং ভারতীয় কংগ্রেস ব্যাপারের আলোচনা করেন। ১৯০৬ সালে কৃষ্ণবাবু কলিকাতায় আসেন, এবার (বারাকপুর) মণিরামপুরে বাস করেন ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯০৭ সালে ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতা ও পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ কেয়ার হার্ডি ভারতবর্ষে আসিলে ইনি তাঁহার

প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। মিঃ কেয়ার হার্ডি তাঁহার India নামক পুস্তকে কৃষ্ণবাবুর কার্য্যের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন. ১৯০৮ সালে কৃষ্ণবাবু পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। এবার লণ্ডন ডকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান নাবিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক হন। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন—ডাঃ জন পোলেন সি আই ই। ১৯০৮—১৯১০ সালে তিনি লণ্ডনে রিজেণ্টস্ পার্কে "ওরিয়েণ্ট" লজ নামে বাড়ী লিজ লইয়া থাকেন—ঐ সময় অনেক ভারতীয় ছাত্র তাঁহার সাহায্য পায়। তিনি মিডিল টেম্পেলে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করেন, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার ব্যবসা শিক্ষা করিবার জন্য গ্রিম্সবি এবং এবার্ডিন যাতায়াত করেন। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর সহিত লণ্ডনে পুনরায় ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং পুরীতে চিল্কা লেকে মৎস্যের ব্যবসা করেন; তখনকার লাটসাহেব সার এণ্ডুফেজার তাঁহাকে উৎসাহ দেন। তখনকার Industrial কমিশনে মৎস্যের ব্যবসা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন; পরে ৩ বৎসর তিনি ম্যাক্লাউড কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগে বিক্রেতার কাজ করেন।

১৯১৯ সালে কৃষ্ণবাবু "কর্ম্মচারী সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠা অবধি ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত উহার সভাপতি ছিলেন। উক্ত সমিতির ৫ হাজারেরও উপর সভ্য ছিল। ইনি শ্রমিক দলের প্রথম দেশীয় মুখপত্র "কর্ম্মীর" প্রতিষ্ঠাতা ও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে শ্রমিক সদস্য কর্ণেল ওয়েজ-উড ভারতে আসেন এবং কৃষ্ণবাবুর সহিত শ্রমিকদের গৃহে যাতায়াত করেন। কলিকাতা কর্ম্মচারী সমিতি তাঁহার সমাদর করেন ও ওয়েজউড সাহেব সমিতির অভ্যর্থনা মিটিংএ কৃষ্ণবাবুর বিশেষ প্রশংসা করেন। ইনি হাওড়া রেলকুলি সমিতি, কাকিনাড়া পাটকলের শ্রমিক সমিতি, বাংলার কাগজের কলের

কর্ম্মচারী সমিতি, রাণীগঞ্জ কয়লা কাটা শ্রমিক সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল শ্রমিক ফেডারেশনের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

কর্ণেল ওয়েজউডের প্রশংসাপত্রে এবং মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানের চেষ্টায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রমিকগণের প্রতিনিধি-রূপে সদস্য মনোনীত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের অধিবেশনে তিনি "শ্রমিকদের চাঞ্চল্য বা ধর্ম্মঘট" করিয়া কাজকর্ম্ম বন্ধের প্রতিষেধক প্রস্তাব করেন। বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের তদানীন্তন অর্থ সচিব স্যার জন কার যিনি পরে আসামের লাট হইয়াছিলেন, উক্ত প্রস্তাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন আলোচ্য অধিবেশনে ঐরূপ মূল্যবান প্রস্তাব দ্বিতীয়টী হয় নাই। এই প্রস্তাবের ফলে কৃষ্ণ বাবু, স্যার আলেক্-জাণ্ডার মরে ও আরও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হয় এবং সেই কমিটীর রিপোর্টানুসারে Bengal Conciliation Board গঠিত হয়। অতঃপর ভারত সচিব মিঃ রায় চৌধুরীকে জেনেভার International Labour Court of Justiceএ এসেসর মনোনীত করেন। সেই সঙ্গে স্যার আর্ণেষ্ট লো কে, সি, এস, আই ও স্যার হিউ বার্ণস্ কে, সি, এস, আই ও মনোনীত হইয়াছিলেন।

১৯২১ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ধর্ম্মঘট হয়, সেই ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য কৃষ্ণ বাবু বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। (১)হাওড়া আমতা-সিয়াখালা লাইট রেলওয়ের কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট—স্যার ক্যাম্বেল রোডস্ মীমাংসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। (২) ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঝাঝা ও আসানসোল ষ্টেশনের লোকোমোটিভ কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট। (৩) টিটাগড় কাগজের কলের মিল কর্ম্মচারীগণের (কাকিনাড়া শাখা) ধর্ম্মঘট। এই ধর্ম্মঘট মিটাইবার জন্য যে কমিটী হয়, তাহাতে স্যার উইলো বি ক্যাবি সভাপতি হন। (৪) রাণীগঞ্জের কয়লার খনির ধর্ম্মঘট। (৫) হাওড়া জেসফ কারখানার ধর্ম্মঘট। (৬) ভাটপাড়া রিলায়ান্স পাটকলের ধর্ম্মঘট।

বঙ্গের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে (বর্ত্তমানে ভারতসচিব মার্কুইস অব জেট্‌ল্যাণ্ড) এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স অব ইণ্ডিয়া এণ্ড সিলোন সভায় বক্তৃতাকালে তাঁহার কার্য্যের যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"সৌভাগ্যক্রমে দেশে এমন কয়েকজন লোক আছেন, যাঁহারা শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ যত্ন লইতেছেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রমিকদিগকে টানিয়া লইবার বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ একজন শ্রমিক প্রতিনিধিকে পাইয়া আমরা নিজদিগকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি। সেই প্রতিনিধি শ্রমিকদের জন্য প্রাণপণে কাজ করিতেছেন। গত বৎসর শ্রমিকদের জন্য মিঃ কে. সি, রায় চৌধুরী যে কাজ করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিবার আমার অবসর হইয়াছিল। আমি তাঁহার ও তাঁহার সহযোগীদের কাজ দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মিঃ চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি ট্রামওয়ে ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে লর্ড লিটনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি কাকিনাড়া বঙ্গীয় শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। উহাই বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম শ্রমিক সম্মেলন। সেই সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনায় যে সমস্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী নিহত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মচারীদের বিধবা পত্নী ও শিশু সন্তানদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যে কমিটী গঠিত হয়, তিনি সেই কমিটীর সদস্য ছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রমোদকর বিলের আলোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটীতে তিনি সদস্য ছিলেন। সিমলায় শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বিল সম্বন্ধে আলোচনার জন্য

স্যার চার্লস ইনেস্‌কে সভাপতি করিয়া যে কমিটী গঠিত হয়, তিনি তাহার সদস্য ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের সিলেক্ট কমিটীর তিনি সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া (১) পাবলিক একাউণ্টস্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী, (২) আবগারী লাইসেন্স বোর্ড, (৩) বেকার কমিটী, (৪) বেশ্যা বিতাড়ন বিলের সিলেক্ট কমিটী প্রভৃতির তিনি সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের পঞ্চম অধিবেশনে ভারতের শ্রমিক দলের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন।

তিনি শ্রমিকদিগের মধ্যে অহিংসার চিরকাল পক্ষপাতী। Journal of Indian industries and labour পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—শ্রমিক সভা, শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দ্দশা সংবাদ পত্রে প্রকাশ, শ্রমিকদিগকে অহিংস ভাবাপন্ন থাকিতে বলা এবং ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি সাম্যভাব দ্বারা শ্রমিকদিগের উন্নতি সাধিত হয়।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখের "পাওনিয়ার" পত্র তাঁহার একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"A very forcible appeal for the establishment of co-operative shops for the benefit of the industrial classes is made in an article contributed to the Journal of Indian Industries and labour" by Mr. Roy Chowdhury M. L. C. অর্থাৎ *শিল্প ও শ্রমিক পত্রে মিঃ রায়* চৌধুরী শ্রমিকদিগের জন্য যৌথ দোকান করিবার অনুকূলে একটি তেজস্বিতাপূর্ণ আবেদন করিয়াছেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের "পাওনিয়ার" পত্রে এইরূপ প্রকাশিত হয়—"নিমগ্ন ষ্টিমার ইজিপ্টের লস্করগণের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ করা হইয়াছে, মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখের লণ্ডন টাইমস্ পত্রে প্রকাশিত হয়—"গত কল্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার শ্রমিক সদস্য মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী Labour in India নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী আর্ল উইণ্টারটনের সেই সভায় সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি অনুপস্থিত হওয়ায় স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ রায় চৌধুরী সম্প্রতি জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক কন্ফারেন্সে গিয়াছিলেন। তখনকার শ্রমিক দলের সহিত কয়েক বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ কেয়ার হার্ডি যখন ভারত ভ্রমণ করেন, তখন তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, শ্রমিক আন্দোলনের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ থাকা ঠিক নহে। স্যার মাইকেল ও'ডায়ার, স্যার জে, জি, কামিং, স্যার পি, এফ, ফাগান, স্যার ডব্লিউ ও ক্লার্ক, স্যার এল জেকব, স্যার ডি, জে, ম্যাক্ফার্সন, স্যার আল্ফ্রেড চ্যাটারটন, স্যার ডি, এম, দালাল (ভারতের হাই কমিশনার) মিঃ এস, এন, সাকলাতওয়ালা এম. পি, কর্ণেল টেরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মিঃ রায় চৌধুরীকে পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য তিনি স্যার সুরেন্দ্র নাথের সাহায্যে কর্পোরেশনের সদস্য মনোনীত হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণমেণ্ট প্রেসের Piece কর্ম্মচারীদিগের অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিটী নিয়োগ করিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ঐ প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়। সেই কমিটীতে মিঃ রায় চৌধুরীও

চারিজন সদস্যের মধ্যে অন্যতম হন। তাঁহারা একত্রে কর্ম্মচারীদের ছুটি, বদলি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অসুবিধা দেখাইয়া ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রিপোর্ট দেন। কর্পোরেশনেও মিঃ রায় চৌধুরী দরিদ্র ও শ্রমজীবিদের বসবাসের জন্য যে প্রস্তাব করেন, তাহার ফলে একটি কমিটী গঠিত হয়।

১৯২৪—১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত মিঃ রায় চৌধুরী নিম্নলিখিত মিলসমূহের ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেন—(১) বালী পাট কল (২) জগদ্দল এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পাট কল (৩) নদীয়া পাট কল (৪) মেঘনা পাট কল (৫) রিলায়ানস্ পাট কল (৬) ল্যান্সডাউন পাট কল (৭) বরাহনগর পাট কল।

জগদ্দল ইণ্ডিয়া পাট কলের যে সাতজন বাঙ্গালী মিস্ত্রী নৌকা ডুবিয়া ১৯২১ সালে মারা যায়, তাহাদের বিধবা পত্নী ও নির্ভরশীল পরিবার-বর্গের জন্য সাহায্য মঞ্জুর করিতে তিনি সক্ষম হন। তাঁহারই চেষ্টায় উক্ত জুট মিলের ম্যানেজার ৩ বৎসরের জন্য নিহত কুলীদের অর্দ্ধ মাসের মজুরি তাহাদের পরিবারবর্গকে দিতে স্বীকৃত হন। কলিকাতা কর্পো-রেশনে স্পেশাল কমিটির সদস্যরূপে তিনি ট্রেড্ ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন বিলের অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করেন। ম্যাটারনিটি বিল ১৯২৫ সালের ২৭শে আগষ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইলে মিঃ কস্‌গ্রেভ ও সার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র বিলের প্রতিবাদ করি-বার কালে মিঃ রায় চৌধুরীর অভিমত উদ্ধৃত করেন।

কুলী মজুরদের প্রতি অর্থ দণ্ড প্রথা দূর করিবার জন্য এবং তাহা-দের মজুরি সত্বর দিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত আলোচনা করেন এবং তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট নিজের অভিমত দাখিল করেন।

মিঃ রায় চৌধুরী নিম্নলিখিত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং

নিম্নলিখিত স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। (১) Labour movement in Europe, স্থান প্রেসিডেন্সী কলেজ, শ্রোতা উক্ত কলেজের ছাত্রগণ, সভাপতি প্রিন্সিপাল মিঃ ষ্ট্যাপেলটন। (২) Peasant Proprietorship in India স্থান খ্রীষ্টীয় যুবক সমিতি ভবন, সভাপতি মিঃ অস্‌ওয়াল্ড মস্‌লি এম্ পি। (৩) Karl Mark and his philosophy স্থান ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট, সভাপতি বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। (৪) Better conditions of labour সভাপতি স্যার মোরপন্থ যোশী, স্থান—কলিকাতা টাউন হল, লিবারেল ফেডারেল কন্‌ফারেন্স। (৫) Housing of the working classes স্থান—ওরিয়েণ্টাল একাডেমী, (৬) Education of Mill hands সভাপতি—স্যার উইলো বি ক্যারি—ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট, (৭) Swaraj and the Indian Working classes. (৮) Profit sharing in industries. International labour organisation.

প্রবন্ধ—(১) India's Working classes and their problems লণ্ডনের ক্যাক্‌স্‌টন হলে পঠিত প্রবন্ধ, সভাপতি স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল। Co-operative shops in industrial centres—journal of Indian industrial and labour"এ প্রকাশিত। (৩) ধর্ম্মঘট —মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত, মিঃ পেথিক লরেন্স এম্ পি অভিনয় দর্শন করেন। (৪) Strike no remedy কলিকাতা খ্রীষ্টীয় যুবক সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট—(১) ব্রিটিশ চন্দননগরের খোলসনিগ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র প্রাইমারী স্কুল, (২) বেঙ্গল Tenant's পার্টির সেক্রেটারী, (৩) সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়েল এসোসিয়েসনের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর সদস্য, (৪) কাকিনাড়া—শ্রমিক ইউনিয়নের ১৯০৩—১৯৩৬ পর্য্যন্ত সভাপতি ছিলেন। (৫) প্রেস কর্ম্মচারী সমিতি

—সহকারী সভাপতি, (৬) কেরাণী সঙ্ঘ—সভাপতি। (৭) বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহকারী সভাপতি। (৮) নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য, (৯) ল্যান্সডাউন পাটকল শ্রমিক সমিতি—সভাপতি। (১০) চাঁপদানী শ্রমিক লীগ—সহকারী সভাপতি। (১১) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হন। (১২) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলার হন। (১৩) (আবগারী) লাইসেনসিং বোর্ডের সভ্যপদে পুনর্নিযুক্ত হন। (১৪) সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি সমিতির আমোদ কমিটীর সেক্রেটারী হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে সরোজনলিনী সমিতির সাহায্যকল্পে যে প্রদর্শনী ও কার্ণিভাল হয়, উহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক গৃহ নির্ম্মাণ কমিটীর চেয়ারম্যান হন, পাবলিক হেল্‌থ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী ও ওয়ার্কস্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর সদস্য। (১৬) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাকিনাড়ায় যে শ্রমিক কন্‌ফারেন্স হয়, তাহার উদ্যোক্তা ছিলেন বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার ষ্ট্যান্‌লী জ্যাক্‌সন উহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতায় কাকিনাড়া শ্রমিক সমিতির কার্য্য কলাপের প্রশংসা করেন। (১৭) কাঁচড়াপাড়া —রেলওয়ে ওয়ার্ক মেনস্ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্ব্বাচিত সভাপতি।

মিঃ রায় চৌধুরী নিম্নলিখিত ধর্ম্মঘটগুলি মিটমাট করিয়াছেন—(১) ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী লিলুয়া carriage works ধর্ম্মঘট, (২) ঐ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন লাডলো পাটকলের ধর্ম্মঘট, (৩) ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে জেমসেদপুরে টাটা লোহার কারখানার ৩০ হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট মিটাইতে সাহায্য করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের যাবতীয় পাটকলে যে ব্যাপক ধর্ম্মঘট হইয়াছিল তাহা মিটাইবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, বহু চেষ্টার ফলে মজুরদের হার যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। এই

ধর্ম্মঘট বেশী দিন চালাইবার জন্য ফটক ওয়ালা পাটের জুয়াড়ী অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কৃষ্ণবাবু তাহা ধরাইয়া দেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত Edward Benthall এবং Indian Jute Mills Association এর সভাপতি Mr. R. B. Laird এর সহিত ঘনিষ্টতা হয়। তাঁহারা কৃষ্ণবাবুকে ধন্যবাদ দেন।

১৯৩০ সালে জেনেভায় তিনি ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধি স্বরূপে যোগদান করেন।

১৯৩৩ সালে লণ্ডনে India Reform Bill এর সিলেক্ট কমিটিতে তিনি ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে ভারতীয় অর্থ নীতি বোর্ডের সদস্য হন।

১৯২৩ সালে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁহাকে কর্পোরেশনে কাউন্সিলার মনোনীত করেন, এখনও ঐ পদে আছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন বাহিরে সভা সমিতি ক্ষেত্রে পরোপকারী বলিয়া পরিচিত, পারিবারিক জীবনেও তিনি তদ্রূপ। তাঁহার ন্যায় দয়ালু, পরোপকারী আজকালকার যুগে বিরল। বহু বেকার লোকের তিনি চাকুরীর সংস্থান করিয়া দিয়া থাকেন। তিনি অমায়িক, শিষ্টচারী, যে কেহ তাঁহার নিকট যাইলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহার বক্তব্য শুনেন এবং তাহার অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। একদিকে যেমন তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী, অন্য দিকে তেমনি দীন দুঃখীর পরম হিতৈষী। তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের প্রথমা কন্যা তাঁহারই ন্যায় পরোপকারিণী। তিনি কৃষ্ণ বাবুর সহিত ১৯৩০ সালে জেনেভা গমন করেন এবং ফ্রান্স, জার্ম্মানী, বেলজিয়ম ও ইংলণ্ড পরিদর্শন করেন। ইউরোপ

হইতে প্রত্যাগমনের পরে কৃষ্ণ বাবুর স্ত্রী ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃতা হইয়াছেন—পূজা, জপ, ব্রত, সাধু ও দেবদেবী সেবায় ব্যস্ত আছেন। অর্দ্ধনগ্ন, অনশনক্লিষ্ট শ্রমিকদিগের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের জন্য বেকার ভদ্র-যুবকদের অন্ন সংস্থানের জন্য কৃষ্ণচন্দ্র আজীবন পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। নিরন্ন শ্রমিকদিগের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতীকারের জন্য তাঁহার ন্যায় কর্ম্মীর বিশেষ প্রয়োজন।

নিম্নে ইঁহাদের বংশ-লতা প্রকাশিত হইল :—

বংশলতা

রামকৃষ্ণ
বাবুরাম
বৈদ্যনাথ
অভয়চরণ
লোকনাথ
দীননাথ
চন্দ্রকান্ত
কালিপ্রসন্ন
হরপ্রসন্ন
হরিপ্রসন্ন
অন্নদাপ্রসন্ন
পূর্ণচন্দ্র
বামাচরণ
মণিলাল
কৃষ্ণচন্দ্র
শ্যামাপ্রসন্ন
বঙ্গেশ্বর
বরদাচরণ
কেদারনাথ
কেশবলাল
ব্রজেন্দ্রনাথ
মন্মথনাথ
জগদীশ্বর
নিতাই
গৌর
বিনয়কৃষ্ণ
অমিয়কৃষ্ণ
মৃণাল
গোলাপ
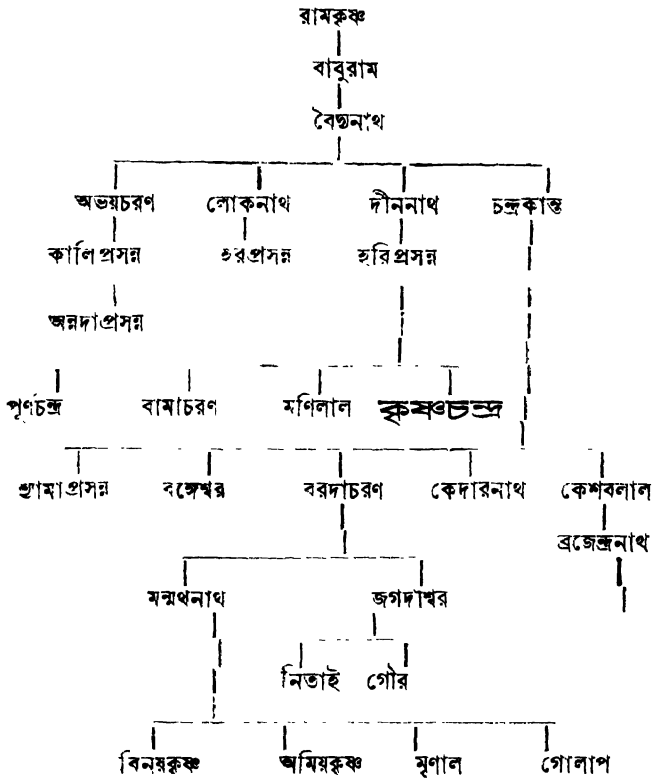
রায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (দাশগুপ্ত),

এম, এ, বি, এল্ বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিবাস খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রাম। জন্ম ১৮৮২ খৃঃ অঃ। অতি অল্প বয়সে (১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ) নিজ গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন ও বৃত্তি পান। পরে কৃতীত্বের সহিত অন্যান্য পরীক্ষায় পাশ করিয়া ১৯০২ খ্রীঃ অঃ প্রথম বিভাগে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০৩ খৃঃ অঃ প্রথম সব-ডেপুটি কলেক্টর হয়েন, পরে ১৯০৯ খ্রীঃ অঃ ডেপুটি কলেক্টর হয়েন। অল্প সময় মধ্যেই সরকারের রাজস্ব বিভাগে ইনি বিশেষ কৃতীত্ব দেখান এবং ২৬ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার হয়েন। এই সময় ইনি "সেটেলমেণ্ট কার্য্যবিধি" ও "সরল জরিপ প্রণালী" নামে দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। "সেটেলমেণ্ট কার্য্যবিধি" পুস্তকখানির অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সাহিত্য হিসাবেও এই পুস্তকখানি খ্যাতিলাভ করে। হুগলি জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার পদে থাকিয়া ইনি চুঁচুড়া সহরের একটী সুন্দর ইতিহাস তাঁহার বিবরণীতে লেখেন। ১৯১৩ সালে দামোদর নদ সংক্রান্ত একটি জটীল মোকদ্দমায় ইনি ব্যারিষ্টার এস, আর দাশকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষজ্ঞরূপে নিযুক্ত হয়েন। পরে ইনি বাঙ্গা-ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডসের পার্সনাল এসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হয়েন। আর এই সময় সেটেলমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরূপে যে সকল নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে গৃহীত হইবার পর এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে guide and

glossary to Settlment Records নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ইঁহারই লিখিত। ৩৭ বৎসর বয়সে ইনি "রায় সাহেব" ও ১৯২৮ সালে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণনগরের সবডিভিসনাল অফিসার পদে নিযুক্ত থাকা সময়ে ইনি নানাবিধ লোক-হিতকর কার্য্যে নিজেকে বিশেষরূপে লিপ্ত করেন এবং এইজন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন ও নবদ্বীপের পণ্ডিমণ্ডলী ইঁহাকে "সর্ব্বগুণাকর" উপাধি প্রদান করেন। নদীয়া জেলায় "উঠ্‌বন্দী" প্রথা সম্বন্ধে ইনি বিশেষ আলোচনা করেন এবং এই শ্রেণীর প্রজাগণ যাহাতে স্থায়ীস্বত্ব পাইতে পারে তজ্জন্য ১৯২৩ সালে যে আইন প্রণয়ন হয়, উহাতে ইনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে Legislative councilএর বিশেষজ্ঞ মেম্বর নিযুক্ত হয়েন। পরে ১৯২৭—২৮ খ্রীঃ অঃ বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের যে বিশেষ সংশোধন হয় ইহাতেও ইনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষজ্ঞ মেম্বর নিযুক্ত হয়েন। ডেপুটী কলেক্টর হইতে এইরূপ নিয়োগ এই প্রথম। বাংলাদেশে যে প্রণালীতে প্রজা ও জমিদারদিগের উপর সেস (cess) ধার্য্য হয় উহার অন্যায্যতা ও উহা সংশোধনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইনি ১৯৩১ সালে গভর্ণমেণ্টকে এক বিবরণী দেন। তদনুসারে ১৯৩৩ সালে বাঙ্গলার সেস্ (cess) আইনের আমূল পরিবর্ত্তন হয়। এই আইন প্রণয়নের সময় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইনি বিশেষজ্ঞ মেম্বর নিযুক্ত হয়েন। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা সম্বন্ধে ইনি গবর্ণমেণ্টকে এক বিশেষ বিবরণ দেন। সংশোধিত প্রজাসত্ব আইন সম্বন্ধে ইঁহার এক পুস্তক গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া প্রচার করেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের Assistant Secretary ও পরে কলিকাতায় Land acquisition collector পদ প্রাপ্ত হয়েন।

ইঁহার পিতা ৺ পার্ব্বতীনাথ গুপ্ত ডাক্তার ছিলেন। যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদির জন্য

অনেকে পড়িতে যাইতেন না, ইনি সেই সময় তথায় অধ্যয়ন করেন। ইঁহারা মৌৎগুল্য বংশজ বৈদ্য—অরবিন্দের সন্তান (প্রকৃত পদবটী "দাশগুপ্ত") এবং খুলনা, যশোহর ও পূর্ব্ববঙ্গে কুলীন বলিয়া খ্যাত। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই গ্রামের ও এই বংশের একটী উজ্জ্বল রত্ন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত যিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে কলিকাতার চিফ্ প্রেসিডেনসী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়েন ও স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—ইঁহারাও এই বংশের ও এই গ্রামের। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন এবং ইঁহাদের অনেকেই সুপণ্ডিত ও সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া খ্যাত। এই বৈদ্যবংশের বংশাবলী হইতে জানা যায় যে মৌৎগুল্য গোত্রীয় চাউ দাশের প্রপৌত্র নারায়ণ দাশ আনুমানিক ৮৬০ শকে (ইং ১৪৫৩) সেনহাটী গ্রামে প্রথম স্থিত হয়েন। তাঁহার পৌত্র অরবিন্দ দাশের নামে এই বংশের পরিচয়। অরবিন্দ দাশের দুই ভাই জয় ও বিষ্ণুর নামে অপর দুই শাখার পরিচয়। এই বংশেরই রামকান্ত কবিকণ্ঠহার লিখিত "কুলপঞ্জিকা"য় এই বংশের বিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে। ইহা হইতে তৎকালীন বংশ-তালিকার চুম্বক প্রদত্ত হইল।
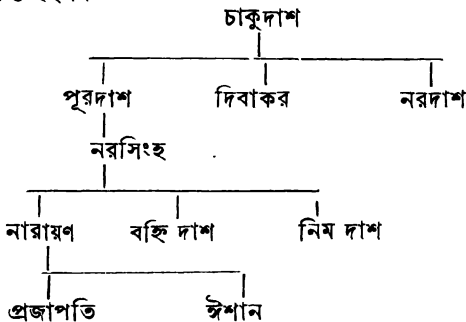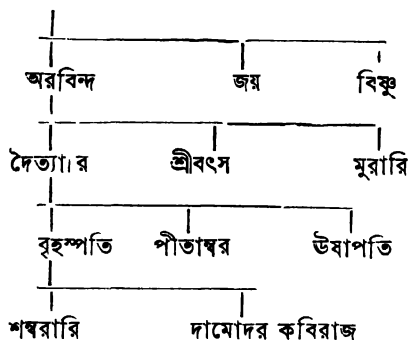
দামোদর কবিরাজ একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র নরহরি কবীন্দ্র বিশ্বাস সিদ্ধ তান্ত্রিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তি আছে। নরহরি কবীন্দ্র বিশ্বাস হইতে বংশাবলী এইরূপ ঃ—
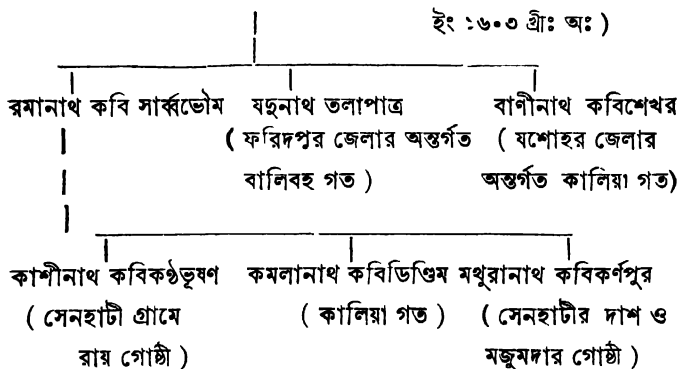
মথুরানাথ কবিকর্ণপুর হইতে ১০ পুরুষ নিম্নে মহেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁহাদের পর পর নাম—রামচন্দ্র শিরোমণি, কামেশ্বর, রতিবল্লভ, নন্দরাম,

দেবীপ্রসাদ, সাধক ভৈরবচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, মধুসূদন, পার্ব্বতী নাথ (রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পিতা)

বিক্রমপুর সোনারং নিবাসী বিশারদ বংশের রায় বাহাদুর আনন্দ-চন্দ্র সেন বিশারদের পৌত্রী ও উমেশচন্দ্র সেনের (যিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) কন্যার সহিত মহেন্দ্র নাথের বিবাহ হয়, মহেন্দ্রনাথের ৩ পুত্র ও এক কন্যা। প্রথমপুত্র হেমেন্দ্রনাথ এম-এ, বি-এল, বিহার প্রদেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্এর ম্যানেজার, দ্বিতীয় পুত্র অমরেন্দ্র নাথ এম-এস-সি, বি,এল ওকালতী করেন ও কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ ছাত্র। ত্রিপুরারাজের মন্ত্রী দেওয়ান বিজয়কুমার সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত ইঁহার কন্যার বিবাহ হয়।

———

রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন বাহাদুর এম্ এল সি
ও
বান্ধব দৌলতপুরের সেনবংশ

ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার অন্তঃপাতী বান্ধব দৌলত-পুরের সেনবংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এই বংশের আদি পুরুষ ৺ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় আদি নিবাস খুলনা জেলার হোগলাডাঙ্গা গ্রাম ত্যাগ করিয়া বান্ধবদৌলতপুরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ধন্বন্তরী গোত্র সম্ভূত, লক্ষ্মণের সন্তান ও উচ্চ বৈদ্য বংশ জাত। চণ্ডীচরণ সেন হইতে গণনায় পঞ্চম পর্য্যায় ৺ রামগতি সেন। রামগতি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে, তাঁহার নাম স্মরণ করিলে লোকে বিপন্মুক্ত হয়। রামগতি সেন মহাশয়ের পুত্র ৺ রাম কিশোর সেন অতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। রাম কিশোরের তিন পুত্র (১) রামচাঁদ (২) কৈলাসচন্দ্র (৩) বরদাকান্ত। জ্যেষ্ঠ রামচাঁদ কলিকাতায় কবিরাজী করিতেন। মধ্যম ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফরিদপুর সদর মহকুমার অধীন ভাঙ্গা মুন্সেফ কোর্টে ওকালতী করিতেন এবং কনিষ্ঠ বরদাকান্ত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাটখোলায় ডাক্তারী করিতেন। দুই ভ্রাতা অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে জ্যেষ্ঠ রামচাঁদ কবিরাজী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রাম বান্ধবদৌলতপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে কৈলাস চন্দ্র ও বরদাকান্ত স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ ও যশস্বী হন। ইঁহাদের পিতা রামকিশোর—১২৯১ সালের ২২শে আষাঢ় শনিবার আষাঢ়ী শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে ও মাতা

রাধালক্ষ্মী দেবী ১২৯৫ সালের ৩০শে আষাঢ় শুক্রবার আষাঢ়ী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের কৃতীপুত্রত্রয় রাম চাঁদ, কৈলাসচন্দ্র ও বরদাকান্ত যথারীতি মহাসমারোহে ও বহু ব্যয়ে মাতা পিতার দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। কৈলাসচন্দ্র স্বগ্রামে একটি মধ্য ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে অন্ন ও অর্থদান করিতেন। বরদাকান্তের যত্নে ও সাহায্যে বহু ভদ্রসন্তান চাকুরী পাইয়াছেন। দেব দ্বিজে বরদাকান্তের অচলা ভক্তি ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও স্বজাতির নিকট তিনি কখনও "ভিজিট" লইতেন না। তিনি দরিদ্রের বান্ধব ছিলেন এবং বহু দরিদ্রকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করিতেন। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার সময় তিনি দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দান করিতেন। রামচাঁদের পত্নী—রাসমণি দেবী, কৈলাসচন্দ্রের পত্নী সারদাসুন্দরী দেবী ও বরদাকান্তের পত্নী সৌদামিনী দেবী স্ব স্ব স্বামীর জীবদ্দশায় সধবাবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ রামচাঁদ ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে বান্ধবদৌলতপুর গ্রামে, মধ্যম কৈলাসচন্দ্র ১৩৩২ সালের ১২ই ভাদ্র ৺ কাশীধামে এবং কনিষ্ঠ বরদাকান্ত ১৩৪১ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে আষাঢ় শুক্লাসপ্তমী তিথিতে কলিকাতা মহানগরীতে পরলোক গমন করেন। ডাক্তার বরদাকান্ত সেন মহাশয়ের পত্নী সৌদামিনী দেবী বাঙ্গালা ১৩১২ সালের ১৯শে পৌষ শুক্লা নবমী তিথিতে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ এম্ এন্ ব্যানার্জ্জী, ডাঃ জগদ্বন্ধু দত্ত, ডাঃ দয়ালচন্দ্র সোম, ডাঃ জহিরুদ্দীন, ডাঃ আর জি কর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকা নাথ সেন, মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেন প্রমুখ চিকিৎসকগণের সহিত ডাক্তার বরদাকান্তের বিশেষ বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে অমৃতবাজার, য়্যাডভানস, আনন্দবাজার প্রভৃতি

পত্রিকায় তাঁহার গুণাবলী সহ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ষোড়শ দিবসে কলিকাতা সহরে তাঁহার পুত্রগণ মহাসমারোহে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ বাসরে বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম করা গেল—মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, স্যার হরিশঙ্কর পাল, মাননীয় জষ্টিস্ আর, সি, মিত্র, মিঃ শৈলেশ্বর সিংহ রায় এম্ এল্ সি, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ এস্ সি মিত্র, মিঃ এস্ কে মিত্র (কাউন্সিলার) রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ, মিঃ কুমার শঙ্কর রায় বার-এট্-ল, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন প্রভৃতি।

পরে ষষ্ঠ মাসে বান্ধব দৌলতপুরে মহা সমারোহে তাঁহার দান সাগর শ্রাদ্ধ হয়।

রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন বাহাদুর এম্ এল্ সি বরদা কান্ত ও তৎপত্নী সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ডাক্তার অজিত কুমার সেন এম-বি, ডাঃ শিশির কুমার সেন এল্ এম এফ ও ডাক্তার জয়ন্ত কুমার সেন L. M. F. রায় বাহাদুর অক্ষয় কুমারের কনিষ্ঠ সহোদর।

রায় বাহাদুর অক্ষয় কুমার সেন বাঙ্গালা ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বান্ধব দৌলতপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বালাখানা ব্রাঞ্চস্কুলে প্রথম তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। ঐ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত কৈলাস চন্দ্র তাঁহাকে স্নেহাতিশয্যবশতঃ তাঁহার কর্ম্মস্থল ভাঙ্গায় লইয়া যান। তথাকার হাইস্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে অক্ষয়কুমার কলিকাতা ডাফ কলেজে এফ, এ পড়িতে থাকেন, কিছুদিন তথায় এফ, এ পড়িয়া তিনি রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রিপণ কলেজ হইতে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ফরিদপুর জজ কোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতী ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করিয়া তিনি অতঃপর নানাবিধ জন-হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি ফরিদ-পুর জেলা বোর্ডের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে তিনি চারি বৎসরকাল ফরিদপুর জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তিনি তিনবার জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে অস্থায়ীভাবে কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি গবর্ণমেণ্ট পক্ষে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটার স্বরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনি তিন-বার অস্থায়ী ভাবে Public Prosecutorএর কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৯২৬-২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি তিন বৎসরকাল তিনি ঢাকা গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল স্কুলের Selection কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ফরিদপুর সহরের প্রত্যেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ কমিটির আজীবন সদস্য (Life Member) ফরিদপুর মধ্য ইংরাজী স্কুল ও হাইস্কুলের ইনি সম্পাদক। প্রধানতঃ ইঁহারই চেষ্টায় ফরিদপুরে হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং দেড় বৎসরকাল উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়া স্বেচ্ছায় ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি মিউনি-সিপ্যালিটীর কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের Selectoin কমিটির সদস্য স্বরূপে

কার্য্য করেন। ১৯৩৫ সালের মে মাসে ভূতপূর্ব্ব ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরির রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ফরিদপুর সহরে হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে যে সমস্ত দেবার্চ্চনা, সংকীর্ত্তণ ও শোভাযাত্রা হয়, রায় বাহাদুর তৎসমুদায়ের ব্যয়ভার বহন করেন। উক্ত রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সম্রাট্ প্রদত্ত "জুবিলি পদক" তিনি উপহার পাইয়াছেন। ১৯৩৫ সালের ৩রা জুন ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩১২ সালের ২৩শে আষাঢ় খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত মূলঘর নিবাসী কুলীন বিষ্ণুদাস বংশোদ্ভব ৺আশুতোষ রায়ের কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। তিনি স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী। তাঁহারই জন্য রায় বাহাদুরের বিশাল সংসার অতীব শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। রায় বাহাদুরের ছয় পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের নাম (১) যোগরঞ্জন (২) শৈলেশরঞ্জন (৩) কমলেশ-রঞ্জন (৪) অরুণেশরঞ্জন (৫) কুমারেশরঞ্জন (৬) সীতেশরঞ্জন ওরফে "রাণা"।

কন্যা তিনটির নাম (২) শ্রীমতী ষোড়শী বালা দেবী (২) শ্রীমতী দেবলা দেবী (৩) শ্রীমতী মীরা দেবী। বাঙ্গালা ১৩২৯ সালে বাগের-হাট মহকুমার অন্তর্গত মরেলগঞ্জ গ্রামনিবাসী শ্রীমান্ অনিল কুমার দাশ গুপ্তের সহিত শ্রীমতী ষোড়শী বালার বিবাহ হইয়াছে। অন্য দুইটি কন্যা এখনও অল্প বয়স্কা। রায়বাহাদুরের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগ রঞ্জন ১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করে। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রাণা রায় বাহাদুরের বড় আদরের ছিল। রাণার হাস্যকলরবে রায় বাহাদুরের গৃহ সদা সর্ব্বদা মুখরিত হইত। রায় বাহাদুর সেই সদা প্রফুল্ল বালককে লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। রাণা ফরিদপুর সহরে ১৩৩৭ সালের ২৭শে মাঘ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় জন্ম গ্রহণ করে। নিয়তির

বিধানে সেই বালক অকস্মাৎ পিতা মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া ৩ বৎসর ৫ মাস বয়সে ১৩৪১ সালের ২৬শে আষাঢ় বুধবার অমাবস্যা তিথিতে শিবলোকে প্রস্থান করিয়াছে। রায় বাহাদুর রাণার স্মৃতি রক্ষা কল্পে তাঁহার প্রণীত কবিতাপুস্তক—"রাণা" নামে অভিহিত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন এবং তাঁহার ফরিদপুরের বাসার নাম—"রাণা লজ" রাখিয়াছেন।

রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় ভ্রাতা—শ্রীযুক্ত অজিত কুমার সেন এম্ বি পাশ করিয়া কলিকাতাতেই চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি কলিকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক।

রায় বাহাদুরের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুত শিশির কুমার সেন ঢাকা গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে এল্ এম্ এফ্ পাশ করিয়া ফরিদপুরেই চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন।

রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জয়ন্ত কুমার সেন কলিকতা ক্যাম্বেল বিদ্যালয় হইতে এল্ এম্ এফ্ পাশ করিয়াছেন।

সকল ভ্রাতার প্রতিই রায় বাহাদুরের প্রগাঢ় স্নেহ। রায় বাহাদুরের মধ্যম ভ্রাতা ডাঃ অজিত কুমার সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সমরেশ রঞ্জন সেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। রায় বাহাদুর বাল্যকাল হইতে হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ অত্যন্ত যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতেছেন। হিন্দু ধর্ম্মে ও দেব দ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি। রায় বাহাদুর একজন সাহিত্যিক ও কবি। তৎপ্রণীত রাণা পুস্তক সুধী সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। রাণা পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"**Rana**—By Rai Bahadur Akhoy Kumar Sen M. L. C. Published by Saileshranjan Sen "**Rana Lodge**" Faridpur. The book contains forty poems on a variety of topics

They are very natural expressions of deep feelings of the writer and some of them give vent to very high ideal. The language is fluid and the rhyme is perfect and varied. The writer is a devotee and expresses deep feelings in describing the various aspects of the great mother.... This book has been named after the writer's 3 year old deceased son to perpetuate his memory.—Advance, May 26. 1935.

মহাভারত অনুশীলন তত্ত্বপ্রণেতা, বিজ্ঞ সাহিত্যক রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ রাণা পুস্তক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"রাণায় সংগৃহীত কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম। ইহার মধ্যে এরূপ একটি শান্তি মধুর সুরের সমাবেশ রহিয়াছে যাহা প্রতি হিন্দুসন্তানের বাঞ্ছিত ও হার্দ্য এবং বহু সহস্র বর্ষের চিন্তাধারার অনুকূল।......আপনার হৃদয়মন হিন্দুত্বের হিন্দুজীবন সমস্যা সমাধানে ওতঃপ্রোত, তাই লিখিতে পারিয়াছেন—"পুত্র শোকে কিবা ভয়।" কবিতাগুলি খাদ বিমুক্ত লাখবাণ হেমের আভাস দিতেছে। সব কবিতাগুলির মধ্যেই হিন্দুর চিরন্তন ভাবধারা ফল্গুস্রোতের মত অন্তঃপ্রবাহিতা"।

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্র মহাশয় "রাণা" পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The poems are on a variety of topics and they have been written with admirable skill. They reveal a fertile imagination, tender-feeling and real command of the art of versification."

মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিশি কান্ত তর্কতীর্থ

"রাণা" পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"রাণা পুস্তক পড়িলে সকলের হৃদয়ে কোমল কাঠিন্যের, ভয়ভক্তির ও রৌদ্র করুণ হাস্য প্রভৃতি বিরুদ্ধরস গুলির উদ্রেক করিবেই। পুস্তকখানি পড়িলে রচয়িতার বহুদর্শিতা ও ভগবন্নির্ভরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রচয়িতার মত আসক্তিবিহীন সংসারী ব্যক্তির বিরলতাই বর্ত্তমান সময় মানুষের নানারূপ দুঃখ কষ্টের কারণ।"

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সুযোগ্য মন্ত্রী, মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় "রাণা" পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Thanks very much for the copy of your book "Rana" which I greatly appreciate. বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্রের অভিমত—The book Rana is thoughtful and excellent.

নিম্নে "রাণা" পুস্তক হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল :—

মায়ের ডাক

বিশ্বপ্লাবী বাদলের ধারা
চাতকের মেলা,
জলধির ভীষণ কল্লোলে
সফরীর খেলা।
ছুটে যায় করভের দল
করিণী আহ্বানে,
হাসে বিভা জলদ সম্ভবা—
জলদ গর্জ্জনে।
ক্লান্ত কেন বিভীষিকা ময়—
জীবন সংগ্রামে,
ভৈরবীর বিজয় হুঙ্কার
ডাকিছে সন্তানে।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেনের

বংশলতা

জীবন ও সমরেশরঞ্জন — শিবাজী ও অপরেশরঞ্জন — খোকা ও বরুণেশরঞ্জন — নানক ও শোভনেশ

ষোড়শী বালা — যোগরঞ্জন (মৃত) — হারাণ ওরফে শৈলেশরঞ্জন — নারায়ণ ওরফে কমলেশরঞ্জন — অরুণ ওরফে অরুণেশরঞ্জন — দেবলা দেবী — মীরা দেবী — "রাণা" ওরফে সীতেশরঞ্জন

জন্ম—১৩৩৭—২৭শে মাঘ

মৃত্যু—১৩৪১—২৬শে আষাঢ়
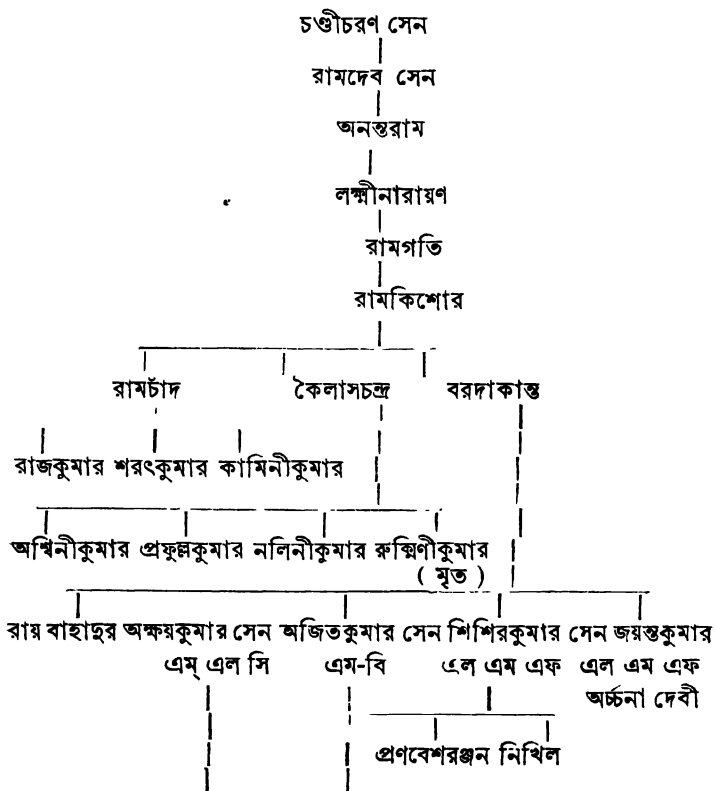
রাধানগরের (হুগলি) এবং বর্ত্তমানে কলিকাতার সিমুলিয়া মিত্র বংশ ৺ বঙ্কিমবিহারী মিত্র।

এই মিত্রবংশ কুলীন কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই অভিজাত সম্প্রদায়ে বিশেষরূপে পরিচিত। ইঁহাদের বংশ পরিচয় যতদূর পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় প্রদত্ত হইল। ইঁহাদের আদি বাসস্থান হুগলি জেলার অন্তর্গত ৺রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর নামক স্থানে। ইঁহারা পূর্ব্বকালে এই স্থানে জমিদার বংশভূত ছিলেন এবং ইঁহাদের প্রবল প্রতাপের কথা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে সুপরিচিত ছিল। এই বংশের ৺হরিবল্লভ মিত্রের পুত্র ৺সদানন্দ মিত্রের পুত্র ৺জয়কৃষ্ণ মিত্র একজন সিদ্ধ জাপক পুরুষ ছিলেন। তৎপুত্র ৺মনোহর মিত্র একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে সংশ্লিষ্ট এখনও মনোহর মিত্রের গড়, ঘাট ও ডাঙ্গা বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনা যায় মনোহর মিত্র একজন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন এবং স্বাধীন ভুঁইয়ার ন্যায় বাস করিতেন। তিনি গড় নির্ম্মাণ করেন এবং পরিখাদি খনন করান এবং কোন এক সময়ে তাঁহাকে মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মনোহর মিত্রের পুত্র ৺রাধাকান্ত মিত্র তৎকালিন কলিকাতার হাটখোলা নিবাসী স্বনামধন্য ৺মদনমোহন দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এই উপলক্ষে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কলিকাতায় অনেক জায়গা

জমি ক্রয় করেন এবং বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। রাধাকান্ত মিত্রের চারি পুত্র। ৺রাজনারায়ণ মিত্র, ৺চন্দ্রশেখর মিত্র, ৺হলধর মিত্র এবং ৺রূপনারায়ণ মিত্র। ৺রাজনারায়ণ মিত্র তৎকালিন "কায়স্থ কৈস্তুভ" নামক বিখ্যাত পুস্তক প্রণেতা ছিলেন। এই পুস্তকে বহুবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বপ্রথম দেখান হইয়াছিল যে বঙ্গীয় "কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর এবং যজ্ঞোপবীতের অধিকারী।" তাঁহার পুত্র ৺মহেশচন্দ্র মিত্রের পুত্র ৺কানাইলাল মিত্র কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ শোভাবাজার রাজবংশের ৺ রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দ্রশেখর মিত্র মহাশয় একজন পরম বৈষ্ণব ও ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। ইঁহার পুত্র ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইং ১৮২৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন পরম জ্ঞানী এবং বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং রেভারেণ্ড্ লাল বিহারী দের সহপাঠী ছিলেন। ইনি লালবিহারী বাবুর সহিত Bengal Christian নামক পত্রিকার joint Editor ছিলেন এবং রেভারেণ্ড্ ডাক্তার Duffএর জীবনী ও caste এবং freedom of Human will নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, রেভারেণ্ড্ কালিকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইনি হাটখোলার দত্তবংশীয় ৺রামগোপাল দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কমিশেরিয়ট্ ডিপার্টমেণ্টে সুদক্ষতার সহিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহ, Assam Naga Expedition এবং শেষ আফগান যুদ্ধে গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর সাহায্য করার দরুণ তৎকালিন গভর্ণমেণ্ট ডেস্‌প্যাচে এ তাঁহার নামোল্লিখিত হইয়াছিল। ইনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন এবং দেবদেবীর পূজার্চ্চনায় মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার সুবৃহৎ বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ

হইত। ইং ১৯০০ সনে রাওলপিণ্ডিতে অবস্থানকালিন তাঁহার মৃত্যু হয়। হরিশ বাবুর প্রথমপুত্র ৺বিপিনবিহারী মিত্র ইং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজী বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং তৎকালিন Student clubএর Secretary ছিলেন এবং এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দের সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ইংরাজী প্রায় সকল সংবাদপত্রেই দক্ষতার সহিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তিনি শেষ বয়সে এলাহাবাদে অবস্থান করেন এবং সেখানকার হাইকোর্ট জজ, ৺মতিলাল নেহেরু, স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু প্রভৃতির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হরিশবাবুর মধ্যমপুত্র ৺বিনোদবিহারী মিত্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল উপাধিধারী এবং বাংলা গভর্ণমেণ্টে সব্‌জজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সভাসমিতিতে যোগদান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি লিখিবার অভ্যাস ছিল। তিনি দক্ষতার সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্ব্বেই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি শ্যামবাজার নিবাসী ৺নবীন চন্দ্র সরকারের জামাতা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রমোহন মিত্র বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট এড্‌ভোকেট।

হরিশচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ৺ **বঙ্কিমবিহারী মিত্র**। তিনি ছাত্র জীবনে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি "শাস্ত্রী" ও "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে এম,এ, অধ্যয়ন কালে তিনি হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, তৎকালে হিন্দু শাস্ত্রে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ নহে এবং সমুদ্র যাত্রা করিলে জাতিচ্যুত হয় না। তৎকালীন লাট সাহেব স্যর চার্লস্ এলিয়ট ঐ বক্তৃতা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত-

গণও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাত্র জীবনে তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং ৺স্যর সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতির সহিত এই সম্পর্কে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি বহুবিধ বৃত্তি ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং Student clubএর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্ক-লঙ্কার, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, গোবিন্দচন্দ্র, কামাখ্যা তর্কবাগীশ প্রভৃতির প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং Rev. Dr. Morrison, Edward, Wann, Lamb প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি কলিকাতা কাষ্টম বিভাগে, ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম একজামিনিং অফিসার নিযুক্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পরে তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন এবং বাঙ্গালা ও বিহারের বহুস্থানে কার্য্য করেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি মিউনিসিপাল, ইনকম্‌ট্যাক্স্‌, ও কো-অপারেটিভ বিভাগেও কাজ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তিনি কর্ম্মকুশলতার জন্য কর্ত্তৃ-পক্ষ ও জনসাধারণের প্রশংসালাভ করিয়াছেন। মহামান্য রাজসরকার তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় বিশেষ প্রীত হইয়া গভর্ণমেণ্ট ডেসপ্যাচে এ তাঁহার নাম উল্লেখ করেন। সুবৃহৎ বেতিয়া (বেহার) মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যানরূপেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কো-অপারেটিভ দুগ্ধ সমিতি ও প্রভিন্সিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও বন্যাসংক্রান্ত কাজেও তাঁহাকে কয়েকবার নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। নওগাঁও বন্যার সময় বিপন্নের সাহায্যের জন্য, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবসরগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা কালেক্টরীর ট্রেজারী অফিসার ছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরেও, মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত, তিনি কলিকাতার অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে

নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি জনহিতকর কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছিলেন। দীন, দুঃখী জনের দুঃখমোচন তাঁহার জীবনের সদাব্রত ছিল। তাঁহার হৃদয়ের একদিক ছিল রাজসরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর দৃঢ়তা ও দক্ষতায় ভরা, অপরদিক ছিল তেমনিই স্নেহ-প্রবণ, কুসুমের মত কোমল, দয়াদাক্ষিণ্য, মমতায় সুললিত। একই ব্যক্তির মধ্যে এই দুই গুণের সমন্বয় কদাচিত দৃষ্ট হয়। তিনি একজন পরম জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ, কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের ৺মহারাজা স্যর নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের পুত্র ৺রাজা বাহাদুর গোপেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের (আই, সি, এস্,) চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করেন।

তিনি প্রায় ২॥ বৎসর যাবত রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে ভুগিয়া, গত ১৯৩৫ সন ১৫ই আগষ্ট তারিখে প্রায় ৬৩ বৎসর বয়সে, হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ায়, তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজ বাটী ২, ২১১নং হরিপাল লেনে, মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৭শে ভাদ্র ১৩৪২ সন তাঁহার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজভবনে, বেদপাঠ প্রভৃতির দ্বারা যথাবিহিত শাস্ত্রানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী এই শ্রাদ্ধে যোগদানপূর্ব্বক যথাযোগ্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে সংকীর্ত্তন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর নীলমণি শাস্ত্রসাগর সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক সংস্কৃত বিরচিত মৃতের গুণগাথা, কবি গিরিজা কুমার বসু মহাশয় রচিত কবিতা পঠিত ও বিতরিত হইয়াছিল। তিন দিন ধরিয়া বহু দরিদ্রনারায়ণ সেবা, ব্রাহ্মণ স্বজন আপ্যায়ণ, বেদপাঠ প্রভৃতি সকল প্রকার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান যথাযোগ্যভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। কলিকাতার সকল শ্রেণীরই খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয়গণ তিন দিনই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের মহামান্য মন্ত্রী স্তর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, মহামান্ত বাংলার লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী, চীপসেক্রেটারী, রাজা মণিলাল সিংহ রায়, সিয়ারসোল রাজবংশের রাজাবাহাদুর প্রমথনাথ মালিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্ত জজ মিঃ আর, সি, মিত্র, মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার ওয়্যালুল্ ইস্লাম্ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহার মৃত্যুর পরেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুত্রদিগের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। তৎকালীন ইংরাজী এবং বাংলা সমস্ত পত্রিকাগুলিই তাহার মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। ২৬শে আগষ্ট ১৯৩৫ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার অবিকল নকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"We very much regret to announce the death of Mr. Bankim Bihari Mitra, a retired member of the Bengal Civil Service and Hony. Presidency Magistrate of Calcutta, which melancholy event took place at his Calcutta residence at No. 2-1, Hari Pal Lane in the early hours of the 15th instant at the age of 63 years. The late Mr. Mitra was a great Scholar of his time and was noted for his vast learning both in English and Sanskrit and was awarded a title by the Sanskrit College. He was very closely associated with the late Sir Surendra Nath Banerji and was connected with journalism for many years. The late Sir Edward Baker, who was then the collector of customs, took Mr. Mitra as the first Indian Examining officer in the Calcutta Customs, which was then a forbidden ground for the Indians. Mr. Mitra was later appointed in the Bengal

Civil Service. Besides his Magisterial and judicial duties the late Mr. Mitra was engaged in special duties in the Municipal, Incometax, and co-operative Department of the Government and took an active part in Flood and Famine Relief works. He was for sometime Vice-chairman of the Bettiah Municipality.

The late Mr. Mitra was in failing health for the past 2½ years and had to retire as the Treasury officer of the Calcutta Collectorate and after his retirement he was appointed an Hony. Presidency Magistrate of Calcutta. He married a daughter of the late Raja Gopendra Krishna Deb Bahadur and was the third son of the late Mr. Harish Chandra Mitra, a great scholar of his time.

He leaves behind his widow, seven sons, four of whom are well-placed in life and two daughters and several grand children and a host of relations and friends to mourn his loss.

We offer our sincerest condolence to the members of the deceased's family."

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, বাঙ্গালা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব (Finance member) মাননীয় মিঃ জে, এ, এল, সোয়ান্ আই, সি, এস, দুঃখ প্রকাশ করিয়া লণ্ডন হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার অবিকল নকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Dear Mr. Mitra,

I am very sorry to hear of your father's death. He was a hard-working and conscientious officer and it was unfortunate that he was handicapped in his career by bad health. I sympathise with you and the rest of the family in your bereavement."

তিনি এরূপ ধাৰ্ম্মিক পুরুষ ছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে দাহস্থানে, তাঁহার চিতাশয্যার চারিপার্শ্বে, হঠাৎ ভাগীরথী বারিরাশি কিরূপভাবে উঠিয়া আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুতে কবিবর শ্রীগিরিজা কুমার বসু লিখিত নিম্নলিখিত কবিতা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

"চিতাশয্যামাঝে নব ঘটনা ঘটালে,
ভাগিরথী বারিরাশি যেথা কোন কালে
আসেনিক, সেই দিন সেথা এসেছিল,
ছিলে সুপবিত্র তাই গঙ্গা কোল দিল।"

৺বঙ্কিম বাবুর সাতটী পুত্র, যথাক্রমে প্রবোধ কুমার, প্রকাশ কুমার, সত্যকুমার, নীহার কুমার, শিশির কুমার, অমল কুমার ও সুবর্ণ কুমার। সকলেই অমায়িক, মিষ্টভাষী, সরল ও পরোপকারী এবং ছোট তিনটীর এখন পাঠ্যাবস্থা ব্যতিরেকে অন্যান্য সকলেই প্রায় বিদ্বান ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। তাহার এক পুত্র কলিকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট্ ট্রাষ্টে উচ্চপদে কৰ্ম্ম করেন, আর একজন কলিকাতার কাষ্টমবিভাগের এ্যাপ্রেজার (Appraiser)। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা এখন মৃতা। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, যশোহর জেলার সাগরদাড়ার জমিদার শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্তের সহিত। তিনি উপস্থিত পুলিশ বিভাগের ইনস্পেক্টর। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে, মেদিনীপুর নিবাসী জমিদার বংশে। তৃতীয়া কন্যা অল্পবয়স্কা, অবিবাহিতা। বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়াছে

কলিকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী বিখ্যাত বসু বংশে, যাঁহারা "ভোষ" বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ হইয়াছে ৺প্যারীচরণ সরকার সি, আই, ইর, বংশীয় কন্যার সহিত এবং তৃতীয় পুত্রের, খুলনা নিবাসী সুবিখ্যাত প্রবল জমিদার শ্রীকুমুদ বন্ধু ঘোষের একমাত্র কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে।

৺হরিশ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীলাল বিহারী মিত্র মহাশয়ই উপস্থিত তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র জীবিত। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অনেকরূপ সরকারী পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি তৎকালিন General Assembly হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেখানকার মিশনারী অধ্যাপকগণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় Postal Departmentএ প্রবেশ করিয়া পরে নিজ দক্ষতায় জেলার সিনিয়র Post Master অবধি হইয়াছিলেন। উপস্থিত তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজার্চ্চনার দ্বারা কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের বিখ্যাত জমিদার ৺ক্ষেত্রমোহন চৌধুরীর জামাতা।

৺হরিশবাবুর দুই কন্যার মধ্যে একটীর বিবাহ হইয়াছিল, মেছুয়াবাজারের বিখ্যাত ঘোষ বংশীয় ডাঃ ৺ক্ষেত্রমোহন ঘোষের সহিত। তিনি কমিশরিয়েট বিভাগীয় একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়, গরিফা নিবাসী ৺ রায়বাহাদুর আশুতোষ ঘোষের সহিত। তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের জেলা ও দায়রা জজ ছিলেন।

কলিকাতার সিমুলিয়া মিত্রবংশ-লতা

কন্যা (মৃতা)
প্রবোধকুমার
প্রকাশকুমার
সত্যকুমার
নীহারকুমার
তরুণ কুমার
কন্যা
চঞ্চল কুমার
শিশির কুমার
কন্যা
অমল কুমার
কন্যা
সুবর্ণকুমার
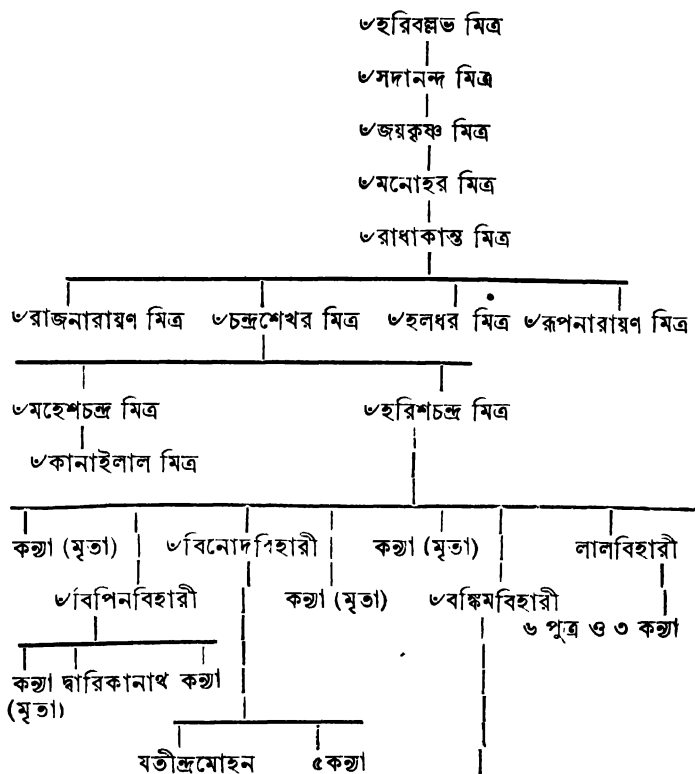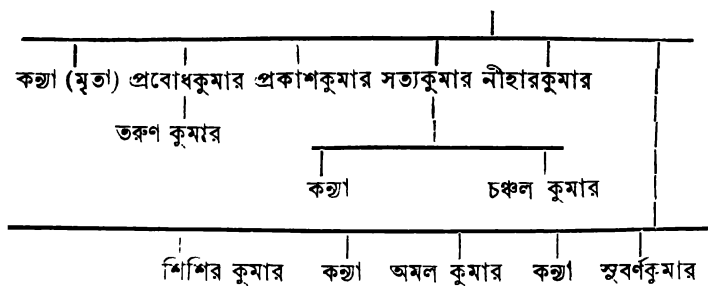
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়

রায় বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায় বাঙ্গালা ১৭৯৯ শকাব্দে ৪ঠা কার্ত্তিক কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা জেলার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় বিনোদলাল রায়ের একমাত্র পুত্র ও স্বর্গীয় পিয়ারী মোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র।

তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় অষ্টাদশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সলিসিটারী পাশ করেন।

রায় বাহাদুর তড়িৎভূষণ জীবনে অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৯১৪—যুদ্ধ ফণ্ডে ৬৭৫৲ টাকা দান করেন।

১৯১৫—সৈন্যদের জন্য প্রায় একলক্ষ প্যাকেট সিগারেট দান করেন।

১৯১৬—আলিপুরে আহত সৈন্যদের জন্য হাসপাতালে ২৫টি শয্যা দান করেন। কাপ্তেন কুককে উহার তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হয়। উহাতে তাঁহার তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়।

সৈন্যদের আহার্য্যের জন্য খ্রীষ্টীয় যুবক সমিতি ও লেডী কারমাইকেল যুদ্ধ ভাণ্ডারের দ্বারা খাদ্যসামগ্রী ও ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ করেন।

১৯১৭-১৮ সালে গ্রীয়ার পার্কে মহিলাদের জন্য একটি সুন্দর মণ্ডপ ২ দুই হাজার টাকা ব্যয়ে তৈয়ার করিয়া দেন।

ইহা ছাড়া বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন, প্যাট্রিয়টিক্ মোটর য়্যাম্বুলেন্স, আওয়ার ডে, কুইন্স্ সিলভার ওয়েডিং ফাণ্ড প্রভৃতিতে অর্থ দান করেন।

কলিকাতায় দ্বিতীয়বার যে যুদ্ধ ঋণ কমিটি হয়, তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। যুদ্ধের সময় কতকগুলি দুষ্টলোকে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে হীন প্রচারকার্য্য করিতেছিল, রায় বাহাদুর সেই সময়ে তাহাদের কার্য্যে বাধা দিতে এবং ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদীদের প্রভাব হইতে দূরে রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইলে বাঙ্গালার মহাজন সভার সেক্রেটারীরূপে তিনি উহা দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

রাউলাট আইনের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ৫ পাঁচ হাজার পুস্তিকা বিতরণ করেন ও তাহাতে বিশেষ ফল হয়।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল কাটিবার সুন্দর পথ প্রদর্শন করেন, উহাতে এক কোটি টাকা জনসাধারণের বাঁচিয়া যায়।

বেঙ্গল বস্ত্রশিল্পের পরামর্শ বোর্ডের সদস্যরূপে কার্য্য করেন।

ইনি পরম রাজভক্ত এবং রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থী।

১৯২৩ সালে ডেপুটী সেরিফরূপে কার্য্য করেন।

১৯১৫ সালে একাকী বসিবার অধিকার পাইয়া অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন।

দ্বিতীয় দফা যুদ্ধঋণ কমিটিতে কার্য্য করেন।

বেকার কমিটির সদস্য। সিটি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য। মৃত শুল্ক কমিটির সদস্য।

ঢাকা জেলার মুনসীগঞ্জ মহকুমায় ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি মহিলা ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ সালে বাঙ্গালার গবর্ণর উহার উদ্বোধন করেন।

সাইমন কমিশন সমর্থন করেন। ১৯২১-১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত ৬ বৎসর কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, বঙ্গীয় মহাজন সভার প্রতিনিধিরূপে সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯২৭ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

ব্যবস্থা পরিষদের রেলওয়ে পরামর্শ বোর্ডের সদস্য।

তিন বৎসরকাল উপর্য্যুপরি ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েসনের পরামর্শ সভার সদস্য।

কলিকাতা ফুটবল লীগের গভর্ণিং বডির সহকারী সভাপতি।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সভাপতি।

বঙ্গীয় মহাজন সভার সেক্রেটারী।

ভারতীয় পাটব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

ত্রিশ বৎসরের উপর সলিসিটরি করিতেছেন।

বহু বৎসর যাবত ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কমিটির মেম্বর।

রায় বাহাদুর তড়িৎভূষণের দুইপুত্র (১) প্রমোদ কুমার রায় বি এ (২) তরুণ কুমার রায় বি এল এবং এক কন্যা। কন্যাটির সহিত ফরিদপুর জেলার সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাবু ননীগোপাল রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। প্রমোদ কুমারের সহিত দিঘাপতিয়ার রাজ কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কন্যার সহিত ও তরুণ কুমারের নারায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত সীতানাথ পালের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে।

———

উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়ী

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বংশ-পরিচয়।

বঙ্গাধিপতি আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞে যে পাঁচজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নৈষধ চরিত প্রণেতা ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার অধস্তন ২১শ পুরুষ প্রথম বাঙ্গলা রামায়ণ গ্রন্থ প্রণেতা কৃত্তিবাস পণ্ডিত ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই ফুলিয়া গ্রামের নামানুসারে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি। শ্রীহর্ষের অধস্তন ২৭শ পুরুষ কুলীন। ইনি তৎকালীন সমাজে অতি মাননীয় ছিলেন, কুলীন প্রধান বলরাম ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুর ইঁহার খুল্লতাত ছিলেন।

"অষ্টদলে অষ্টজন মধ্যে বলরাম
গোপীনাথ সহ নৃত্য করে অবিরাম।"

এই বলরাম ঠাকুর ফুলিয়া গ্রাম হইতে হুগলি জিলার অন্তর্গত বলাগড় গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং কিম্বদন্তী এই যে তাঁহারই নামানুসারে বলাগড় নামের উৎপত্তি। বলরাম ঠাকুরের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ দুর্গা প্রসাদ গৌরীশঙ্কর নামে খ্যাত ছিলেন এবং অতি প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতির গুরু বংশীয়গণ কাঞ্জারী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলেও ধনীশিষ্যের অনুকরণে নিজেরাও তৎকালিন প্রসিদ্ধ কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করা অতি গৌরবের কার্য্য মনে করিতেন। এই জন্য মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ইষ্টদেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার উক্ত গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে কন্যাদান করিয়া নদীয়া জিলান্তর্গত ধর্ম্মদা গ্রামে বাস করান। এই ধর্ম্মদা গ্রাম তখন অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং সুপণ্ডিতের

লীলাভূমি ছিল। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত নাট্য পরিশিষ্ট প্রণেতা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও সুকবি কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই ধর্ম্মদা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার কৃত নাট্যপরিশিষ্ট এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। একাধারে নাটক ও ব্যাকরণের সূত্র ও উদাহরণাদি সমাবিষ্ট এমন সংস্কৃত গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও বোধ-হয় অত্যুক্তি হয় না। দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। দর্শনের শব্দশক্তি প্রকাশিকা পরিশিষ্ট তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন—যৌবন বয়সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রবেশ করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের অধস্তন অষ্টম পুরুষ মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের বাল্যকালে প্রায় শতবৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক গমন করেন। তিনি শুদ্রের দান কখনও গ্রহণ করেন নাই; গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রামধন এই কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামধন তখন কুলীন সমাজের অগ্রণী ছিলেন; তিনি অতি তেজস্বী, নির্ভীক, নিষ্ঠাবান এবং সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার সময়ে ধর্ম্মদা গ্রামের মুখোপাধ্যায় পাড়ার প্রায় সকলেই তাঁহার আশ্রয়ে নির্ভয়ে বাস করিতেন—তিনিই সকলের অভাব অভিযোগ মোচন করিতেন। প্রতি-বেশীদের আহ্বান করিয়া ভোজন করান তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। রামধনের দশপুত্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই পরলোকে গমন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্রজনাথ ও অন্যতম পুত্র রমেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। ব্রজনাথ নদীয়া জিলার জয়রামপুর গ্রামের জমিদার, পুশিলাল শ্রোত্রিয় দেবনাথ মৌলিকের এক মাত্র কন্যা মোক্ষদা দেবীকে বিবাহ করেন। রমেশচন্দ্রের বিবাহও উক্ত জয়রামপুর গ্রামের ঐ বংশীয় কাশীনাথ মৌলিকের কন্যার সহিত হয়। ব্রজনাথ ২৪ বৎসর বয়সে এক বৎসর বয়স্ক পুত্র যদুনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অল্প বয়সেই তৎকালীন নিমক মহলে উচ্চ পদলাভ করিয়া যথেষ্ট অর্থ-উপার্জ্জন করেন

এবং পাকা ইমারত নির্ম্মাণ জন্য ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া যান। রামধনের একটী কন্যা জয়কালী দেবীর বিবাহ ঢাকাজিলার নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হয়। রমেশচন্দ্রও পিতার জীবদ্দশায় একটী পুত্র রাধিকানাথ এবং দুইটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ১২৮০ সালে রামধন এই দুই পৌত্র যদুনাথ ও রাধিকানাথকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন সমস্ত সংসারের ভার যদুনাথের উপর পতিত হয়। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক হইলেও এই গুরুভার অতি বিচক্ষণতা এবং সুবিবেচনার সহিত বহন করেন। তাঁহাব সম্পত্তির আয় খুব বেশী না হইলেও তিনি পরিমিতব্যয়ী, সংযমী, অতিথিপরায়ণ এবং দরিদ্রবন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং নিরপেক্ষতা হেতু সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ধর্ম্মদা বা নিকটস্থ অন্য গ্রামে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে বিবাদমান উভয় পক্ষই যদুনাথের সূক্ষ্ম এবং নিরপেক্ষ সালিসি বিচারলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেন। যদুনাথ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের গুরু পার্শ্ববর্ত্তী বহির্গাছি গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত গোপীনাথ বিদ্যারত্নের সহোদর পণ্ডিত কৃষ্ণকুমার ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা চণ্ডীকালি দেবীকে বিবাহ করেন। নবদ্বীপাধিপতির গুরুবংশীয়েরা তখন প্রায় সকলেই সংস্কৃত বিদ্যালোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই ব্যস্ত থাকিতেন। এই বংশেরই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ বিখ্যাত গ্রন্থ দত্তক চন্দ্রিকা প্রণেতা যদুনাথের শ্বশুর কৃষ্ণকুমারের নদীয়ার বিদ্বান সমাজে দার্শনিক বলিয়া খ্যাতি ছিল। কৃষ্ণকুমার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মাত্র দুইটী অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা চণ্ডীকালি দেবীর সহিত যদুনাথের বিবাহ হয়। যদুনাথ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতীর ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাল মোহন বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। যদুনাথের প্রজাবর্গ

তাঁহাকে তাঁহাদের 'মা বাপ' স্বরূপ জ্ঞান করিত এবং তিনি সর্ব্বদা তাহাদের অভাব মোচনে যত্নবান ছিলেন। তিনি কদাচিৎ তাঁহার প্রজার নামে বাঁকি খাজনার নালিশ করিতেন এবং বহুবৎসরের খাজনা বাঁকি হইলেও কখন তাঁহার প্রজাবর্গ তামাদি ওজর করিত না। যদুনাথ বাং ১২৪৮ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৩২৩ সালে পরলোক গমন করেন। যদুনাথের চারিপুত্র যোগেশচন্দ্র, হরিচরণ, সুরেশচন্দ্র এবং প্রভাসচন্দ্র। যোগেশচন্দ্র সুরেশচন্দ্র এবং প্রভাসচন্দ্র পৃথক পৃথক ব্যবসা কার্য্যে ব্রতী হইয়া বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছেন। মধ্যম হরিচরণ পৈত্রিক বাসস্থানে থাকিয়া পৈত্রিক বিষয় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। যদুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেশচন্দ্র কাষ্ঠ ব্যবসায় উপলক্ষে সম্বলপুরে বাস করেন, তাঁহার চারিপুত্রও ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। যোগেশচন্দ্র সম্বলপুরের মধ্যে একজন খ্যাতনামা লোক। তিনি জনপ্রিয়, অমায়িক এবং সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট।

প্রভাসচন্দ্র অনেকদিন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাটকল সমূহে বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টারের কার্য্য করিয়া এক্ষণে কলিকাতায় বাটী খরিদ করিয়া বাস করিতেছেন।

যদুনাথের তৃতীয় পুত্র সুরেশচন্দ্র একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাষ্ঠব্যবসায়ী। তিনি একপ্রকার কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং কেবল-মাত্র নিজ সততা এবং প্রতিভাহেতু ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেন। তিনি ব্যবসাকার্য্য উপলক্ষে উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ গড়জাত সামন্তরাজ্য বামড়াতে বসবাস করেন। তাঁহার বামড়ার গৃহ একটী সুবৃহৎ অতিথিশালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধনী, নির্ধনী, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেখানে সকলেরই অবারিতদ্বার। তিনি স্বাধীনচেতা, অমায়িক, সদালাপী, অনাড়ম্বর প্রিয় এবং স্পষ্টভাষী। যাহা করিবেন বলিয়া মুখে বলিবেন তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিবেন—তাঁহার কথার

অন্যথা হয় না। অনেক স্কুল কলেজের দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষাব্যয় গোপনে বহন করিয়া থাকেন। তিনি দরিদ্রবন্ধু ; প্রতিবৎসর ১লা বৈশাখ তাঁহার বামড়ার বাড়ীতে কাঙ্গালী ভোজন আজ প্রায় বিংশতি বৎসরের অধিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি মাতুলালয় বহির্গাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০১ অব্দে তিনি মুড়াগাছা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে তিনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার পর তিনি কৃষ্ণনগর, বহরমপুর এবং বঙ্গবাসী কলেজে এফ্, এ পড়েন। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাঁহার শরীর বড়ই রুগ্ন ছিল ; সুতরাং অসুস্থতা জন্য পড়া শুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কলেজ পরিত্যাগের পর তিনি কয়েক বৎসর তৎকালীন প্রসিদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়ী বি, বড়ুয়ার নিকট থাকিয়া ব্যবসা কার্য্যাদি শিক্ষা করেন—কিছুদিন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ যোগেশচন্দ্রের ব্যবসাকার্য্যাদি ও পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার সততা এবং কার্য্যতৎপরতার বিষয় উক্ত বি. বড়ুয়া কথাপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ইংরাজ কাষ্ঠ ব্যবসায়ী বি, টি, টি, কোংর ম্যানেজার মিঃ হুইফিন সাহেবকে বলেন। এজন্য উক্ত সাহেব সুরেশবাবুকে আহ্বান করিয়া প্রথমে কয়েক মাসের জন্য ১৯১২ অব্দে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই সাহেব তাঁহার সততা, একাগ্রতা এবং কার্য্যতৎপরতায় এতদূর সন্তুষ্ট হয়েন যে তিনি তাহাকে কোং'র বোনাই ষ্টেটের বৃহৎ জঙ্গলের কণ্ট্রাক্ট কার্য্য দেন এবং তাহা হইতেই তিনি স্বাভাবিক সততা এবং চরিত্র বলে উন্নতি লাভ করেন। এক্ষণে কয়েক বৎসর হইতে তিনি নিজেই স্বনামে জঙ্গলের পাট্টা লইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং তিনি বি, এন্, রেলওয়ে ইষ্টার্ণ গ্রুপের একজন বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর। বামড়া বোনাই প্রভৃতি অনেক রাজ্যের সামন্ত নৃপতিবৃন্দ তাঁহার বিবিধ সদ্গুণের জন্য তাঁহাকে

বিশেষ শ্রদ্ধা এবং প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী খরিদ করিয়া আমূল জীর্ণ সংস্কার এবং তাহার উপর গৃহাদি নিম্মাণ করিয়া তাহাতে সময়ে সময়ে বাস করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র ও পৌত্র ধনী মাড়োয়ারীর নিকট এই বাটী বন্ধক রাখিয়াছিলেন এবং পরে ঐ ঋণ হেতু এই বাটী মাড়োয়ারিরই হস্তগত হয়। সুরেশবাবু এই বাড়ী অ-বাঙ্গালীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিয়াছেন।

১৯২৩ অব্দে বামড়ায় পর্ব্বতময় রাস্তায় নিজের মোটর চালাইতে পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া মোটর উল্টাইয়া যায় এবং তাঁহার দক্ষিণ পদ খঞ্জ হইয়া যায়। সেই সময় হইতে তাঁহার বিস্তৃত কারবারের অনেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ জন্য তাঁহার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুধিষ্ঠির প্রসাদ দাসের উপর নির্ভর করিয়া স্বয়ং অনেক সময় কলিকাতার বাটীতে অবস্থান করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির প্রসাদ কটক বাজপুরবাসী উড়িয়া হইলেও সুরেশচন্দ্রের প্রতি বিশ্বাসী। সুরেশচন্দ্রের শিক্ষার গুণে যুধিষ্ঠির প্রসাদের অমায়িকতা, নির্ব্বিরোধিতা এবং সততায় সকলেই সন্তুষ্ট।

সুরেশচন্দ্রের দুই পুত্র এবং চারি কন্যা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শম্ভুচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শ্রীমান্ সমরেশচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্র ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বামড়ায় জন্মগ্রহণ করেন—এক্ষণে স্কুলের ছাত্র। সমরেশচন্দ্র এখনও শিশু। সুরেশচন্দ্রের প্রথমা কন্যার বিবাহ হুগলি বলাগড় নিবাসী প্রসিদ্ধ কুলীন ৺শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এবং মধ্যমা কন্যার বিবাহ ঢাকা জিলার দিঘলিয়া গ্রাম বাসী, মৈমনসিংহ সরিষাবাড়ীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ ভবনীমোহনের সহিত হইয়াছে। অপর দুই কন্যা এখনও অপ্রাপ্ত বয়স্কা এবং অবিবাহিতা। ইঁহাদের বংশে কৌলিন্য মর্য্যাদা পূর্ব্বাপর এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে।

সুরেশচন্দ্রের পিতা যদুনাথের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। তথায় ২৫ বৎসর অধ্যাপকতা করিয়া সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শশধরের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কুমার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্ সি পাটনা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক; সম্প্রতি "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র অনাদিনাথ এম্ এ পাশ করিয়া এক্ষণে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে ব্রতী আছেন। শশধর বিবাহ করেন ভাগলপুরে তেজ-নারায়ণ জুবিলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, শান্তিপুর নিবাসী ৺হরি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে।

বংশলতিকা

পিতৃবংশ

কান্যকুব্জাগত শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২৭শ পুরুষ।

দুই কন্যা
অমৃত
নৃসিংহ
শচীন্দ্র
অমর নাথ
কিশোরী
ধন
কৃষ্ণ
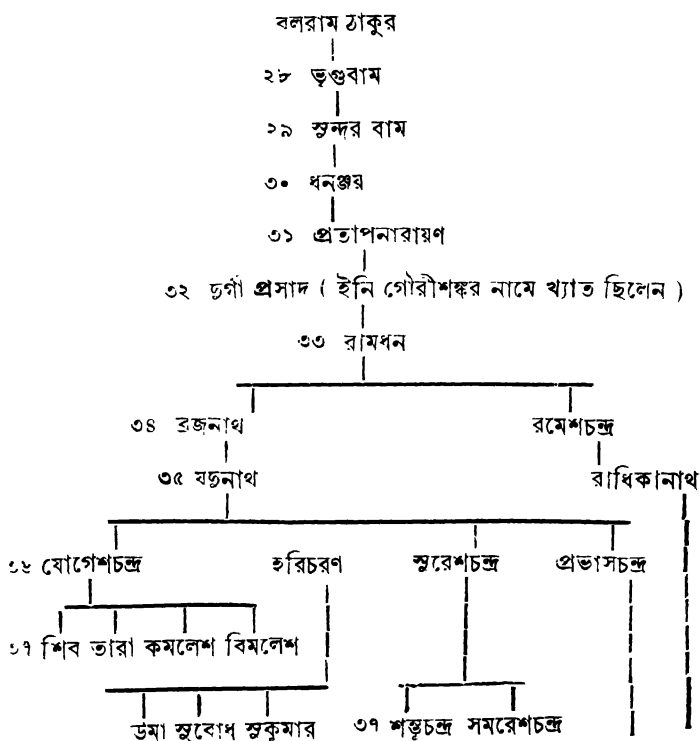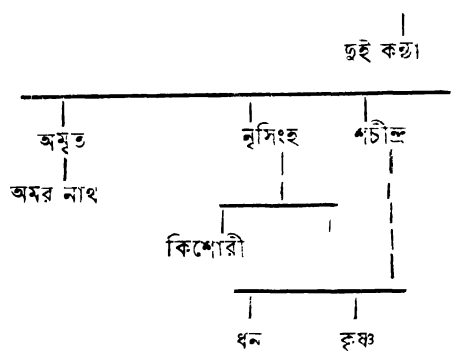
মাতৃবংশ

মহারাজাধিরাজ আদিশূরের যজ্ঞে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের অধস্তন ১২শ পুরুষ যদুনাথ বিদ্যালঙ্কারের তিন পুত্র— জ্যেষ্ঠ গোপালের পুত্র প্রসিদ্ধ কুমুদ ন্যায়বাগীশ (১৪) তৎপুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ (১৫) ইনিই নবদ্বীপাধিপতি রাজা রুদ্র রামকে দীক্ষা দেন এবং ১ম রাজগুরু। তৎপুত্র কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ (১৬) পৌত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (১৭) প্রপৌত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার (১৮) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু। রামভদ্র, রামগোপাল, রামকেশব এবং রামশরণ এই চারি সহোদর যথাক্রমে বহির্গাছি, ধর্ম্মদা, বাঘআচড়া এবং সিমলাবাসী। রামভদ্রের ভ্রাতা রামগোপালের ৫ পুত্রের অন্যতম পুত্র রামরুদ্রের কন্যাকে সুরেশচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ দুর্গাপ্রসাদ (গৌরীশঙ্কর) বিবাহ করেন। রামভদ্র প্রমুখ রাম রাম তর্কবাচস্পতি (১৯) তৎপুত্র রামশঙ্কর (২০) রামশঙ্করের তিন পুত্র রুক্মিণীনাথ শিরোমণি, রাধানাথ ন্যায়পঞ্চানন এবং রুদ্রনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি (২১) এই পর্য্যন্ত যিনি যে বিদ্যায় পারদর্শী তদনুযায়ী উপাধি-লাভ করিতেন।
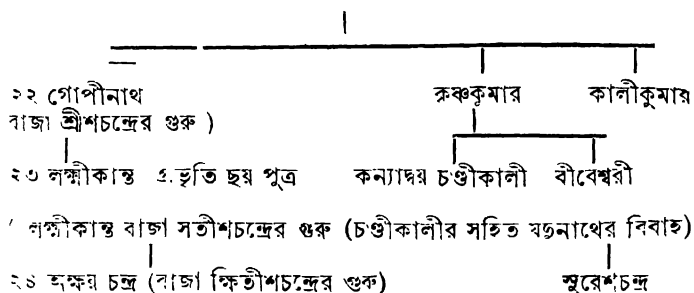
রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ও বংশবিবরণ

রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে ইং ১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন ইঁহার পিতৃদেবের নাম স্বর্গীয় রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতৃদেবীর নাম স্বর্গীয়া মহামায়া দেবী।

এতদ্দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ না থাকায় মহারাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাধা করিবার মানসে কান্যকুব্জ হইতে যে বেদ-পারগ পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাপণ্ডিত ভট্টনারায়ণ বা বাণভট্ট অন্যতম। রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ উক্ত পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ভট্টনারায়ণেরই বংশধর।

যোগেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসগৃহ হুগলী জেলার বৃটীশ চন্দননগরের গড়বাটী অঞ্চলে। বহুকাল হইতে যোগেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দন-নগরেই বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। সেই সময় ঐ অঞ্চলে অনেক সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারেব বসবাস ছিল। যোগেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সকলেই নিষ্ঠাবান ও কৌলিন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের সকলেই তাঁহাদের ভক্তি ও সম্মান করিত। তাঁহারা কেহই চাকুরীজীবি ছিলেন না। সকলেই স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতেন এবং দোল, দুর্গাপূজা প্রভৃতি সদনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কয়েকটী বিখ্যাত নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা:—(১) স্বর্গীয় মহাত্মা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি দর্শনশাস্ত্রের প্রথম এম. এ, উপাধিধারী.

রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার ডাফ্ কলেজের (Duff College) দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্ভোকেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন। (ইনি যোগেন্দ্রের মাতা মহামায়া দেবীরও সম্পর্কে পিস্তুতো ভ্রাতা হইতেন) যাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কবরস্থানে বাঙ্গালার লেফ্টান্যাণ্ট্ গভর্ণর স্যার এণ্ড্রুফ্রেজার (Sir Andrew Fraser, Late Lieutenant Governor of Bengal) মহোদয় ও কলিকাতার বিশিষ্ট এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। (২) তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র স্বনামধন্য পুরুষ স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ইউরোপে প্রথম বেদান্ত প্রচারক, "সন্ধ্যা" পত্রিকার সম্পাদক এবং দেশসেবাব্রতের বিরাট যাজ্ঞিক ছিলেন। উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে মকর্দ্দমার সময় ইনি ক্যাম্বেল্ হাঁসপাতালে অন্ত্র-বৃদ্ধিরোগে ইং ১৯০৭ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। (৩) স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ইনি স্বদেশীযুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী এবং বিখ্যাত "হিতবাদী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। (৪) বালী নিবাসী স্বর্গীয় রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (শান্তিরাম নামে অভিহিত)। পাতিয়ালা মহারাজার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, তৎকালীন বালী-মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার-ম্যান ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের পিতা রামলাল চন্দননগরেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যোগেন্দ্র-নাথের মাতামহ মহাশয় তাঁহার সদ্যবিধবা এবং অন্তঃসত্বা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে চন্দননগর হইতে নৈহাটীর নিজ বাটীতে লইয়া আসেন। উহারই ২।১ মাস পরে একাদশীর উপবাসাবস্থায় মাতামহ গৃহে যোগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

মাতামহ পরিচয়

নগেন্দ্রনাথের মাতামহের নাম স্বর্গীয় শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ইনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাধ্যক্ষ, বিখ্যাত শঙ্কর হইতে ৭ম পুরুষ; তিনি মোগল সম্রাট আকবরের সহিত যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন (বংশপরিচয় দ্রষ্টব্য)। ইংরাজেরা যখন বাঙ্গালায় রাজত্বশাসনের জন্য কলিকাতায় মিলিটারী বোর্ডের (Military Board) সৃষ্টি করেন, তখন শ্রীনাথ বাবু উক্ত বোর্ডের একজন বিখ্যাত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অতিশয় সাত্ত্বিক ও চরিত্রবান, পরহিতকারী ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি গ্রামের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্য সমূহের জনসাধারণের নিকট "বড়কর্ত্তা" নামে অভিহিত ও খ্যাত ছিলেন এবং সেই জন্য তাহার বাসগৃহকেও সকলে "বড়বাড়ী" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেন। তিনি ৮২ বৎসর বয়সে পত্নী, ৩টী পুত্র, ২টী কন্যা ও বহু পৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি জ্ঞানোদয় হইতে মৃত্যুকালাবধি কোনও প্রকার রোগযন্ত্রণাদি ভোগ করেন নাই, এমন কি, মৃত্যুর ১৫ মিনিট পূর্ব্বেও কোনও রোগাদি পরিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই বিশেষ কৃতিবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। (১) শ্রীনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় গভর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারী (Stamp & Stationery) অফিসের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিণী সাহেব যখন কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিকের প্রচার কার্য্যের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করেন, সেই সময় উমাচরণ বাবু তাঁহার একজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করায় তৎকালে বিনামূল্যে দাতব্য চিকিৎসা করিতেন। তিনিও পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক

রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পরিবারবর্গ

দণ্ডায়মান—বামদিক হইতে—দৌহিত্র বীরেন্দ্রনাথ, ২য় পুত্র সনৎপ্রসাদ, (ক্রোড়ে পুত্র রমাপ্রসাদ), ৩য় পুত্র জাহ্নবী প্রসাদ, ১ম পুত্র ক্ষেত্রপ্রসাদ, দৌহিত্র সরোজকুমার ও নির্ম্মলকুমার। (চেয়ারে উপবিষ্ট বামদিক হইতে)—২য় পুত্রবধূ শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী, ১ম পুত্রবধূ শ্রীমতী অনিলা দেবী, রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ, সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নলিনা দেবী, কন্যা শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী, কন্যা শ্রীমতী কনকলতা দেবী (ক্রোড়ে ঐ কন্যা দীপ্তি)। উপবিষ্ট বামদিক হইতে—কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিপ্রসাদ, কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা, দৌহিত্রী তৃপ্তিকণা, পৌত্র শ্যামাপ্রসাদ, পৌত্রী তুষারকণা, দৌহিত্র দেবেশ, কন্যা শ্রীমতী মায়ালতা, কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী তরুলতা।

ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রদ্ধেয় রায় সাহেব প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (Late Registrar of Assurances Calcutta & now President, Registration Association, Bengal.) কলিকাতার রেজেষ্ট্রী অফিসের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার ছিলেন এবং এখন বঙ্গীয় রেজিষ্ট্রেশন্ এসোসিয়েশনের সভাপতি। ইনি এখন তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান পার্ব্বতী কিঙ্করের সহিত ভবানীপুরে ১৩৪নং হরিশমুখার্জ্জী রোডস্থ নিজ বাসভবনে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমান পার্ব্বতীকিঙ্কর কলিকাতায় পোর্টকমিশনারদিগের এষ্টেটের বর্ত্তমান সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। (২) স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনাথ বাবুর মধ্যম পুত্র। যখন ইংরাজেরা প্রথম আসামের রাজধানী শিলংএ স্থাপিত করেন এবং শিলং ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চল যখন Non Regulated Province অর্থাৎ পুলিসের হাতে ন্যস্ত ছিল সেই সময় ইনি আসাম পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারল্ অফিসের প্রথম বড়বাবু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তৎকালে তিনি শিলংএ বহু বাঙ্গালী ও অন্যদেশীয় ব্যক্তিগণকে চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন। শিলংএর প্রথম বাঙ্গালী থিয়েটার তাঁহারই অপূর্ব্বকীর্ত্তি। নগেন্দ্র বাবুর তৃতীয় পুত্র জনপ্রিয় ডাক্তার রায় সাহেব গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমানে গার্ডেনরিচস্থ বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে হাসপাতালের প্রধান বাঙ্গালী চিকিৎসক। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ ও উক্ত রেলওয়ের একজন এম, বি, ডাক্তার। (৩) স্বর্গীয় শ্রীনাথের কনিষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের (Public Works Deptt.) একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের জরিপ, চাঁদপুর রেলওয়ের প্রথম

নির্ম্মাণ কার্য্য ও ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দক্ষিণ বেহারের জরীপের কার্য্য শেষ করিয়া ২৪ বৎসর বয়ক্রম কালে Secretary of Stateএর নিকট হইতে Covenant পাইয়া ইং ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় গমন করেন ও সেখানে Uganda Railwayর একাউণ্ট্যাণ্টএর পদে নিযুক্ত হন। পরে গত মহাযুদ্ধের সময় উক্ত রেলওয়ে সমর বিভাগের অধীনে চলিয়া যাইলে ইনিও উক্ত আফিসে সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হন। গত ইং ১৯১৬ সালে ছুটী লইয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিসহ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েকমাস নিজ বাটীতে অবস্থানের পর স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণকে নৈহাটীতে রাখিয়া পুনরায় আফ্রিকায় গমন করেন এবং টাংগা-অসাম্বরা প্রদেশের Pay-Master নিযুক্ত হন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং ঐ সময় স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া নৈহাটীর বাটীতে ফিরিয়া আসেন। যুদ্ধের সময় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ৩টী বিশেষ পদক প্রাপ্ত হন।

যোগেন্দ্রনাথের পিতা রামলাল একাধিক বার দার-পরিগ্রহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তিনটী পুত্র সন্তান হয়, তন্মধ্যে দুইটী তাঁহাদের জীবদ্দশায়ই অতি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রথমা স্ত্রীর জীবিত পুত্র সন্তানের নাম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পিতার মৃত্যুর পরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের মালদহ জেলার তুলসীহাটা থানার ভারপ্রাপ্ত প্রধান সাব্ইন্স্পেক্টর্ পদে নিযুক্ত থাকাকালীন হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া উক্ত থানায় প্রাণ-ত্যাগ করেন। ইনি শৈশবাবস্থা হইতে বরাবরই জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহাদের সহিত পিত্রালয় চন্দননগরেই বসবাস করিতেন। এখনও তাঁহার একটী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান আছে। যোগেন্দ্রনাথের প্রধান জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী মাত্র পুত্র শরৎচন্দ্র বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি কয়েক বৎসর পেন্সান ভোগ করিয়া

পরিণত বয়সে পুত্রকন্যা বিহীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চন্দননগরের হিন্দু সমাজের একজন খ্যাতনামা 'দলপতি' ছিলেন। রামগোপালের প্রথম পুত্র স্বর্গীয় যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ই, আই, রেলওয়ের তারকেশ্বর শাখার প্রথম বাঙ্গালী Permanent Way Inspector নিযুক্ত হন এবং বরাবরই উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারও কোনও পুত্রকন্যাদি হয় নাই। যদুনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় একজন কণ্ট্রাক্টর্ ছিলেন। তিনি একমাত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহারা সকলেই চন্দননগরে বসবাস করিতেন।

রামলাল নৈহাটীতে উক্ত বিশিষ্ট, প্রতিপত্তিশালী ও কুলীন চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়দিগের গৃহে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ইঁহারই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম স্বর্গীয়া মহামায়া দেবী। মহামায়ার ২টী পুত্র ও ১টী কন্যা জীবিত থাকেন। প্রথম কন্যার নাম শ্রীমতী দামিনী দেবী, ইনি অল্প বয়সে বাল-বিধবা হইয়া মাতাপিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদের নিকটে অবস্থান করিতেন এবং প্রাপ্ত বয়সে পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মহেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠের নাম যোগেন্দ্র নাথ।

রামলালের পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতুলালয় হইতেই লেখাপড়া করিতে থাকেন। তিনি বিদ্যালয়ের মধ্যে অত্যুত্তম ছাত্র ছিলেন এবং বরাবরই ক্লাসের মধ্যে পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী, তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর যোগেন্দ্রনাথকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। যখন তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছিলেন, সেই সময় ১৪ বৎসর বয়সে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুলের সামান্য তিরস্কারে

বাটী হইতে মুলতানে পলাইয়া যান ও শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন এবং শ্বশুর মহাশয়ের পরিচিত একটী পাদ্রী সাহেবের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন। ইহার কয়েক মাস পরেই কাবুলীদিগের সহিত ইংরাজদের বিখ্যাত "কাবুল যুদ্ধ" আরম্ভ হয়। তখন মহেন্দ্রনাথ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাদ্রী সাহেবের সুপারিশে সামরিক বিভাগে চাকরী সংগ্রহ করেন এবং পেশোয়ার, ল্যাণ্ডিকোটাল ও কাবুল প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে যুদ্ধ বিরতির পর ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ ৪ বৎসর পরে কলিকাতার Right Field Accounts office এর সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে মাতা মহামায়া তাঁহার স্ত্রী-ধন অর্থে পিতৃগৃহের সংলগ্ন একটী আত্মীয়ার বাটী ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি সমূহ ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই বাটীতে মহেন্দ্র নাথ সপরিবারে মাতা, ভগ্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথের সহিত অবস্থান করিতে থাকেন। এই বাটী ও ভূসম্পত্তি প্রভৃতি পরে যোগেন্দ্রনাথ উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করেন; বর্ত্তমানে উক্ত গৃহটী বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং নানারূপ সংস্কার দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হইয়াছে। কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উক্ত সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন ও বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার মানসে মধ্যম মাতুল অর্থাৎ নগেন্দ্র বাবুর নিকট শিলং পাহাড়ে গমন করেন। সেই সময়ই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথম জরীপ আরম্ভ হয়। মহেন্দ্রনাথই উক্ত রেলওয়ের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের প্রথম বড়বাবুর পদে নিযুক্ত হন এবং স্ত্রী কন্যাদি লইয়া গিয়া নগেন্দ্রবাবুর বাটীর সম্মুখে নিজ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বসবাস করিতে থাকেন; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নগেন্দ্রবাবু যেমন পুলিশের বড় বাবু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ মহেন্দ্রনাথও অত্যল্পকাল মধ্যেই শিলং এ রেলওয়ের 'বড়বাবু' বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

তিনিও স্বদেশীয় অনেককেই উক্ত রেলে চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার স্ত্রী ইহুদীগণের ন্যায় সুশ্রী, অতিশয় সুন্দরী, শিষ্টাচারিণী ও গুণবতী ছিলেন এবং বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়া ও সম্মানিতা হইয়া উঠেন। মহেন্দ্রনাথেরও কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার তিনটী কন্যা ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী নরেন্দ্রবালা এখনও জীবিতা আছেন।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের জরীপ শেষ হওয়ার পর উক্ত রেলওয়ের তৎকালীন চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার J. W. Buyers সাহেব মহেন্দ্রনাথের উপর অফিসের সমস্ত ভার দিয়া বর্ম্মা রেলওয়ের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মদেশে গমন করেন। মহেন্দ্রনাথ কিছুদিন শিলংএ থাকিয়া সরকারী আসবাব্ পত্র, তাঁবু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিতে নিলামে বিক্রয় করিয়া দেন এবং বর্ম্মা রেলে বদলী হইয়া যাইবার পূর্ব্বে নৈহাটীর বাটীতে আগমন করেন ও কয়েকদিন অবস্থান করিবার পর ব্রহ্মদেশে গমন করেন। কিছুকাল বর্ম্মা রেলে চাকরী করিবার সময় কলিকাতায় মিলিটারী একাউণ্টস্ অফিসে একটী স্থায়ী অডিটারের পদ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন ও কলিকাতায় উক্ত অফিসে কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার নৈহাটীতে স্ত্রী বিয়োগ হয় ও বিশেষ অসুখ হওয়ায় শরীর ভগ্ন হইয়া যায়—এমন কি, পুনরায় উক্ত সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। কয়েক মাস পরে একটু সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের চট্টগ্রাম শাখার পুনঃ জরীপ আরম্ভের সময় উক্ত রেলওয়েতে চাকরী সংগ্রহ করিয়া চট্টগ্রামে গমন করেন ও সেইখানে জরীপ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সুনামের সহিত কর্ম্ম করিতে থাকেন। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর তিনি পুনরায় উক্ত রেলওয়ের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে বড় বাবুর পদে নিযুক্ত হইয়া গৌহাটী অঞ্চলে

গমন করেন এবং সেখান হইতে পদোন্নতি হইয়া এজেণ্ট অফিসের বড়বাবু নিযুক্ত হইয়া শিলংএ পুনরায় আগমন করেন। শিলংএ কিছুকাল কার্য্য করিবার সময় শিলংএ P. W. D. Secretariate office এর Head Asst. এর পদ শূন্য হওয়ায় তৎকালীন সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন ও সেখানে কিছুদিন চাকুরী করিবার সময়ে হঠাৎ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, অসুস্থ শরীরে নৈহাটীর বাটীতে প্রত্যাগমন করেন এবং কয়েক দিন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৩৩ বৎসর বয়ক্রম কালে একমাত্র ভ্রাতা, বিধবা ভগ্নী, ৩টী নাবালিকা কন্যা ও বহুআত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে ইহলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দুইটী কন্যার বিবাহ দিয়া যান, আর অবিবাহিত কন্যাটীর বিবাহ তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা যোগেন্দ্র নাথই সুসম্পন্ন করেন।

জন্মাবধি যোগেন্দ্রনাথ মাতা, ভগ্নী ও ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের সহিত মাতামহ গৃহে সকলের বিশেষ যত্নে লালিত পালিত হন। প্রথমে স্থানীয় কৃষ্ট মুন্সীর বিদ্যালয়ে (St. Stephen's Mission School নামে অভিহিত) পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন এবং কিছুকাল পরে কলিকাতার ডাফ্ সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া মাতুল পুত্রদের সহিত কলিকাতায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় ইঁহার অগ্রজ মহেন্দ্রনাথ কর্ম্মস্থল পূর্ব্বপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে নৈহাটীতে আগমন করেন এবং যোগেন্দ্রনাথকে বাটীতে আনাইয়া হুগলী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন; ইহার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্রনাথের উপনয়ন কার্য্য পৈতৃক গৃহ চন্দননগরেই সম্পন্ন হইয়াছিল। এখনও সেখানে পৈতৃক বাটী ও অনেক ভূসম্পত্তি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে ইঁহারা ৺দুর্গাপূজা ও অন্যান্য পর্ব্বাদি উপলক্ষে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং এখনও যোগেন্দ্রনাথ আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাকেন। হুগলী কলেজে

কয়েক বৎসর পাঠাভ্যাসের পর যোগেন্দ্রনাথ প্রথম ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার মানসে অগ্রজের নিকট শিলং এ গমন করেন। মহেন্দ্রবাবু তখন শিলংএ নিজ বাটীতে স্ত্রী-কন্যাসহ বসবাস করিতেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ দুই একমাস পরে একটু সুস্থ হওয়ার পর মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে শিলংএর মিশনারী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন ও কিছুকাল উক্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে থাকেন। তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। সেখানে বার্ষিক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এই সময়েই নৈহাটীতে হঠাৎ ইঁহাদের মাতৃবিয়োগ হয়, সেজন্য ইঁহারা কেহই মাতৃবিয়োগের সময় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মাতার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া শিলংএ সম্পন্ন করিয়া নৈহাটীর বাটীতে ২ জন ভ্রাতার মধ্যে একজনের অবস্থান বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, যোগেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃজায়া ও তদীয় কন্যাদের লইয়া নৈহাটীতে আগমন করেন এবং হুগলী কলেজের বিভাগীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। শারীরিক ও মানসিক বিপর্য্যয়ে ঐ বৎসর (অর্থাৎ Jubilee year, 1887.) পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হন এবং দুই একমাস পরেই উক্ত বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়া Chinsurch Free Church Institution এ উক্ত শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতেই ইং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যোগ্যতার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং জয়পুরের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী খ্যাতনামা স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরাজী রচনার জন্য প্রদত্ত পুরস্কার ঘোষিত হওয়ায় যোগেন্দ্রনাথ উক্ত বিদ্যালয় হইতে "স্বর্ণ জুবিলী" রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কলিকাতা ডাফ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ Rev. Mr. Hector সাহেবের নেতৃত্বে বিশেষ গৌরবের

পারিতোষিক লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিবার পর পুনরায় হুগলী কলেজের এফ, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন ও সেখান হইতেই ইং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইঁহার সহপাঠীদের মধ্যে কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিলাতের ভূতপূর্ব্ব হাই কমিশনার স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বরিশালের ভূতপূর্ব্ব জেলা ও দায়রা জজ্ এবং বর্ত্তমান হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সাধু, এম, এ, বি, এল, শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজ্, স্বর্গীয় আশুতোষ পাল, এম, এ, বি, এল, শ্রীহট্টের জেলা ও দায়রা জজ্, রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর, ডেপুটী একাউণ্ট্যাণ্ট্ জেনারেল স্বর্গীয় দীননাথ দত্ত, কলিকাতার Messrs Fox & Mandal Companyর স্বত্বাধিকারী ও এটর্নি, স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র মণ্ডল, প্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব Chemical Examinar রায় বাহাদুর ডাক্তার হীরালাল, সিংহ Asstt. Director Genecal of Post Offices, রায় মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, Chandausi Collegeএর ভূতপূর্ব্ব Principal, স্বর্গীয় রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা Ripon Collegeএর ভূতপূর্ব্ব Principal, ও নৈহাটী বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ রায়, এম, এ, কলিকাতা হাইকোর্টের Advocate, হালিসহর মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তের খুল্লতাত, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, শ্রীযুক্ত দাশুরথি দত্ত ও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী ভট্টপল্লী নিবাসী রায় তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর প্রভৃতি সকলেই ইহাঁর সহপাঠী ছিলেন।

হুগলী কলেজের পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্রনাথ

স্থানীয় গরিফা গ্রামের মধ্যে ইংরাজী বিদ্যালয়ে (Garifa Middle English School) শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং কয়েক মাস পরেই উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। এই সময়েই তাঁহার উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাতে যাইবার কথাবার্ত্তা হইতে থাকে; কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় ভ্রাতার জীবনসংশয় পীড়া উপস্থিত হওয়ায় সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং, তিনি বাধ্য হইয়াই ইং ১৮৯৩ সালের ৫ই জুন তারিখে কলিকাতার Examiner of Public Work Accounts office এ প্রথম সরকারীকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সেইখানেই অডিটারের (Auditor) পদে কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময়ে দুরদৃষ্ট বশতঃ ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়াতে ইহাঁর সামান্য বেতনের উপর বৃহৎ সংসারের সমস্ত ভারই অর্পিত হয় এবং তাঁহার পক্ষে এই সময়েই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক অল্পকাল পরেই যখন উক্ত সরকারী অফিস Accountant General Bengal এর সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় সেই সময় হইতেই চাকুরীর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক কষ্টের বহুল পরিমাণে লাঘব হয়! তিনি বরাবরই উক্ত অফিসের মধ্যে নির্ভিক, সৎসাহসী ও সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন, তজ্জন্য তিনি উক্ত অফিসের Senior Representative নির্ব্বাচিত হন। তিনি একমাত্র প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে অফিসের সমস্ত কর্ম্মচারিগণের অভাব অভিযোগ বড় সাহেবদের নিকট জ্ঞাত করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বড় সাহেবগণ তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং অফিসের কোনও কর্ম্মকর্ত্তা বা বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিগণ যথা· Late Auditor General, Sir Frederick Gauntl Mett, Late Finance Minister, Sir Malcolm Hailey (যিনি এখন প্রাদেশিক লাটের কার্য্য করিতেছেন) প্রভৃতি

অফিস পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিলে যোগেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের নিকট পরিচয় করাইয়া দিতেন এবং তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। তিনি ৩৩ বৎসর সুনামের সহিত উক্ত Accountant General Bengal অফিসে কর্ম্ম করিবার পর ১৯২৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং বিদায়কালে অফিসের সহকর্ম্মীরা যোগেন্দ্রনাথকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন ও বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ যেরূপ উদার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগের অনুরাগ তাঁহার হৃদয়ে প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে থাকেন এবং সেই সময় হইতে অদ্যাবধি বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি কলিকাতায় কর্ম্ম করিবার কালে উক্ত চিকিৎসায় সুনাম অর্জ্জন ও রোগ যন্ত্রণার যথাসাধ্য উপশম করিবার মানসে অফিসের ছুটীর পরও দুই তিনঘণ্টাব্যাপী হোমিও-প্যাথিক কলেজে (Presidency Homoeopathic Medical College, Calcutta) শিক্ষা করিতেন এবং উক্ত কলেজ হইতে H. L.M. S. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। যোগেন্দ্রনাথ উক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং সেজন্য তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটী যখন ১০ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল, সেই সময় অল্প বয়সে জনসাধারণের আগ্রহে ইং ১৮৯৭ সালে নৈহাটী-কাঁঠাল-পাড়া ওয়ার্ডে যোগেন্দ্রনাথ প্রথম কমিশনার পদের প্রার্থী হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অকৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত আকাঙ্খা আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটী বিভক্ত হইবার পর পুনরায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নিজের ও জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টায় নৈহাটী ওয়ার্ডে প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হন এবং দেশের ও দশের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। সেই অবধি মধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত

(১৯১৯-২২) বরাবরই উক্ত কমিশনার পদে নির্ব্বাচিত ও এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের সময় হইতেই মিউনিসিপ্যালিটী উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে এবং ইনিও দেশের উন্নতিকল্পে প্রাণপণে সাহায্য করিতে থাকেন। মিউনিসি-প্যালিটীর তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার জনহিতকর কার্য্যের জন্য সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহার নামানুসারে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীতে "যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড" নামে একটী নূতন রাস্তার নামানুকরণ করেন। গত ইং ১৯১১ সালে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন রাস্তা সমূহে প্রথম কলের পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য ব্যবস্থা করেন সেই সময় গৌরিপুর কোম্পানির ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার ও তৎকালীন চেয়ারম্যান্ (Mr. S. H. Ashworth) সাহেব নিঃস্বার্থপরতার জন্য পুরস্কার হিসাবে ও আনন্দ সহকারে যোগেন্দ্রনাথের বাটীতে জল সরবরাহের নিমিত্ত প্রথম House Conne tion প্রদান করেন। তখন রাস্তায় জল সরবরাহ ব্যতীত সাধারণ করদাতাগণের বাটীতে জল সরবরাহ করিবার পৃথক কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে অর্থাৎ যখন পৃথক ভাবে লাইসেন্স অফিসারের (License Officer) পদ নূতন করিয়া স্থষ্টি হয় সেই সময় হইতেই ইনি উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদেই নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে যখন বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন (The Bengal Municipal Act 1932) বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত ও প্রচলিত হয়, সেই সময় অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইনি মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান পদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হন এবং তদবধিই উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন, মধ্যে মধ্যে চেয়ারম্যানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে অনেকবারই চেয়ার-ম্যানের কার্য্য করিয়া থাকেন। গত ১৯১৮ সালে ইনি স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটীর একটী প্রথম ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাসে

মিউনিসিপ্যালিটীর সৃষ্টি হইতে অর্থাৎ ইং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইং ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য ও দেশের তথ্যাদি এবং মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণাদি উক্ত ইতিহাসে সন্নিবেশিত করেন এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর ইং ১৯৩২-৩৩ সালের বার্ষিক বিবরণীর সহিত উক্ত ইতিহাস পুনরায় পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ইনি বহুকাল হইতে মিউনিসিপ্যালিটীর ও জনহিতকর সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী কমিটী সমূহের সভ্য ও সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও এখনও আছেন। ইহার মধ্যে কয়েকটী কমিটীর নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

Member, Charitable Dispensary Committee, Naihati, member, Puri Lodging House commitee, (Now abolished) Vice President, Adhatta Road commitee, member Excise Licensing Board, Barrackpore, member, Inter H. E, School Sports & other Competitions Barrackpore Sub Division, President, Garifa United Sporting Club, Executive member, Protap Chandra Memorial Girls School, President, Narayan Bani Mandir., Executive member, Bankim Sahitya Sammilani & Bankim Pathagar, Naihati, Vice President Reception Committee, All Bengal Literary Conferenc, 14th Sessions held at Naihati on 20th June 1923 (এই অধিবেশনে বৰ্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন) Late Member & Secretary Naihati Mahendra H. E. School. Working Committee member, "Silver Jubilee' Celebration Committee of the Barrackpore Sub-Division, President, Local Jubilee Celebration

Committee & appointed Associated member of the All Bengal Municipal Association which was held recently at the Howrah Town Hall.

যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই দেশের জনসাধারণের উন্নতিকল্পে অনেক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। বহুকাল হইতে স্থানীয় জুট্‌ মিলের সাহেবদের ও কোম্পানির কলিকাতাস্থ অফিসের ইউরোপীয়ান কর্ম্ম-কর্ত্তাদের নিকটে বিশেষরূপ পরিচিত ও বন্ধুভাবে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে ইনি উক্ত ইউরোপীয়ানদের অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন উচ্চপদস্থ হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব ভারতের বড়লাট মহামান্য লর্ড আর্‌উইনের্‌ Private Secretary মাননীয় Sir George Cunningham, C.S.I., K.C.I.E. I. C. S., মহোদয় N. W. F. Provinceএর Governor হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে উক্ত প্রদেশের Home member হইয়া পেশোয়ারে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান ও গৌরীপুর মিলের ম্যানেজার Mr. Charles Cunningham, সাহেব যিনি গত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় নিহত হন, তিনি যোগেন্দ্রনাথের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সেইজন্য পরলোকগত ভ্রাতার শিক্ষক ও বন্ধুহিসাবে Sir Cunningham সাহেব ইঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এমন কি ইঁহার বাটীতে সপরিবারে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ আসিতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ইঁহাকে দিল্লী হইতে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন সেই পত্র ও তৎসহ তাঁহার আরও কয়েক খানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

True Copies

Private Secretary's Office.

D. O. 120. 497-G M.
The Vicerory's House, New Delhi.
15th January 1931.

Dear Rai Sahib,

I was very sorry that we were not able to come out and see you in Naihati before we left Calcutta. Our last few days there were however so busy that we really had not a moment to spare.

It was a great pleasure seeing you in Calcutta and hearing all about my brother. I know how very fond he was of Naihati and of all its people.

With all goods wishes. I hope that some day we may meet again.

Yours sincerely.
Sd/- G. Cunningham.

Governor
N. W. Frontier
Province.

Government House,
Peshawar.
17th November, 1232.

Dea Rai Sahib,

Thank you very much for your telegram of the 16th November and for all your good wishes. It was very good of you to think of sending me a message of congratulation and I appreciated it very much.

Your sincerely,
Sd/- G. Cunningham.

Rai Sahib
Jogendra Nath Benerjee,
Hony. Magistrate,

Government of the
N. W. Frontier Province.

Civil Secretariate,
N. W. Province,
Nathiagali.
5th October, 33.

Dear Rai Saheb,

Thank you very much for your letter of 30th September and for sending me the Report of the Naihati Municipality. I have read it with very much interest, especially as it goes back to the beginning of the history of Naihati and shows what remarkable development has taken place in the last 50 or 60 years I also notice that you have made a reference to my brother's brief Chairmanship.

We have had a very pleasant summer here in our hill station and we also went to Kashmir for 10 days fishing in August which we enjoyed very much. We leave here for Peshawar on Sunday.

My wife and I are both very well and send you our kindest regards.

Yours sincerely
Sd/- G. Cunningham.

7, Commissioner Road.
Peshwar.
N. W. F. P

1st January 1936

Dear Rai Sahib,

Thank you very much indeed for your letter. M wife and I sent you our warmest thanks for it and also for the beautiful copy of the "Imitation of Christ" which you have sent us. We shall always be glad to have it in memory of you.

Yes, I read the Administration Report of the munici-

pality with much interest and saw that you had still been doing your duty manfully.

With best wishes from us both for the New Year.

Yours sincerely,
Sd/- G. Cnnningham.

Rai Sahib J. N. Banerjea,
Jogendra Bhaban., Naihati.

পূর্ব্বোক্ত মিলের ইউরোপিয়ানগণ সকলেই এখনও যোগেন্দ্রনাথকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন এবং তাঁহারাও ইঁহার নিকট হইতে মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংক্রান্ত বিষয়ের সুপরামর্শ পাইয়া আসিতেছেন। ইনি বন্ধুত্বহেতু ইং ১৯২৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে উক্ত সাহেবদের নিকট হইতে গৌরীপুর কোম্পানীর বিখ্যাত বাজারটির কর্ত্তৃত্ব (অর্থাৎ ইজারা) প্রাপ্ত হন। এই বাজারটী এতদঞ্চলের একমাত্র প্রসিদ্ধ বাজার বলিয়া খ্যাত আছে। ইহাতে কলের পানীয়জল, বৈদ্যুতিক আলো ও স্বাস্থ্যবিষয়ক যাবতীয় বন্দোবস্তাদি আছে ও বাজারটি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রতিবৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার নানাবিধ দ্রব্যাদি এই বাজার হইতে বিক্রিত হইয়া থাকে। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে উক্ত বাজার দর্শনকালে তৎকালীন স্বাস্থ্যবিভাগের ডেপুটী কমিশনার (Colonel Clemsha) সাহেব বলিয়াছিলেন "Next to the Crawford market in Bombay the best he had ever seen." বর্ত্তমানে ঐ বাজার হইতে যোগেন্দ্রনাথের পেন্‌সান্ ব্যতীতও বহু আয় হইয়া থাকে এবং ইনিও বাজারের ক্রমোন্নতির জন্য এবং খরিদ্দার ও ব্যবসাদারগণের সুখ সুবিধার দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। প্রত্যহ ধনী ব্যবসাদারগণ কলিকাতা ও সুদূর অঞ্চল হইতে এই বাজারে আসিয়া থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটীর অবসরপ্রাপ্ত ও বর্ত্তমান চেয়ারম্যান্‌গণ যোগেন্দ্র নাথের সমস্ত বিষয়ের প্রতিভা ও দক্ষতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাদের মিউনিসিপ্যাল্‌ বার্ষিক বিবরণীতে ও প্রকাশ্য সভায় ইঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানি উক্তি এতৎসহ সন্নিবেশিত হইল ঃ—

A copy of the extracts regarding the commendations made by the several Chairmen of the Naihati Municipality in favour of Rai Sahib Jogendra Nath Banerjea in the Administration Report of the Municipality for last few years.

1916-17.

"I cannot conclude this report without expressing my appreciation of the assistance which I have received from the Vice-Chairman in particular and the Commissioners, in general. Among the latter Babu Jogendra Nath Banerjea is worthy of special mention in that he has ungrudgingly given a good deal of his time and attention in helping the Vice-Chairman and myself in the work of the Municipality. He is exerting to the utmost in promoting the war loan in this town and in the results so far are creditable to him."

Sd/- J. M. George. Chairman.

4. 6. 17.

1933-34.

Mr. Paterson, the late Chairman, left the following remarks about Rai Sahib during his resignation :—

"I should like particularly to thank Rai Sahib J. N. Banerjea for his loyal and unfailing help in all difficulties and for his valuable advice on all troublesome questions."

"Mr. Paterson had a very high opinion of the worthy Vice-Chairman and commended him at the first meeting of the New Board by dwelling at length on his good attributes, his vast experience and his admirable public spirit and self-sacrifice. I fully endorse the above statement and opinion of my predecessor Major J. D. Patersson, V. D., who has proceeded Home on leave."

Sd/- A. Johnston.
Chairman. 25. 7. 34.

Mr. C. D. Leitch who succeeded Mr. Johnston during his leave remarked the following regarding Rai Sahib and his History of the town :—

"I fully endorse the above statements and opinions of my predecessors and I have much pleasure in adding a little about what I saw of the worthy Vice-Chairman during the short time I have been in the office. Although the Vice-Chairman has been known to me since my arrival in India 23 years ago during which period he has been one of my most valued friends, it is only since becoming a Commissioner of the Municipality that I have seen what is really best in him, namely, his untiring efforts on behalf of the general public and the welfare of Naihati

as a growing Town. During my short term as Chairman he has been a great help to me and I wish him the best of health and all success in life." "What is more interesting is the Municipality's own record and a brief History of the progress so far achieved. The History has been prepared by the worthy Vice-Chairnan Rai Sahib Jogendra Nath Banerjea from various sources. Every country should have its annals recorded and the Commissioners rejoice that Naihati can now really boast of its History. The record testifies to that showing how a poor little malarious village, full of insanitary tanks and dense jungles, affording cover to wild animals, has been transformed into a nice little prosperous and industrial town with its well paved, pucca drains, roads, beautiful buildings, adequate supply of pure drinking water and the electric lighting of the town."

যোগেন্দ্রনাথ উক্ত সদনুষ্ঠান সমূহে জড়িত ও প্রতিপত্তিশালী হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া গত ইং১৯১১ খৃষ্টাব্দে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে নৈহাটীর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঞ্চে তাঁহাকে (Naihati Independent Bench) বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পরেই বিচারাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ইঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ও অন্যান্য বিশেষ ক্ষমতা এবং একাকী বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। গত ইং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে ইনি নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা ও সদয় হৃদয় বিচারক হিসাবে উক্ত বেঞ্চের সভাপতির পদে নিযুক্ত আছেন। বহুকাল যাবৎ ইনি আলিপুর দায়রা আদালতের স্পেশাল

জুরার এবং বহু আদমসুমারির সময় সুপারভাইজাররূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি এখন গভর্ণমেণ্টের একজন "দরবারী"; গত বৎসর ইং ১৯৩৫ সাল হইতে ইনি বারাকপুর সাব্-ডিভিসান্ কোর্টেরও (2nd Class single sitting) অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত অবৈতনিক কার্য্যের জন্য, এই পরিণত বয়সেও ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। গত মহাযুদ্ধের সময় ইনি ভারতসাম্রাজ্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সমর-ঋণ হিসাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত সৈনিকদের জন্য (১,২৫,০০০৲) এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এই ক্ষুদ্র স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বহুবার হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রাক্কালে সহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রাণপণে দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীগণকে আয়ত্বাধীনে আনিবার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং স্থানীয় পুলিস ও বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীগণকে নানাবিধ উপায়ে সুপরামর্শ ও সাহায্য করিয়াছেন। ইনি সেজন্য ইউরোপিয়ান্, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সকলেরই বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। ইনি সাধ্যমত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দানে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত এবং পরদুঃখকাতর। আতুর ও অভাবগ্রস্তগণ কখনও ইঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফেরে না ও অভুক্ত দরিদ্রনারায়ণের সেবায় কখনও অবহেলা করেন না। ইনি বহু সৎ-প্রতিষ্ঠানে, তন্মধ্যে বন্যাসাহায্য ফণ্ডে, গত বিহার ভূকম্প ফণ্ডে, মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের "Silver Jubilee" ফণ্ডে ও জনহিতকর সাধারণ ফণ্ডে বিশেষরূপ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এমন কি, সম্প্রতি কর্ত্তব্য অনুরোধে এবং কলেজের পুরাতন ছাত্র হিসাবে "হুগলী কলেজ শত বার্ষিকি উৎসব ফণ্ডে" আশাতিরিক্ত সাহায্য করেন। ইনি নিজ চেষ্টায় স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের গঙ্গাস্নানের অসুবিধা দূর করিবার জন্য নৈহাটীতে বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়া নামীয় স্থানে একটী স্ত্রীলোকদিগের স্নান করিবার ঘাট ও

তন্নিকটবর্ত্তী সম্প্রতি একটী মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদের সুদৃশ্য গঙ্গাযাত্রীর ঘর নির্ম্মাণের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারাই উক্ত কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে ও তাহাতে উক্ত পল্লীর অনেক অভাব দূরীভূত হইয়াছে।

জুবিলী উৎসবের সময় পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তদীয় সম্রাজ্ঞীকে শুভকামনা ও রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনি যে তার (Telegram) করিয়াছিলেন, তদুত্তরে মহামান্য সম্রাট বঙ্গীয় সরকারের মারফৎ যে পত্র প্রদান করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

Government of
Bengal.

Presidency of Fort William
in Bengal.
Cal. The 21st October 1935.

To,

RAI SAHIB JOGENDRA NATH BANERJEA.

Sir,

Your message of congratulation on the occasion of the Silver Jubilee of his Accession to the Throne has been laid before His Majesty The King Emperor by whose Royal Command I am to convey to you His Majesty's thanks and to express his appreciation to the sentiments of loyalty and good will which promted the message.

I have the Hononr to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd/- G. P. Hogg.
Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

"রায় সাহেব" উপাধি লাভ

ভারতের পরলোকগত বড়লাট মহামান্য লর্ড রেডিং মহোদয় ইং ১৯২৫ সালের নব বর্ষের দিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী তারিখে জনসেবা, মর্য্যাদা, দানশীলতা ও সম্ভ্রমের জন্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথকে "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত করেন এ.ং ১৯২৫ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখে তদানীন্তন বাঙ্গলার লাট সাহেব কলিকাতার Government Houseএ প্রকাশ্য দরবারে যোগেন্দ্রনাথকে "রায় সাহেব" উপাধির সনদ ও নাম খোদিত পদক প্রদান করেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

Rai Sahib Jogendra Nath Banerji,

During the War, you successfully managed the duties which were entrusted to your care, in connection with the War Loan and you have on many occasions proved of great assistance to the Police Administration and to Government generally. You have shown yourself a public-spirited and generous Municipal Commissioner of Naihati, where you distribute free medicine and food to the poor and have contributed to the construction of a new bathing ghat. I congratulate you on your public-spirit and on the title which this has won for you.

তিনি নৈহাটী প্রতিবেশীগণের এবং অন্যান্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে যে সকল মানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলির নকল এস্থলে দেওয়া হইল। প্রতিবেশীগণ মানপত্র প্রদান কালে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং অপেরা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন।

স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তদানিন্তন Director of Public Instruction Mr. W. C Wordsworth সাহেব যোগেন্দ্রনাথকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত ও তাঁহার গুণাদি বর্ণনা করেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে উক্তরূপ ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রতিবেশীগণের অভিনন্দন।

পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে আপনার জন্ম—আপনি ব্রাহ্মণোচিত গুণে গুণী—আজ আপনাকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক আপনার রাজোপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে আমরা সাদরে বরণ করিতেছি—আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনি নীরব কর্ম্মী, দেশের নীরব সেবায় আপনি দেশের ও দশের মহোপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন—আপনি কর্ম্মে বীর, কর্ত্তব্যে স্থির—নিন্দা ও স্তুতি সমানভাবে মাথায় তুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতি সাধনে চির যত্নবান। গত ১৮ বৎসর নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররূপে আপনি করদাতৃগণের উপকারার্থে যেরূপ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা সকলেরই আদর্শ স্থল। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

রাজকর্ম্মচারীরূপে রাজার সেবা, কমিশনাররূপে দেশের সেবা ব্যতীত আপনি পীড়িতের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণে যে দরিদ্রনারায়ণের সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—তাহা মানবমাত্রেরই অনুকরণীয়। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর পীড়িতের আহ্বানে রাত্রের বিশ্রামের ব্যাঘাতে আপনার মুখে বিরক্তির পরিবর্ত্তে আর্ত্তের জন্য সহানুভূতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আপনি আমাদের সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

যাহার অনেক আছে সে কিছু ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু প্রকৃত মহত্ত্ব তার যে অল্প লইয়া থাকিয়াও ত্যাগ করিতে পারে। আপনি নিজের অভাব ভুলিয়া দান করিতে পারেন—সুতরাং আপনি আমাদের নমস্য।

বয়সে জ্ঞানে প্রবীণ হইলেও—উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতায় অপনি নবীন। আপনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বিচারাসনের সম্মান ও নিরপেক্ষতা রক্ষণে পরম যত্নশীল। আদালতের বাহিরেও বহুতর মোকর্দ্দমা আপোষ মীমাংসা করিয়া দিয়া আপনি উভয় পক্ষেরই আশীষভাজন হইয়াছেন। আপনার অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বজনবিদিত। আপনি নাগরিক জীবনের নানা বিষয়িণী কর্ত্তব্যে চিরতৎপর। বঙ্গভাষার প্রতি আপনার অনুরাগ আন্তরিক ও সুগভীর।

পূর্ব্বে কাঁচরাপাড়া এবং ভাটপাড়া নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল—এক্ষণে ঐ দুইটী স্থানে স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ দুইটী মিউনিসিপ্যালিটির সেবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই ঐ দুই স্থানের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কয়েকজন রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। নৈহাটীর এই সম্মান বহু পূর্ব্বেই পাওয়া উচিত ছিল। সরকার বাহাদুর এই বর্ত্তমান অনুগ্রহ দ্বারা আপনার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করায় আমরা সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া আপনি দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করুন।

বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়া,—
নৈহাটী।
২রা ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল।

"আপনার গুণমুগ্ধ
প্রতিবেশীগণ।"

নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটী নৈহাটী মহেন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূত-পূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যালঙ্কার, বি, এ, কর্ত্তৃক রচিত ও পঠিত হয় এবং প্রতিবেশীগণের অভিনন্দনের সহিত প্রদত্ত হয় ও তিনি যোগেন্দ্রনাথের গুণকীর্ত্তন করেন।

৺

যোগেন্দ্র পঞ্চকম্

মঙ্গলং ঘোষিতুং যস্য মিলিতাঃ স্মঃ মহোৎসবে।
শাণ্ডিল্য বংশসম্ভূতং যোগেন্দ্রং পাতু শঙ্করঃ॥ ১
শান্তো দান্তঃ সদালাপী নম্রতাকৃতভূষণঃ।
পরহিতৈকচিত্তোঽসৌ মিত্রানাং প্রীতিবর্দ্ধনঃ॥ ২
রাজসম্মানলাভেন যস্য প্রমুদিতাঃ বয়ম্।
যস্য সম্মাননেনৈব মান্যামন্যামহে ধ্রুবম্॥ ৩
বরেণ্যঃ কার্য্যনিষ্ঠশ্চ সদা সত্যপরায়ণঃ।
সর্ব্বাঃ সংসিদ্ধয়স্তস্য সন্তু শম্ভু প্রসাদতঃ।
ইতি তদ্‌গুণমুগ্ধোঽহং প্রার্থয়ে প্রণয়োদিতঃ॥ ৪
রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যকুলোদ্ভবা।
গৃহাণ প্রীতিহারং মে আর্শীব্বাদং জয়োঽস্তুতে॥ ৫
বিদ্যালঙ্কারোপাধিকস্য বি এ ইত্যুপনাম্নঃ
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য কৃতিরিয়ম্।

তাঁহার রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্তিতে নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্যগণ রায় বাহাদুর বি, কে, মিত্রের সভাপতিত্বে একটি সভায় সমবেত হইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে পত্র দিয়াছিলেন।

নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুলের সেক্রেটারীও স্কুলের ছাত্র শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে তাঁহার রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিয়াছিলেন।

ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতেও তাঁহ ার উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছিল।

লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন হইতেও তাঁহার উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট লর্ড ল্যামিংটন ও কৌন্সিলের সভাপতি লর্ড পেট্ল্যাণ্ড।

হুগলী কলেজে পঠদ্দশা কালে ১৪ বৎসর বয়সে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সহিত ইং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথের প্রথম বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে ৫টী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে দুইটী কন্যা অতি শৈশবে তাঁহার (কাশীমণির) জীবদ্দশায়ই মারা যায়। ইনি অল্প বয়সে ইঁহার খুল্লতাতের নিকট এলাহাবাদে পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বর্গীয়া কাশীমণির খুল্লতাত তৎকালীন এলাহাবাদের একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন এবং তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর অতিশয় অসুখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে (কাশীমণিকে) এলাহাবাদে লইয়া যান; কিন্তু সেখানে হঠাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রীর একটী শিশুকন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার রোগ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং উক্ত রোগেই কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি অতিশয় নম্র, সাধ্বী এবং আদর্শস্থানীয়া গুণবতী স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার দেহ এলাহাবাদের বেণী ঘাটে সৎকার করা হয়।

নিজ আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে এবং ইঁহার বংশের কাহারও পুত্রসন্তান না থাকায় ইনি পুনরায় ইং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মহেশতলা গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার, গভর্ণমেণ্ট পেন্‌সনার্ ও ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নলিনাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। শ্রীমতী নলিনা, স্নেহশীলা, সৌভাগ্যশালিনী ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী।

যোগেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রীর জীবিত কন্যাগণের মধ্যে একটী ইঁহার দ্বিতীয়-বার বিবাহের কয়েকমাস পরেই হঠাৎ মারা যায়। আর দুইটী জীবিত থাকে—তাহাদের নাম হিরণ্ময়ী ও লাবণ্যময়ী। ইহাদের বিবাহ সম্ভ্রান্ত বংশেই দেওয়া হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কন্যা দুইটী অতি অল্পবয়সে বিধবা হয়। হিরণ্ময়ী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমানে লাবণ্যময়ী ১টী পুত্র ও ১টী কন্যা লইয়া পিতৃগৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বসবাস করিতেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রী নলিনার গর্ভে ৫টী পুত্র ও ৭টী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে ১টী পুত্র ও দুইটী কন্যা শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যোগেন্দ্রনাথের বর্ত্তমান পুত্র ও কন্যাগণের নাম,—ক্ষেত্রপ্রসাদ, সনৎপ্রসাদ, জাহ্নবীপ্রসাদ ও জ্যোতিঃপ্রসাদ। কন্যা—কনকলতা, পুষ্পলতা, মায়ালতা (ওরফে কৃপা), স্নেহলতা ও তরুলতা।

যোগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের, (৮ই ভাদ্র) ২৪শে আগষ্ট, বুধবার, মাতামহগৃহে অষ্টম মাসে জন্মগ্রহন করেন। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী Messrs. Barry & Companyর অফিসে কার্য্য করিতেন। তিনি স্বইচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া এক্ষণে জীবনবীমা কোম্পানীর (The Prudential Assurance Co.) স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে কার্য্য করিতেছেন। গত সন ১৩৩৪ (১৯২৭) সালের ১৬ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল) শুক্রবার কলিকাতার সন্নিকটস্থ বেহালা-বড়িশা গ্রামের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা জমীদার, সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অণিলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। প্রথমা কন্যা কুমারী তুষারকণা, বয়স ৭ বৎসর, মধ্যমপুত্র শ্রীমান শ্যামাপ্রসাদ, বয়স ৪ বৎসর ও শিশুকন্যা বিজলীকণা বয়স ১ বৎসর মাত্র।

দ্বিতীয়পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎপ্রসাদের গত ইং ১৯০৬ সালের ২০শে জুন বুধবারে জন্ম হয়। ইনি স্থানীয় গৌরিপুর কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। ইনিও স্বইচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসাদ্বারা উন্নতিলাভ করিতেছেন। বাঙ্গালার প্রথম Executive Engineer স্বর্গীয় রায় সাহেব অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত সনৎপ্রসাদের বিবাহ হয়। ইঁহার একটী পুত্র নাম শ্রীমান রমাপ্রসাদ, বয়স ৫ বৎসর এবং কন্যাটীর নাম কুমারী ইন্দ্রাণী বয়স ৩ বৎসর।

তৃতীয়পুত্র শ্রীযুক্ত জাহ্নবীপ্রসাদের গত ইং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে নৈহাটীতে জন্ম হয়। ইনি প্রথমে Short Hand এবং Type writing পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার বেঙ্গল হোমিও-প্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং কলেজের মধ্যে H. M. B. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করায় একটী সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইনি এক্ষণে অবিবাহিত এবং স্বগ্রামে ডাক্তারী ব্যবসায়ে সুনাম অর্জ্জন করিতেছেন।

যোগেন্দ্র নাথের বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠকন্যা শ্রীমতী কনকলতার বর্ত্তমান বয়স ২২ বৎসর, এক্ষণে বিবাহিতা। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া নামক স্থানে স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্রের সহিত কনকের বিবাহ হয়। ইঁহার একটীপুত্র ও তিনটী কন্যা। বর্ত্তমানে ইঁহার স্বামী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের Store Depertmentএর একজন পদস্থ কর্ম্মচারী এবং সম্প্রতি রংপুর জেলার সৈয়দপুর হইতে বদলী হইয়া কাঁচরাপাড়ায় বসবাস করিতেছেন।

শ্রীমতী পুষ্পলতা তাঁহার স্নেহময়ী মাতার অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স ২০ বৎসর। ইঁহার স্বামী ভবানীপুর নিবাসী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার

খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি ডাক্তার নরেন বলিয়া খ্যাত) মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। তারকবাবু কলিকাতার মোটর ব্যবসায়ী Messrs Break-well & Companyর একজন বিশিষ্ট দালাল। ইঁহার একটী পুত্র দেবেশ, বয়স ৬ বৎসর ও ১টী কন্যা বয়স তিন বৎসর। ইঁহারা কলিকাতায় বহুকাল হইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন।

যোগেন্দ্রনাথের অপর কন্যা তিনটী এক্ষণে অবিবাহিতা; তন্মধ্যে একটী বিবাহাযোগ্যা। আর কন্যাগুলি সকলেই স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে। ইঁহাদের বয়স যথাক্রমে ১৭, ১৫ ও ৯ বৎসর। কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ, বয়স ১২ বৎসর, বর্ত্তমানে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে।

আমরা রায় সাহেবের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া দেখিয়াছি সত্যই তাঁহার ন্যায় অমায়িক, অতিথিবৎসল, পরোপকারী, ভগবদ্ভক্ত লোক আজ কালকার যুগে বিরল। কোন প্রার্থী তাঁহার দ্বারে আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরে না। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝেন তাহা প্রাণ গেলেও করেন। তাঁহার সমগ্র জীবনই পরার্থে কল্পিত। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জনসাধারণের সেবার জন্য যেরূপ যুবকের ন্যায় উদ্যম লইয়া কাজ করিতেছেন, তাহা সত্যই বিরল। তিনি নীরব কর্ম্মী, কোনরূপ নাম ও প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনে নাই। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশ ও দশের সেবার জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে বঙ্গবাসীর প্রাণে তাঁহার স্মৃতি চির-জাগরুক হইয়া থাকিবে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন।

বংশানুক্রমিক তালিকা

ভট্টনারায়ণ

|

আদি বরাহ

| (আদি বরাহ হইতে ১০ম পুরুষ)

মকরন্দ (১০ম, পুরুষ)

(কণ্টকদ্বীপ নিবাসী এবং ইনি প্রথম কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন)

| (আদি বরাহ হইতে ২০ পুরুষ)

মহেশ

- হরি (বালি)
- শ্রীরাম
  - নারায়ণ ঠাকুর (খানাকুল-কৃষ্ণনগর)
    - হরচন্দ্র (শ্রীরাম হইতে ৯ম পুঃ) (প্রসিদ্ধ সিপাহী মিউটিনির সময় বিদ্রোহী) হস্তে ইংরাজ ভ্রমে নিহত হন)
      - ১ম পুত্র
        - দেবীচরণ (যোগেন্দ্রের মাতামহের ভাগিনেয়)
          - হরি
          - পার্ব্বতী
          - ভবানীচরণ
          - (খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী) বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
      - ৪র্থ পুত্র কালীচরণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বি
- দুর্গাদাস *
  - রাখাল (৮ম পুঃ)
- রঘুনন্দন

---

* বাঙ্গালার গৌরব প্রসিদ্ধ কথক পণ্ডিত শ্রীধর উক্ত দুর্গাদাস হইতে ৭ম পুরুষ।

কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হরিপ্রসন্ন
দুর্গাপ্রসন্ন
মনোরঞ্জন (বর্ত্তমান হিতবাদী সম্পাদক)
নীলকণ্ঠ ন্যায়ালঙ্কার
রামনারায়ণ
রামকান্ত বিদ্যাবাগীশ (১০ম পৃঃ)
রামকৃষ্ণ (বা রাম রাম)
খেলারাম (বালি)
কালিদাস
কেবলকৃষ্ণ
ধনঞ্জয়
পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ (ন্যায়শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত)
রামকান্ত
বালকরাম (ভঙ্গ)
ঈশ্বর (বৃটিশ চন্দননগর)
রামচন্দ্র
রামগোপাল
রামলাল (বা লালমোহন)
শরৎ
যদু
কালী
ভোলানাথ
সিদ্ধেশ্বর
হরিচরণ
মহেন্দ্রনাথ
যোগেন্দ্রনাথ(রায়সাহেব) (উপাধিপ্রাপ্ত)
কিরণবালা (কন্যা মৃতা) স্বামী নিবারণচন্দ্র মুখোঃ
বদাই (কন্যা) স্বামী মহাদেব রায়
কন্যা নরেন্দ্রবালা (স্বামী অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) Late Hd. Asstt. D. G.
কন্যা উষাবতী (মৃতা) (স্বামী স্বর্গীয় যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) Late Hd. Draftsman and
কন্যা ধীরেন্দ্রবালা (মৃতা) (স্বামী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Late Auditor chartered

P.&T. (cal.) Hony Magistrate.

Estimator Port Commisoioner's office, Calcutta.

Acctts. office Lahore and Calcutta.

ক্ষেত্রপ্রসাদ — শ্যামাপ্রসাদ

সনৎপ্রসাদ — রমাপ্রসাদ

জাহ্নবীপ্রসাদ

জ্যোতিন্দ্রপ্রসাদ

কন্যা সুধাবালা (বিধবা)

কন্যা অমিয়া (স্বামী ডাঃ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোঃ এম্-বি, (Asstt) Surgeon in-Charge, Sambhunath Pandit Hospital, Calcutta)

কন্যা জোতির্ম্ময়ী (স্বামী কালীতোষ ভট্টাঃ এম-এ (commerce) পিতা স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই-ই

পুত্র ডাঃ দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্-বি Medical Officer, Municipal Hospital, Budge Budge.

যোগেন্দ্রনাথের মাতামহ পরিচয়

প্রবোধ (রায়সাহেব)
সুরেশ
প্রভাত
প্রফুল্ল
পার্ব্বতীকিঙ্কর
কৃষ্ণ
কৈলাশ
শুধাংশু
কুমুদ
হেমচন্দ্র
গগনচন্দ্র (রায়সাহেব)
চারুচন্দ্র
কানাই
জ্যোতীন্দ্র
নাকু
মন্মথ
প্রমথ
বিমল
শচীন্দ্রনাথ এম্ বি
শৈল
শ্রীশচন্দ্র
জ্যোতিশচন্দ্র
হরিদাস
ললিত
অরবিন্দ
বারীন্দ্র
মণীন্দ্র
জীবন
ভোলানাথ
রবীন্দ্র
সৌরেন্দ্র
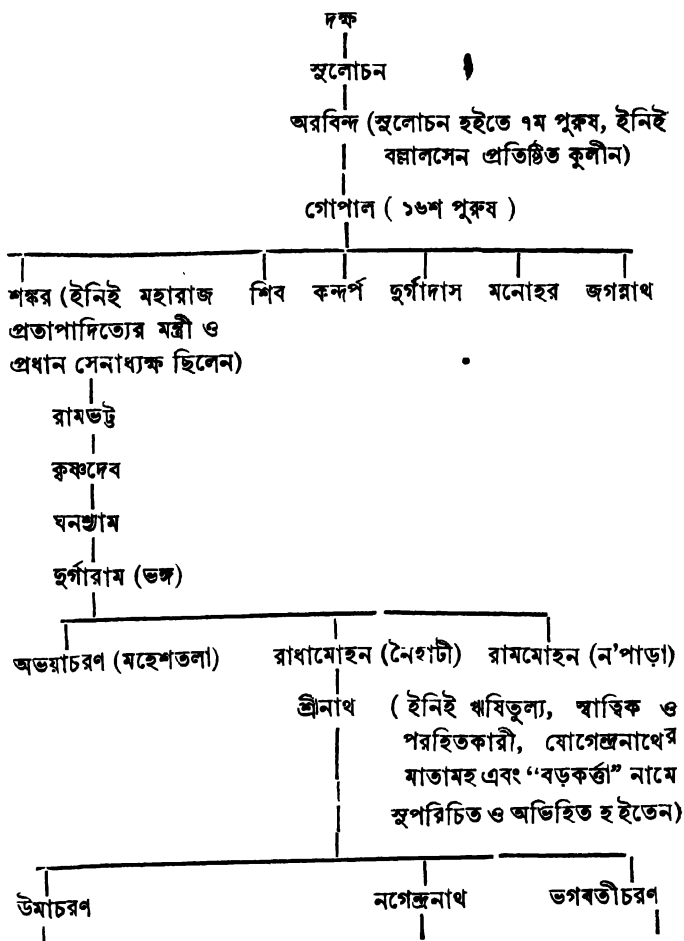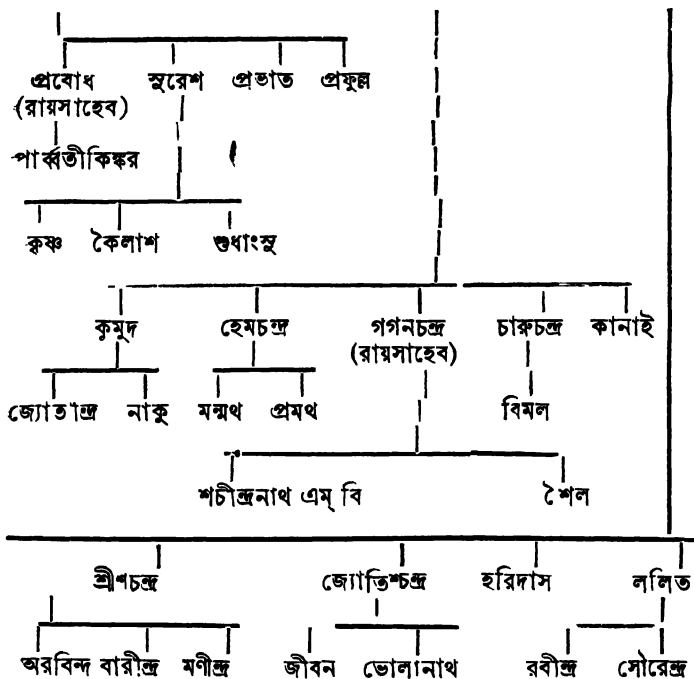
বসিয়া—খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আমেদ সিদ্দিকী সাহেব।

দণ্ডায়মান—মৌলবী চৌধুরী লাবেবুদ্দিন আমেদ সিদ্দিকী সাহেব।

খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী

মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী পূর্ব্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার। হজরত মহম্মদের শ্বশুর হজরত আবু-বকর সিদ্দিক কোরেশী হইতে তিনি পঞ্চত্রিংশ বংশধর। হজরত আবু-বকর সিদ্দিক সমগ্র মুস্‌লিম জগতের প্রথম খলিফা (কালিফ) অর্থাৎ একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা সিদ্দিকী বলিয়া পরিচিত। হজরত আবু-বকরের পুত্র আবদুর রহমাণ সিদ্দিকী সিরিয়া বিজয়ে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার পুত্র আবু আতিক আবদুল্লা সিদ্দিকীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত আরবে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ৪নং কাছেম সিদ্দিকী হইতে পঞ্চদশ পুরুষ সাহাবুদ্দীন সিদ্দিকী পর্য্যন্ত এই বংশ তুরস্কে বাস করিতেন। তাহার পর দুই পুরুষ নাজীমুদ্দীন ও জহিরুদ্দীন আপার ইণ্ডিয়ায় বাস করিতেন। এই বংশের অষ্টাদশ বংশধর কুতুবুদ্দিন দিল্লীর বাদশাহ দরবারে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (মন্‌সব-ই-পাঁচ হাজারী মাহীমারাতিব) ছিলেন, তাঁহার বংশ বাঙ্গালা দেশে বসবাস করিয়াছিলেন। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে (১০১৬ হিজরী) তিনি বর্দ্ধমানে শের আফগান কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার পুত্র ছায়াদদ্দীন সিদ্দিকী ঢাকা জাহাঙ্গীর নগরের সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ সুজাত খাঁয়ের সহিত দুর্দ্ধর্ষ আফগান সেনাপতি ওস্‌মান খাঁকে পরাজিত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

ছায়াদদ্দীন সেই অভিযানে খুব যোগ্যতা ও পারদর্শিতা দেখাইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ তাঁহার নিকট হইতে ১৬১২

খ্রীষ্টাব্দে (১০২১ হিজরী) চন্দ্র প্রতাপ, আমিনাবাদ এবং তালেবাবাদ এই তিন পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি তালেবাবাদ পরগণার অন্তঃপাতী পোলকার গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের ত্রিংশৎ বংশধর চৌধুরী আবছুল ওয়াহেদ সিদ্দিকী পর্য্যন্ত এইখানেই তাঁহাদের পারিবারিক বাসস্থান ছিল। কিন্তু একত্রিংশৎ বংশধর চৌধুরী নজমদ্দীন হোসেন সিদ্দিকী—পোলকার পরিত্যাগপূর্ব্বক বালিয়াদি নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তদবধি এই বংশ বালিয়াদিতেই বাস করিতেছেন। বালিয়াদি ঢাকা সদর মহকুমার অন্তর্গত।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগে যখন পাল রাজারা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন এই পরগণা তিনটি রাজা যশোবন্ত পাল কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল, পরে বঙ্গে দ্বাদশজন ভুনিয়ানদের সময়ে ফজল গাজী ও চাঁদগাজী এই পরগণার অধিকারী ছিলেন। তৎপরে ঊনবিংশ বংশধর ছায়াদদ্দীন সিদ্দিকী ইহা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পর চন্দ্রপ্রতাপ ও আমিনাবাদ এই দুইটি পরগণা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়, কিন্তু তৃতীয় পরগণাটি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের হাতে ছিল। সে যাহা হৌক, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ সময়ে এই পরগণা উক্ত বংশের কতিপয় বংশধরের মধ্যে বিভক্ত হইল, দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম্ তাহা মঞ্জুর করিলেন এবং এই সনদে ভারতের সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ স্বাক্ষর করেন। ১২০৪ বঙ্গাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ সা তালেবাবাদ পরগণার জায়গীর ত্রিংশ বংশধর চৌধুরী আবছুল ওয়াহেদ সিদ্দিকীকে প্রদান করেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে চতরধারী বা চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই উপাধি এই বংশ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বালিয়াদি বংশ বঙ্গের মধ্যে অতি প্রাচীন বংশ।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১২৮৩ সালের ১৯শে পৌষ) মৌলবী

চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী বালিয়াদিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই প্রাচীন বংশের একমাত্র বংশধর, কারণ অন্যান্য বংশধরগণের জায়গীর দানে ও বিক্রয়ে নষ্ট হইয়াছে। কাজেমদ্দীন স্বগৃহে আরবী, পারশী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা এবং ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রথম চারিটী ভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইনি একজন কবি, পারশ্য ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কাজেমদ্দীন একজন আদর্শস্থানীয় জমিদার। তাঁহার জমিদারী ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় বিস্তৃত। তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তিনিও প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যদি খান বাহাদুরের ন্যায় প্রজাবৎসল জমিদার এই বঙ্গদেশে অধিক সংখ্যায় থাকিত, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত এবং দরিদ্র প্রজাদেরও দুঃখ দুর্দ্দশা বহু পরিমাণে দূরীভূত হইত। তিনি ভাগ্যক্রমে বহু ধন সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন এবং অনায়াসে সহরে অন্যান্য জমিদারদের ন্যায় সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও বিলাসিতায় দিন অতিবাহিত করিতে পারিতেন ; কিন্তু প্রজার দুঃখ কষ্ট ও সুখসুবিধাকে তিনি নিজের বলিয়া মনে করেন, সেই জন্য তিনি দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে স্বগ্রামেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কখনও কোনও প্রজার নিকট হইতে "আবওয়াব" গ্রহণ করেন না। প্রজাবর্গের মধ্যে অন্নকষ্ট ও অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলে খান বাহাদুর প্রজাবর্গের খাজনা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া থাকেন। ১৯১৮ সালে যখন সমস্ত খাদ্যসামগ্রীর মূল্য অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন খান বাহাদুর তাঁহার ওয়াকৃফ্ ষ্টেটের প্রজাবর্গের এক বৎসরের খাজনা মাফ করিয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকারে প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিয়া থাকেন। যেখানেই প্রজারা জলাভাবে কষ্ট পায়, সেই খানেই তিনি নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া অথবা পুরাতন

পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। সেওরাতলী ও ঢেঁকিবাড়ীর পুষ্করিণী তাহার নিদর্শন। চাষাবাদের সুবিধার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে নদী ও বিলে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এজন্য প্রজাবর্গের নিকট হইতে তিনি কোন প্রকার আবওয়াব কিংবা ট্যাক্স গ্রহণ করেন না। চাষাবাদের সুবিধার জন্য তিনি অনেক স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। পাট নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি উহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইক্ষু ও খেজুরের চাষ করিবার জন্য বলিতেন। বাঙ্গালা সরকার এক্ষণে পাট চাষের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া দেশ-ব্যাপী আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানিতেন না যে, খান বাহাদুরই এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহার বাড়ীতে যে কোন উৎসব হয়, তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে আমন্ত্রণ করিতে ভুলেন না। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বালিয়াদিতে সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উৎসব সমাধা উপলক্ষে তিনি তাঁহার পরগণার প্রায় ৩৫ হাজার হিন্দু-মুসলমান প্রজাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ভিক্ষুকের প্রত্যেককে এক পোয়া করিয়া চাউল ও এক আনার পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ দিন তাঁহার ঢাকার বাড়ীতেও একটি সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। সহরের গণ্যমান্য লোক সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইলেও তিনি দরিদ্রদিগকে ভুলেন নাই। নিকটবর্ত্তী দরিদ্রদের মধ্যে তিনি কম্বল,,চাদর ও মিঠাই যথেষ্ট পরিমাণে বিতরণ করিয়াছিলেন।

জনসাধারণের সেবার জন্য খান বাহাদুর সর্ব্বদাই প্রস্তুত। লোকের যাতায়াত ও যানবাহনের চলাচলের জন্য তিনি রাস্তা নির্ম্মাণার্থে বহুবার জমি দান করিয়াছেন। তাঁহারই জমি দানের ফলে কড্ডা হইতে কালিয়াকৈর, কালিয়াকৈর হইতে ধামরাই এবং শ্রীপুর হইতে ফুলবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী করা সম্ভবপর হইয়াছে। ঢাকার জেলা বোর্ড খান বাহাদুরের

এই দান অত্যন্ত ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার জমিদারিতে অনেক চিকিৎসালয় খুলিবার জন্যও বহু টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

খান বাহাদুরের রাজভক্তি বংশানুগত। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন। ঢাকা বিভাগে যত কমিশনার এবং ঢাকা জেলায় যত ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়াছেন, প্রত্যেকেই খান বাহাদুরের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ ন্যাথান ও মিঃ লিমিসিউরিয়ার—ঢাকা বিভাগের এই দুই জন কমিশনার তাঁহার বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Perhaps the most ancient and notable Mohammedan family of East Bengal." ১৯০৯ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জে, টি র‍্যাঙ্কিন্ বলিয়াছিলেন—"He is one of the biggest Mohammedan Zemindars in Dacca Dt. and comes of an old and respectable family." ঢাকার জেলা মাজিষ্ট্রেট্ মিঃ হার্ট ১৯১৭ সালে বলিয়াছিলেন—"He is the head of one of the of most aristocratic families of this District and is distinguished for his loyalty." ঢাকার The Eastern Bengal and Assam Era ১৯১১ সালের ১০ই জুনের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন—The Baliadi Zemindars are noted as much for their loyalty as for their hospitality."

১৯১৪ সালের পৃথিবীব্যাপী বিরাট যুদ্ধের সময় খান বাহাদুর মুসলমান-দের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়া মিথ্যা গুজবের অনেক প্রতিবিধান করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের ১৯শে নবেম্বর বালিয়াদিতে যে বিরাট সভা হয়, তিনি সেই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন

যে, যদিও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তথাচ ব্রিটিশ জাতি ভাল কাজই করিতেছেন। মুসলমানেরা যেন রাজার বিরুদ্ধে গিয়া কোনরূপ পাপকর্ম্ম না করে এবং তাহারা যেন ব্রিটিশ রাজের স্বপক্ষে থাকে। ১৯১৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এল্, বার্লি লিখিয়াছিলেন—

"I am directed to convey to you the thanks of Government for your efforts in explaining to your Co-religionists the present international situation. Your assistance has been much appreciated both by myself personally and by Government."

১৯১৪ সালে খান বাহাদুর যুদ্ধভাণ্ডারে ৫ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৮ সালে যুদ্ধের জন্য খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তিনি ওয়াকফ্ ষ্টেটের প্রজাবর্গের এক বৎসরের খাজনা মাফ করিয়াছিলেন। তাঁহার আলেবাবাদ পরগণার সর্ব্বত্র তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে প্রজা নিজ ইচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করিবে, যতদিন সে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিবে, ততদিন তাহাকে খাজনা দিতে হইবে না; শুধু ইহাই নহে, তাহাদিগের প্রত্যেককে দশ টাকা করিয়া পারিতোষিকও দেওয়া হইবে।

১৯২০ সালে ঢাকার সমস্ত মুসলমান ও মুসলমান ছাত্র যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই সময়ে তিনি পশ্চিম হইতে বহু শামশুল উলেমা ও বহু উলেমা আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বহু কন্ফারেন্সে বক্তৃতা দেওয়াইয়াছিলেন। সেই সময়ে কংগ্রেসী ও স্বদেশী বহু সংবাদপত্রে তাঁহার অজস্র নিন্দাবাদ বাহির হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও বিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ

করেন নাই, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ধন্যবাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯০৮ সালের জুন মাসে ঢাকায় ভারতীয় মুসলমান লীগের পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইলে খান বাহাদুরকে উহার সভাপতি ও পরলোকগত নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাকে উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হয়। তিনি বরাবরই এই লীগের সভাপতি ছিলেন। এই লীগ হইতে সর্ব্ব প্রথমে ১৯০৮ সালের ৯ই জুলাই পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার্ চার্ল্‌স্ ষ্টুয়ার্ট বেলিকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল। সেই অভিনন্দন পত্র তিনি স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—

"আমরা এমন এক সমিতির প্রতিনিধি যাহার শাখা পাঞ্জাব, বেহার এমন কি ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্যের কথা সর্ব্ব সাধারণের গোচর করাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া প্রজা-বর্গের কষ্ট ও অভাব অভিযোগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও উদ্দেশ্য। রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্যই আমাদের এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রাদেশিক শাখা মাত্র এক মাস হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন ইহার শৈশবাবস্থা বলিয়া এই সভা বিশেষ কোন কাজ করিতে পারে নাই; তবে আপনার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইলে নিশ্চয়ই ইহা স্বসমাজ, গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের অনেক কাজ করিতে পারিবে।"

মুসলমান লীগের সভাপতিরূপে ১৯০৯ সালে তাঁহাকে অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি এই যে, টিটাগড়ের হিন্দুরা তথাকার একটি মস্‌জিদ ধ্বংস করিবার জন্য ইচ্ছা

প্রকাশ করিয়াছিল। ঢাকার মুসলমানগণ ইহা শুনিয়া ঢাকেশ্বরী মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছিল। নবাব স্যার্ সলি-মুল্লা তখন লীগের সম্পাদক ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন না, কাজেই উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিবার দায়ীত্ব একমাত্র খান বাহাদুরের উপর পড়িয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট তার করেন এবং ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত জানান। তাঁহার প্রতিপক্ষতায় উত্তেজিত জনতা শান্ত হয়।

এই লীগের সভাপতিরূপে তিনি স্বসমাজেরও প্রভূত উপকার করিয়াছেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাবাটীতে (৬।৭ ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট্) ১৯০৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহার উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রা তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

১৯২৩ সালে ঢাকার এস্, এস্, এম্ অনাথাশ্রম অর্থাভাবে যখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন তিনি বহু টাকা দান করিয়া আশ্রমটিকে রক্ষা করেন। এজন্য আশ্রমের সদস্যেরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকপদে অভিষিক্ত করেন। অনাথ ও আতুরের জন্য তিনি সদা সর্ব্বদা চিন্তা করেন। যখনই অনাথাশ্রমের অর্থাভাব হয়, তখনই টাকার সাহায্য করিয়া তিনি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেদিনও তিনি ঢাকার এস, এস্, এম্, অনাথালয়ে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ২৬শে নবেম্বর অনাথালয়ের একটি বিশেষ সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি পাশ হয়—Resolved unanimously that the committee place on record their deep sense of appreciation and offer their grateful thanks to the Khan Bahadur Saheb for his munificient donation to the orphanage at the time of its urgent need.

সভায় আরও স্থিরীকৃত হয় যে, অনাথালয়ের স্কুল-গৃহটি যাহা তৈয়ার হইতেছে, তাহার নাম "খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী" রাখা হইবে এবং অনাথালয়ের সম্পাদককে অনুরোধ করা হইবে যাহাতে তিনি খান বাহাদুরের সম্মতি গ্রহণ করেন।

মিউনিসিপালিটীর কমিশনার, জেলা বোর্ডের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট, কাজি পরামর্শ কমিটি, জগন্নাথ কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি প্রভৃতির সদস্যরূপে তিনি স্বসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

তাঁহার স্বসমাজের শিক্ষার জন্যও খান বাহাদুর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তিনি একজন সাহিত্যসেবী এবং বাঙ্গালা, উর্দ্দূ ও ফার্শী ভাষায় সুকবি; তাঁহার অনেক ফার্সী ও বাঙ্গালা কবিতা অতি উচ্চাঙ্গের। এস্থলে তাঁহার একটি বাঙ্গালা কবিতা উদ্ধৃত হইল;—

কার দোষ

(১)

আমি যে হয়েছি বাবু—আমারি কি দোষ?
তুমিই আপন হাতে, চিঠির শেষের পাতে
লিখিতে শিখালে মোরে হেমলতা বোস—
আমি যে হ'য়েছি বাবু—আমারি কি দোষ?

(২)

প্রতিদিন নিজ হাতে, সিন্দুর মুছিয়ে দিতে
ঘোমটা খুলিয়া নিতে সাধের মুখোষ
এখন পরিলে শাড়ী, তুমি বল গেঁয়েনারী
গাউন বডি পরে তাই মিটাই আপসোস্
আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ?

(৩)

প্রভাতে সন্ধ্যার বেলা ঘর লেপা দীপ জ্বালা
ছিল মোর নিত্য কর্ম্ম পরম সন্তোষ
তুমি ত শিখালে সখা কাদা ও গোবর মাখা
অতিশয় অসভ্যতা জাতিগত দোষ
আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

(৪)

আমি ত ভাবিনি কভু ওহে রমণীর প্রভু
বাটনা বাটিতে যায় নখের খোলষ
রাঁধিতে দাওনি মোরে, গায়ে যদি কালি ভরে
কাজেই রয়েছি যুড়ে এই তক্তপোষ
আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

(৫)

তুমি ত শিখালে মোরে, উঠিতে হবে না ভোরে
শুধু স্বাস্থ্যহানি করে ব্রত ও উপোষ
চিঠি লেখা বই দেখা সেলাই বুনন শেখা
আতর গোলাপ মাখা আমোদ নির্দ্দোষ
আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

(৬)

রং মেখে সং সেজে কভু ছাদে কভু মেজে
চেয়ারে হেলিয়ে পড়ি শরীর অবশ
প্রতিদিন যে সময়ে গৃহস্থের বউ মেয়ে
পুকুরের ধারে যায় ভরিতে কলস
আমি যে পারি না তাহা সে কাহার দোষ ?

(৭)

মিছে আমোদ খেলায় ভুলায়েছ দেবতায়
প্রণয়ের ইতিহাসে ক'রেছ বেহুস্ ।
এখন এখন আর কেন কর তিরস্কার
মন্থনে উঠেছে বিষ পিয়ো আশুতোষ
আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ?

খান বাহাদুর চিরকালই দরিদ্র ছাত্রদের বন্ধু। তিনি এমন অনেক দরিদ্র মুসলমান ছাত্রকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, যাহারা আজ সমাজে বিদ্যাবত্তার জন্য উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন।

খান বাহাদুর সিদ্দিকী একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি দৈনিক নমাজ না পড়িয়া জলবিন্দু গ্রহণ করেন না। ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মুসলমান ছাত্রেরা যাহাতে নমাজ পড়ে, সে বিষয়ে খান বাহাদুর সদা সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লা মোস্‌লেম হলে ৪ হাজার দুই শত টাকা দান করেন। এই টাকার দ্বারা ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়। যাহারা এই বৃত্তি ভোগ করিবে তাহাদিগকে প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনা করিতে হইবে। খান বাহাদুর তাঁহার বালিয়াদির প্রতিবেশীদের মধ্যে নমাজ পড়া বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। যাহারা নমাজ পড়ে, তিনি তাহাদের রেজিষ্ট্রার রাখেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের একজন সমর্থক হইলেও সর্দা আইন পাশ হইলে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, উহা সরিয়তের বিরুদ্ধে। খান বাহাদুরের স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকিত, তাহা হইলে তিনি দেশের জনহিতকর আরও অনেক কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং তাহাতে দেশবাসী উপকৃত হইত।

আমরা খান বাহাদুরেয় দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করি।

খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিত্থালয়ে বহু পুস্তক দান করেন। তিনি নবাব কুতুবুদ্দীনের বংশধর। নবাব কুতুবুদ্দিন যেমন একজন বড় সৈন্যাধ্যক্ষ ও যোদ্ধা ছিলেন, তেমনি সাহিত্যরস পিপাসুও ছিলেন। কাজেই তাঁহার বংশধরগণ তাঁহার সাহিত্যানুশীলনের প্রবৃত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। পার্শী সাহিত্যেরই তাঁহারা অধিক পরিমাণে অনুশীলন করিতেন। এই কারণে সিদ্দিকী বংশের পুস্তকাগারে বহু পার্শী পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিতে সেই সমস্ত পুস্তকের শতকরা ৯০ খানি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু খান বাহাদুর ও তাঁহার পিতা আবার বহুসংখ্যক পুস্তক দ্বারা লাইব্রেরী বাড়াইয়াছিলেন। খান বাহাদুর প্রায় ২ শত বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের মালিক, কাজেই তাঁহার যথেষ্ট অর্থসম্পদ আছে এবং এই কারণেই তিনি বহু সংখ্যক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

খান বাহাদুর বাঙ্গালার মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লা বাহাদুরের নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদল বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট গিয়াছিলেন, খান বাহাদুর সেই প্রতিনিধি-দলের একজন সদস্য ছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন ঢাকায় একটি বিশ্ববিত্থালয় স্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিত্থালয় স্থাপিত হইলে তিনি বহু অভাবগ্রস্ত ছাত্রদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। বর্ত্তমানে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য খান বাহাদুর যাবতীয় সাধারণ অনুষ্ঠান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিত্থালয়ের মুসলমান ছাত্রদিগকে ইস্‌লামীয় শাস্ত্রে গবেষণা করিতে সুযোগ দিবার জন্য খান বাহাদুর বহু প্রাচ্য পুস্তক বিশ্ববিত্থালয়কে দান করিয়াছেন। তিনি একটি সুন্দর আলমারিতে আরবী, পার্শী ও

উর্দ্দু ভাষায় ৮ শতাধিক পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আছে! মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে ৪৮৩ খানা উর্দ্দু, ১৭৫ খানা পার্শী, ৬৮ খানা আরবী, ৫ খানা নাগরী, ১ খানা বাঙ্গালা ও ২০ খানা মিশ্রিত ভাষায় মুদ্রিত। ইহা ছাড়া কোরাণের ভূমিকা সম্বলিত ২৫ খানা, ৩১ খানা হাদিস ভাষায়, ৩৬ খানা ফিকা, ৬৩ খানা সুফী, ১২০ খানা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, ৬৮ খানা ইতিহাস, ৯০ খানা নভেল, ৮৩ খানা কবিতা পুস্তক, ১৮ খানা গল্পের পুস্তক, ১৪ খানা অভিধান, ২৬ খানা ব্যাকরণ এবং ১৮৩ খানা সাহিত্যের পুস্তক।

এক সময়ে উর্দ্দু ভাষা যে বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত ছিল, উপরোক্ত উর্দ্দু গ্রন্থসমূহ তাহার পরিচায়ক! উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই বংশ পার্শী সাহিত্য ও তত্ত্ববিদ্যায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। খান বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষগণ ঐ সমস্ত পুস্তক কবে পড়িতে আরম্ভ করিয়া কবে শেষ করিয়াছিলেন, পুস্তকের উপর সেই সমস্ত তারিখ দেওয়া আছে। তাহা ছাড়া পুস্তকদাতার নামাঙ্কিত শীলও প্রত্যেক পুস্তকের উপর রহিয়াছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে অনেকগুলি খান বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষগণ হাতে লিখিয়াছিলেন। মোট ৫৪ খানা পাণ্ডুলপি প্রদত্ত হইয়াছে, পুরাতত্ত্ব জ্ঞানান্বেষী ছাত্রদের পক্ষে উহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খান বাহাদুর এই সমস্ত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আমরা আশা করি বাঙ্গালার অন্যান্য জমিদারেরা সেই দৃষ্টান্ত দেখাইবেন।

নিম্নে পুস্তকগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

(১) আফসানা-ই-হাতিম-ই-তাই (পার্শী) (২) আলিফনামা (পার্শী) (৩) আকসানা-ই-সৈফুব-মুলুক (পার্শী) (৪) আজাবুল উজব (আরবী) (৫) আখলাক-ই-মোসেনী (পার্শী) (৬) আখলাক-ই-মোসেনী (পার্শী)

(৭) দেলকুশা (পার্শী) (৮) দেওয়ান-ই আসাকী (পার্শী) (৯) দেওয়ান-ই-হাফিজ (পার্শী কবিতা) (১০) গুলিস্তান (উর্দ্দ) (১১) হালুল মাকা মাতুল হারিরিয়া (পার্শী) (১) হিদায়াত-উল-নাহো (আরবী) (১৩) হিদায়া (কাশ্মিরী) (১৪) ইন্সা-ই-হারাকারাণ (পার্শী) (১৫) জামি-উল-কোয়া উনিন (পার্শী) (১৬) জঙ্গ-নামা-ই-হজরত-ই আমীর মহম্মদ হানিফা-(পার্শী) (১৭) কাফিয়া (আরবী) (১৮) মকতু বাত-ই-আলামী (পার্শী) (১৯) মুফিদাস—সিবিয়ান (পার্শী) (২০) মিজানাস-সার্ফ (পার্শী) (২১) মজমৌতুন নাহু (আরবী) (২২) মজমুয়া-ই-সার্ফ (পার্শী) (২৩) মজমুয়া-ই নাহু (আরবী) (২৪) আখলুক নামা (পার্শী) (২৫) মস্নাভি-নাল-দামান (পার্শী) (২৬) নিসাবাস-সিবিয়ান (পার্শী) (২৭) কিসা-ই-তুজাদ কাজী (পার্শী) (২৮) কিসা-ই সেফুল মুলুক ওয়া বাদিয়ুল জামাল (পাঁর্শী) (২৯) কিসা-ই তামিম আন্সারী (পার্শী) (৩০) কোয়াসৈদ-ই-উরফী (পার্শী কবিতা) (৩১) কি সা-ই হাতেমীতাই (পার্শী) (৩২) কি সা-ই-সুলেমান (পার্শী) (৩৩) কোয়াইদ্-ই- ফার্সী (পার্শী) (৩৪) কোয়াসৈয়দা-ই-আকানী (পার্শী) (৩৫) কোয়াসাদ-ই-উরফী (পার্শী) (৩৬) কোয়াসিদা ই-মোনাজাতি (৩৭) রুক্কত-ই-আবুল ফজল (পার্শী) (৩৮) রাসহিল-ই তুম্ (পার্শী) (৩৯) রহাতুল কুলুব (পার্শী) (৪০) রিসালা-ই আমাল (পার্শী) (৪১) রিসালা-ই-জা কারী (পার্শী) (৪২) রুক্কত-ই-আবুল ফজল (পার্শী) (৪৩) রুক্কত-ই আবুল ফজল (আবুল ফজলের পত্রসমষ্টি) (৪৪) রিসালা-ই-আদাদ (আরবী) (৪৫) সিরাজ উল কুলব (পার্শী) (৪৬) সিং হাসান-ই বাতি সি (৪৭) শারুল ওয়া কোয়া (আরবী) (৪৮) সারুল ওয়া কোয়া (আরবী) (৪৯) সারুজ-জুয়া (আরবী) (৫০) তাজুল মুলুক (পার্শী) (৫১) তালখস্সুল মিক্টা (আরবী) (৫২) তুতীনামা (পার্শী) ইত্যাদি।

দেশের জমিদারগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও খান বাহাদুর বালিয়াদিতে মহাসমারোহে সম্রাটের রজত জুবিলী সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বালিয়াদিতে এতদুপলক্ষে যে প্রকার আড়ম্বরে উৎসব হইয়াছিল, বাঙ্গালায় আর কুত্রাপি তেমন হয় নাই। এই উপলক্ষে খান বাহাদুর ২১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রদিগকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছিলেন, অনাথ অনাথাদিগকে বস্ত্র ও চাউলাদি দিয়াছিলেন। এই কারণে ঢাকার কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই। তবে ঢাকার অনেক গণ্যমান্য লোক এই উৎসবোপলক্ষে বালিয়াদি গিয়াছিলেন। ৩রা মে হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ই মে এই উৎসব শেষ হয়। দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল ও বস্ত্র দিয়া এই উৎসব উদ্বোধন করা হয়।

৬ই মে প্রাতঃকালে খান বাহাদুর ইউনিয়ন জ্যাক্ পতাকা উত্তোলিত করেন। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার পর ১০১টি তোপধ্বনি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৮ হাজার ছাত্র, ছাত্রী ও অন্যান্য লোককে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করান হয়। অপরাহ্নে ছাত্রেরা ব্যায়াম-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। ভদ্রঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত সমস্ত লাজলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এই প্রকার প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন, ইহার একমাত্র কারণ এই খান বাহাদুর শুধু মুসলমান সমাজের নয়, পরন্তু হিন্দুসমাজেরও নেতা। ৭ই মে তারিখে নানা স্থান হইতে ৩১ হাজারের অধিক দরিদ্র সমবেত হয় এবং দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে খাওয়ান আরম্ভ হয়। ৭৩৩৫ জন দরিদ্রের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। ৬ই মে হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত রাত্রি দিন মজলিস্-ই-মিলাদ সারিফের অধিবেশন হয় এবং তদুপলক্ষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবে ৩।৪ মাইলের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় স্কুলের ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ছাত্রেরা পতাকা হস্তে শোভাযাত্রা করিয়া সম্রাটের কল্যাণ কামনা করিয়া গান করিতে করিতে আসিয়াছিল। খান বাহাদুর তাহাদিগকে নিশান দিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও তালুকদার বংশীয় প্রায় তিন শতাধিক বালিকা ও তাহাদের নেতা খান বাহাদুরের আদেশে

উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। ছাত্র ও বালিকা সম্মুখের ফটকে উপস্থিত হইলে খান বাহাদুর তাঁহার আত্মীয় স্বজন লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া একটি নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সম্রাটের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। তাঁহার সহিত প্রার্থনায় ৭ হাজারেরও অধিক লোক যোগদান করিয়াছিল। প্রার্থণান্তে নাটকাভিনয় ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল।

সম্রাট্ স্বয়ং লণ্ডন হইতে ও বড়লাট সিমলা হইতে খান বাহাদুরকে রাজভক্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়া যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ এইরূপ ;—

Buckimham Palace
May, 1935.

The King Emperor is graciously pleased to express His thanks for the greetings addressed to His Imperial Majesty on the occasion of His Silver Jubilee, and much appreciates the sentiments of loyalty and Good-will which prompted this message.

১৯৩৫ সালের ৬ই মে সম্রাটের রজত জুবিলী উপলক্ষে সম্রাটের আদেশে বড়লাট বাহাদুর সিমলা হইতে খান বাহাদুরকে ব্যবহারের জন্য একটি পদক (Medal) প্রেরণ করেন।

খান বাহাদুর যে কেবল বালিয়াদিতেই সম্রাটের রৌপ্য-জুবিলী উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু ঢাকা সহরে বেচারাম গেটে তাঁহার বালিয়াদি লজে মহাসমারোহে এই উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে বাড়ীখানি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল, দরিদ্রদিগকে বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানও হইয়াছিল। এস্. এস্, এম্—অনাথাশ্রমের অধিবাসিগণকে পরিতোষ

পূর্ব্বক আহার করাইয়া তাহাদিগকে বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। তজ্জন্য অনাথাশ্রমের অনারারি সেক্রেটারী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া খান বাহাদুরকে নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছিলেন ;—

Dear Sir,

I beg to enclose herewith a copy of resolution No, 5. of a special meeting of the executive committee of the Sir Salimullah Moslem Orphanage, Dacca, held on the 29th, April 1935 for your kind perusal.

Yours faithfully
Sd. F. A. SIDDIQUI
Hony. Secretary
Sir Salimullah Moslem
Orphanage.

উক্ত অনাথাশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির বিশেষ সভায় ৫নং প্রস্তাবে খান বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

Heard with great pleasure secretary's report that Khan Bahadur Moulvi Choudhury Kazemuddin Ahmd Siddiqui, a patron and a life-member of the Orphange has kindly consented to bear the entire cost of feeding and distributing clothes to the inmates of this Orphanage on the occasion of their Majesty's Silver Jubilee.

Resolved that the committee place on record their

deep sense of appreciation and convey their heartfelt thanks to Khan Bahadur Moulavi Choudhury Kazemuddin Ahmd Siddiqui, Zemindar of Baliadi and a patron and a lfe-member of this Orphanage Society for his kind and noble desire of feeding and distributing clothes to the Orphans on the occasion of their gracious Majesty's Silver-Jubilee on the 6th, May, 1935.

Sd. F. A. Siddiqui
Khan Sahib.
Hony. Secretary
Sir Salimullah
Orphanage, Dacca.

(Sd.) K. M. Afzul
Nawab Zada-Khan Bahadur
Vice-President in the Chair-

মুসলমান ছাত্রদের ধর্ম্মের প্রতি তেমন আকর্ষণ নাই এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ পার্শী ও উর্দ্দুতে সুপণ্ডিত নহে দেখিয়া খান বাহাদুর ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও "সিরাজুস-সালেকিন" নামক পার্শী পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া উহার "শান্তি-সোপান" নামকরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার মুসলমানদের নিকট ঐ পুস্তকখানি অমূল্য সম্পদ। অনুবাদে সাধারণতঃ কোন পুস্তকের মৌলিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, কিন্তু খান বাহাদুর এমন সুন্দর ভাবে ও এমন সুমিষ্ট ভাষায় পুস্তকখানির অনুবাদ করিয়াছেন যে ইহাকে অনুবাদ বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এই পুস্তকখানির বাঙ্গালা এমন সুন্দর ও উচ্চাঙ্গের যে ইহাতে খান বাহাদুরকে বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

খান বাহাদুর কচুরীপানা ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ১৯৩৬ সালের ৩০শে মে তারিখের East Bengal times পত্রে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল উহার বঙ্গানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল, উহা পাঠে পাঠকগণ খান বাহাদুরের আর একটি মহাগুণের পরিচয় পাইবেন।

"বালিয়াদি ২৬শে মে। বালিয়াদীর প্রাচীন জমিদার খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের উদ্যোগে গত ২১শে মে বালিয়াদিস্থ বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় স্থানীয় প্রায় ৩ শত কৃষক ও সঙ্গতি এবং প্রভাব-সম্পন্ন লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। খান বাহাদুর ও তাঁহার একমাত্র পুত্র মৌলবী চৌধুরী লাবিবুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী সাহেব বক্তৃতা করিয়া বংশী নদী ও স্থানীয় খাল হইতে কচুরীপানা ধ্বংসের জন্য আবেদন করেন। ৫১ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। খান বাহাদুর মৌলবী কাজেমদ্দীন কমিটির পরিচালক (Dictator) ও তৎপুত্র মৌলবী চৌধুরী লাবিবুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভার পরে মৌলবী চৌধুরী লাবিবুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে প্রায় ১৫০০ শত লোক, ছাত্র ও শিক্ষক বালিয়াদি বাজারের নিকট বংশী নদীতে অবতরণ করিয়া কচুরীপানা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করেন। মৌলবী লাবিবুদ্দীনকে স্বহস্তে কচুরীপানা ধ্বংস করিতে দেখিয়া অন্য সমস্ত লোক মহোৎসাহে সে কার্য্যে ব্রতী হয়। ইহাদের মধ্যে সাহাবাজপুর এম্ ই স্কুল, টেকিবাড়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সেওরাতলী প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ ছিলেন। মৌলবী লাবিবুদ্দীন সেই পনর শত লোককে চিড়া ও গুড় বিতরণ করেন। মৌলবী চৌধুরী লাবিবুদ্দীনের যত্নে ঢাকা জেলার এই অঞ্চল হইতে কচুরীপানা একেবারে ধ্বংস হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

১৯৩৬ সালের ১৫ই মে তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় তাঁহার প্রজা বাৎসল্য সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা এস্থলে তাহা আমূল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

Baliadi Zemindar's Noble Example

WATER SCARCITY

Rs.10,000 Sanctioned For Excavation Of Tanks

(From A correspondent)

BALIADI (Dacca) May 13.

Khan Bahadur Moulvi Chowdhury Kazemuddin Ahmed Siddiky Sahib, Zemindar of Baliadi, has stretched out his generous as well as kind hand for saving the poor, when the people are in the melting pot owing to the economic depression and financial crisis—by sanctioning Rs. 10,000 this year for the excavation of several tanks for the purpose of drinking water and for supplying water to the agriculturists. This huge work is being carefully supervised by his only active and energetic son, Moulvi Chowdhury Labibuddin Ahmed Siddiky Sahib, which will give a relief to the labouring class.

The unemployed labourers will get a good deal of benefit in this hard days from the beneficent and noble work of Khan Bohadur Sahib Considering the deplorable condition of his tenants and agriculturists of this locality, who have become quite famished ; owing to the paucity in quantity of main crops, the noble Zemindar Sahib of Baliadi has chalked out this plain to give a good deal of help to the poor and needy. The public in general are very grateful for this act of kindness, which has given a practical effect upon the solution of the bread problem of the day labourers.

স্বর্গীয় যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদুঃখকাতর, মহাপ্রাণ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন কেওটখালী নামক গ্রামে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম অটলমণি দেবী। কাশীনাথ বিক্রমপুরের হাশাড়া মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। তিনি পরম দয়ালু ছিলেন এবং জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আর্ত্ত মাত্রেরই সেবা করিতেন। তিনি এদিকে পরম আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, বটে, কিন্তু হিন্দু হউক, মুসলমান হউক কাহারও অসুখ বিসুখ দেখিলে নিজে তাহার সেবা সুশ্রূষা করিতেন।

যামিনী নাথের পিতার অবস্থা পূর্ব্বে কতকটা ভাল থাকিলেও শেষে অতি খারাপ হইয়া পড়ে। এই কারণে যামিনীনাথের বিএ পড়ার খরচ পর্য্যন্ত তাঁহারা যোগাইতে সক্ষম হন না। কিন্তু এরূপ দারিদ্র্য-পীড়িতা হইলেও যামিনী নাথের পিতা মাতা অনশনে অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও অতিথি অভ্যাগতের যথোচিত সেবা করিতেন।

যামিনীনাথ পিতা মাতার দুঃখকষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতায় ভাগ্যানুসন্ধানে আইসেন এবং অতিকষ্টে পটলডাঙ্গী নিবাসী গিরীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দুইটি মূক বধির পুত্রকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কি করিয়া মূক বধিরকে শিখাইতে হয়, যামিনীনাথ তখন তাহা জানিতেন না। কিন্তু অনেক চিন্তার পর তিনি এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন।

অতঃপর জন সেবার সৎপ্রবৃত্তি লইয়া যামিনীনাথ তাঁহার অন্য দুইজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া সিটি কলেজের একটি প্রকোষ্ঠে দুইটি মাত্র ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর মহাপ্রাণ গিরীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যত্নে যামিনীনাথ বোম্বাই সহরে খ্রীষ্ট ন মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত মূক বধির বিদ্যালয়ে কয়েক মাস শিক্ষাদান প্রণালী শিক্ষা করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য পাথেয় সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

লণ্ডনের একটি মূক বধির বিদ্যালয়ে যামিনীনাথ বিনা বেতনে দেড় বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া সসম্মানে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং লণ্ডনের অন্যান্য মূক বধির বিদ্যালয়ে তিনি স্বচক্ষে শিক্ষাপ্রণালী দর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও অন্যান্য মহানুভব লোকের নিকট হইতে তিনি তখন অর্থও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

অতঃপর কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে যামিনীনাথ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ওয়াশিংটনের গ্যালডেট কলেজে গিয়া পড়িতে থাকেন। এখানে তিনি ষ্টেট্‌বৃত্তি পাওয়ায় ও বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি পাওয়ায় তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধাও কষ্ট ভোগ কারতে হয় নাই। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আমেরিকা হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যামিনীনাথ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আমেরিকায় মূক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং আমেরিকায় তাঁহাকে একটি মূক কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবও করা হইয়াছিল। তাঁহার কিন্তু বিদেশে চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনবান হওয়ার চেয়ে স্বদেশের মূক বধিরগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাকে তিনি অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি আমেরিকাবাসীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমেরিকার রেল-কোম্পানী তাঁহাকে অল্প ব্যয়ে আমেরিকার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিবার

অধিকার দিয়াছিলেন। তাঁহার ফলে যামিনীনাথ আমেরিকার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আরও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া যামিনীনাথ তাঁহার লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার মূক বধির বিদ্যালয়কে আরও বাড়াইতে লাগিলেন। ফলে বর্ত্তমানের মূক বধির বিদ্যালয়ের ন্যায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া সামান্য মাত্র বেতন লইতেন। তাঁহার জীবনের যা' কিছু সাধনা, শক্তি ও অধ্যবসায় সমস্তই এই স্কুলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পরের দুঃখ দূর করাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রবার্ট কার্লাইল বিদ্যালয়টিকে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে লইবার প্রস্তাব করিলে যামিনীনাথ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালী যে অকর্ম্মণ্য নয় এবং বাঙ্গালীর যে একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে—গবর্ণমেণ্টের হস্তে কিছুতেই বিদ্যালয়টিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না।

যামিনীনাথ উচ্চ শিক্ষার্থ বিলাত গিয়া ফিরিয়া আসিবার পর সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মনে মনে বিশেষ স্নেহ করিলেও নিজের নিষ্ঠা ও আচার নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেন না। একদিন কাশীনাথ গৃহ মধ্যে দুইটী মিষ্টান্ন খাইবার জন্য বসিয়াছেন এবং একটি মুখে দিয়াছেন, এমন সময় যামিনীনাথ অতর্কিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে কাশীনাথ তৎক্ষণাৎ মুখের মিষ্টান্নটি বাহিরে আসিয়া ফেলিয়া দিলেন। অপর মিষ্টান্নটি যামিনীনাথের পুত্রকে দিলেন।

সমাজ তাঁহাকে বারংবার প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনুরোধ করিত, কিন্তু তিনি বলিতেন, যামিনীনাথ কখনও বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে না।

কিন্তু তথাচ সমাজ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় কাশীনাথ সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। পরে কিন্তু সমাজ নিজেদের দোষ বুঝিতে পারিয়া যামিনীনাথকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমাজস্থ নিষ্ঠাবান ঘরের পাত্রপাত্রীগণের সঙ্গে যামিনীনাথের পুত্র কন্যা-গণের বিবাহ হইয়াছিল।

১৯১০ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ও জন সেবার প্রবৃত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কাইজার-ই হিন্দ্" পদক পুরস্কার দেন। তিনি বিদ্যালয়ের জন্য অহোরহঃ পরিশ্রম করিতেন এবং বিদ্যালয়ই তাঁহার শয়নের স্বপনের একমাত্র চিন্তা ছিল। একদিন পীড়িতাবস্থাতেই তিনি রাইটাস বিল্ডিংয়ে বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য মিঃ ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং সেইখানে সোপানের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গৃহে আনা হয় এবং কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর মহাত্মা যামিনী নাথ ইহলোক ত্যাগ করেন।

———

স্বর্গীয় শ্যামল ধন দত্ত

স্বর্গীয় শ্যামলধন দত্ত (সলিসিটর)

নিমতলা ষ্ট্রীটস্থ বর্ত্তমান দত্তবাড়ী জগৎরামদত্ত দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। জগৎরাম দত্ত এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (পাইকপাড়া) লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে বাঙ্গালা দেশের জরিপ কার্য্য প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ জগৎ রাম দত্ত মহাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে খড়োরিয়া পরগণা এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভুলুয়া পরগণা পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহার আয় বার্ষিক দুই লক্ষ টাকার উপর। ৺ জগৎরাম দত্ত মহাশয়ের তিন পুত্র ছিল। ৺কাশীনাথ দত্ত, ৺রামজয় দত্ত ও ৺ হর-সুন্দর দত্ত। উক্ত খড়োরিয়া পরগণা ইঁহাদের সময় তিন জেলায় বিভক্ত হয়। বড় জেলা, মেজ জেলা ও ছোট জেলা। ৺কাশীনাথ দত্ত মহাশয় ৩২ বৎসর বয়সের সময় দেহত্যাগ করেন এবং বহু টাকা দান করিয়া যান। রামজয় দত্ত মহাশয় শ্যামলধনবাবুর পিতামহ, তাঁহার অংশ উক্ত মেজ জেলা। শ্যামলধন বাবু স্বর্গীয় কুমার কৃষ্ণ দত্ত ও স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি বোনার্জ্জীর সাহায্যে জমিদারী লিমিটেড কোম্পানীরূপে করিয়া যান এবং সেই লিমিটেড কোম্পানী এখনও বিশেষ ভালরূপে চলিতেছে। বর্ত্তমান ডিরেকটরগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের এই জমিদারী ও তৎসংলগ্ন তাঁহাদের খ্যাত-নামা কীর্ত্তি সমূহ বিশেষভাবে রক্ষা করিতেছেন। রামজয় বাবুর বিষয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীচরণ দত্ত (শ্যামলধন দত্তের পিতা) বিশেষ বৃদ্ধি করিয়া যান। তিনি উক্ত জমিদারীতে নীলের এক চেটিয়া কারবার করিয়া এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে নীল লণ্ডনে পাঠাইয়া তাঁহার ষ্টেটের জন্য অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই টাকায় কলিকাতার সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যান। ১৮৫৫ সালে যখন কালীচরণ বাবুর মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার ও

তাঁহার ভ্রাতাগণের কলিকাতার সম্পত্তির মাসিক আয় দশ হাজার টাকা ছিল। সেই সম্পত্তির এখন মাসিক ২ লক্ষ টাকা আয় হইবে!

হরসুন্দর দত্তের কোন পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার দৌহিত্রেরা কোন্নগরের মিত্র বংশীয়। হরসুন্দর বাবুর দৌহিত্র আনন্দলাল মিত্র বিশেষ ভোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি হরসুন্দর বাবু কর্ত্তৃক কোন্নগরের স্থাপিত দ্বাদশ মন্দির বিশেষভাবে তত্ত্বাবধারণ করিবার কালে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল মৃত মোহিনী মোহন রায় কর্ত্তৃক উহা ক্রীত হয়।

কালীচরণ দত্তের দুই স্ত্রী—প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ৺নীলমণি দত্ত, তাঁহার পৌত্র ৺কুমার কৃষ্ণ দত্ত সলিসিটর ছিলেন। এক্ষণে কুমার কৃষ্ণ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত অসীম কৃষ্ণ দত্ত সলিসিটর "কে কে দত্ত এণ্ড কোং" নামে চালাইতেছেন। কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্রের নাম শ্যামল ধন দত্ত মহাশয় দশশালা বন্দোবস্তের সময় ইংরেজ সরকারকে বিশেষ সাহায্য করায় খড়োরিয়া পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন; কিন্তু জগতরাম ঐ জায়গীর একাকী না লইয়া তিন পুত্রের নামে লিখিয়া লইয়াছিলেন। যাবতীয় টাকাকড়ি কাশীনাথ দত্ত মহাশয়ের হাতেই ছিল। কাশীনাথ অত্যন্ত বদান্যবর ছিলেন এবং মাত্র ৩২ বত্রিশ বৎসরকাল জীবিত থাকিলেও এই অল্প সময়ের মধ্যে জন সাধারণের মনে এতদূর শ্রদ্ধাভক্তির বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন যে. নাগরিকগণের প্রস্তাবে টালায় তাঁহার নামে একটি রাস্তার নাম "কাশীনাথ দত্ত রোড" হয়। তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। এত শ্রদ্ধা করিতেন যে তাঁহারা কখনও কাশীনাথের নিকট টাকাকড়ির হিসাব চাহেন নাই। রোগশয্যায় পড়িয়া কাশীনাথ ভ্রাতৃদ্বয়কে বলেন যে, নগদ টাকা কড়ি তিনি সমস্তই দয়া-দাক্ষিণ্যে ব্যয় করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে

শুধু খড়োরিয়া পরগণা। এই পরগণা দুই ভাইয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার জন্য তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে অনুরোধ করেন। ইহা শুনিয়া রামজয় দত্ত বলেন, তাহা কখনই হইতে পারে না, খড়োরিয়া পরগণা সমান তিন ভাগ করিয়া লইতে হইবে। ইহা বলিয়া তিনি সম্পত্তির তিনভাগ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ কনিষ্ঠ হরসুন্দর, তৎপর উৎকৃষ্ট ভাগটি কাশী-নাথকে দিয়া নিজে নিকৃষ্ট ভাগটি গ্রহণ করেন। তদবধি উক্ত খড়োরিয়া পরগণার নাম হয়—বড় জেলা, মেজ জেলা ও ছোট জেলা। কাশীনাথের নাম প্রাতঃ স্মরণীয়। তাঁহার নাম এখন পর্য্যন্তও সকলে স্মরণ করিয়া থাকেন।

রামজয় দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র কালীচরণ দত্ত সাবালক হইয়া মেজ জেলাতে নীলের চাষ করেন। তিনি নীলের ব্যবসায় এতদূর সাধুতার সঙ্গে করিয়াছিলেন যে, ইউরোপে পর্য্যন্ত তাঁহার "মার্কা" প্রথম হইয়াছিল।

অধুনা রামজয় দত্ত মহাশয়ের বংশধরগণ কলিকাতার যে সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় ভোগ করিতেছেন, তাহা ৺কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের দ্বারাই অর্জ্জিত ও কৃত। উক্ত কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের সময়ে দুইটি সমাজ ছিল; একটি শোভাবাজার রাজবাড়ীতে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বাধীনে, আর একটি কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে। ৺শিব নারায়ণ ঘোষ মহাশয় যখন প্রথম বড়লোক হন, তখন তিনি প্রথমে শোভাবাজারে গিয়া মিশেন। সেখানে মনো-মালিন্য হওয়ায় তিনি ৺কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। কালী চরণের নাম প্রতিপত্তির কোন পিপাসা ছিল না।

কালীচরণের কনিষ্ঠপুত্র শ্যামলধন দত্ত ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া হাইকোর্টের এটর্নী হন। তিনি পিতার যাবতীয় সংগুণ সমূহের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ১২ বৎসর, তখনই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি

বিশেষরূপে মাতৃভক্ত ছিলেন। বি এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পর তিনি ৬ মাস কাল গোপনে মেডিকেল কলেজে পড়েন; কিন্তু সে সময়ে মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। তাই তাঁহার মাতা যখন তাঁহাকে "মুদ্দাফরাসে"র কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মায়ের আদেশ পালন করিলেন। তিনি প্রথমে গিলাণ্ডার কোম্পানীর আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হইয়া পরে সুইন্‌হো লাহা কোংর রমানাথ লাহা মহাশয়ের আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হন। শ্যামলধন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তথায় কার্য্য করিয়া এটর্ণীসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর লাহা মহাশয়ের পরামর্শে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে শ্যামলধন বাবু হাই কোর্টে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন এটর্ণি হন।

তিনি এটর্ণী হইলেও যাহাতে লোকের অযথা অর্থব্যয় না হয়, সেজন্য কোন মক্কেল আসিলে তাহাদের মামলা আপোষ মিটাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া অপর পক্ষ অধিকাংশ সময়ে তাঁহাকে Sole Arbitrator করিয়া মামলার নিরপেক্ষ নিষ্পত্তি করিতেন। তাঁহার অফিসের Record দেখিলেই বুঝা যায় যে, তিনি বহু দরিদ্র ও বিধবা লোকের সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। নাম প্রতিপত্তি লাভে তাঁহার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না, সেই জন্য কোন সভা সমিতিতে কিংবা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁহাকে দেখা যাইত না। তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনাই ছিল—পরোপকার। তাঁহার জীবনে চতুরাশ্রমের সমবায় দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি শৈশব ও বাল্যকাল বিদ্যার্জ্জন, যৌবনে বিষয় ভোগ, বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মানুশীলন করিয়া যোগী ঋষির ন্যায়

দেহত্যাগ করেন। তিনি পিতার আদেশে একটি "ব্রাহ্মণ সভা" স্থাপন করিয়া ৪৫ বৎসর বয়স হইতে ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাস্ত্রানুশীলনের জন্য বহু টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য করেন। বাঙ্গালার প্রত্যেক জমিদার যদি তাঁহার সেই কার্য্যের অনুসরণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের জমিদারী নিরাপদ হইবে। তিনি নিজ জমিদারী লিমিটেড করিয়া উহার নাম The khororia Mejojela Syndicate limited কোম্পানী রাখিয়াছিলেন। এজন্য আজিও উক্ত জমিদারী অব্যাহত আছে। অন্য দুই জেলা যথা ছোট জেলা ও বড় জেলা লিমিটেড না করায় প্রথমটি বিক্রীত হইয়াছে আর দ্বিতীয়টি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ইঁহারই পরামর্শানুসারে Sir B. C. Mitter এবং আরও অনেকে জমিদারী Syndicate করিয়াছেন।

তাঁহার এই সমস্ত সুব্যবস্থার ফলে তাঁহার দৌহিত্রদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ঘোষ সুনামের সহিত তাঁহার অফিসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহারই পুণ্যফলে তাঁহার দৌহিত্রদের মধ্যে কাহাকেও পরদ্বারে দাসত্ব করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইতেছে না। বরং তাঁহার দুই দৌহিত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শিরিষচন্দ্র ঘোষ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতেছেন।

শ্যামলধন বাবু বার্ষিক ৩০০০।৪০০০ হাজার টাকা অর্থ বস্ত্রাদিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করিতেন।

১৯০২ সালের জুলাই মাসে তিনি তাঁহার মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে Articled ক্লার্ক রূপে গ্রহণ করেন এবং ইনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট সলিসিটররূপে তালিকাভূক্ত হওয়ায় তিনি ঐ দৌহিত্রকে আপন অংশীদার করেন এবং ফার্ম্মের নাম "এস্ ডি দত্ত এণ্ড ঘোষ" রাখা হয়। তিনি ১৯১৬ সালে তাঁহার উক্ত

দৌহিত্রকে দলিল লিখিয়া দেন, যাহাতে তিনি ঐ ফার্ম্মের সম্পূর্ণ মালিক হন এবং ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যে উইল করেন তাহাতে ঐ ফার্ম্ম ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত দেনা পাওনা তাঁহার উক্ত দৌহিত্রকে দান করেন। পরেশ বাবু এখন নিজনামে ও "এস্ ডি দত্ত এণ্ড ঘোষ" নামেও কাজ করেন। এই ফার্ম্ম ভারতীয় এটর্ণীদিগের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ফার্ম্ম এবং ১৮৭০ সাল হইতে বরাবরই শ্যামলধন বাবুর ফার্ম্ম বড় ফার্ম্মরূপে বড় বড় এষ্টেট্ ও বিবিধরকম মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেছেন। প্রথমে শ্যামলধন বাবু জে, টি. হিউম সাহেবকে অংশীদার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ফার্ম্মের নাম—"হিউম এণ্ড দত্ত" হয়। কিছু দিন পরে হিউম সাহেব পৃথক হইয়া যান এবং Public Prosecutor নিযুক্ত হন। তিনি অনেকদিন যাবত Public Prosecutor এর কাজ করিয়াছিলেন। হিউম সাহেব চলিয়া যাইবার পর শ্যামলধন বাবু তাঁহার বৃহৎ অফিস প্রায় ২৫ বৎসর একলাই পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার আর্টিকেল্ড ক্লার্ক বাবু নলিনচন্দ্র গুপ্ত এটর্ণিসিপ পরীক্ষায় পাশ হন, তখন তাঁহার অফিসে তিনি যোগদান করেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাদে প্রথম ৩নং স্কেলে খরচা পাইবার মামলায় কালীদেবী ওরফে অন্নপূর্ণা দেবী বনাম দেওয়ান রাধামাধব ব্যানার্জ্জীর ষ্টেট্ সম্বন্ধে মোকদ্দমায় শ্যামলধন বাবু মহামান্য হাইকোর্টের জাষ্টিস্ নারিস্ সাহেবের বিচারে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

গোপাল লাল শীলের উইলের মোকদ্দমায় ১৯০৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মহামান্য হাইকোর্টের জাষ্টিস্ হ্যাণ্ডারসন ও ষ্টিফেন সাহেবের হুকুমে তিনি তাঁহার মক্কেলের মৃত গোপাললাল শীলের দ্বিতীয় পত্নী নয়াণ মঞ্জরী দাসীর পক্ষ হইতে এবং তাঁহার ভাগিনেয়গণের তরফে অনুমোদিত একখানি উইলপত্রকে জাল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া দেন এবং

তৎপরে তাঁহার মক্কেলকে যাবজ্জীন তাঁহার স্বামীত্যক্ত •বিশাল সম্পত্তির মালিক বলিয়া ডিক্রী লইয়া দেন।

শ্যামলধন বাবু এবং মিষ্টার এন্ এল দে এড্‌ভোকেট—ঐ ডিক্রী অনুযায়ী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী জাষ্টিস্ ফ্লেচারের বিচারে মৃত গোপাললাল শীলের ত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির রিসিভ্যর নিযুক্ত হন এবং ঐ ষ্টেটের সম্পূর্ণ সুবন্দোবস্ত করিয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে উক্ত রিসিভারের কার্য্য হইতে নিজে দরখাস্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই দুই বড় মোকদ্দমায় তিনি নিজের প্রচুর অর্থব্যয়ে নিজেই মোকদ্দমা চালাইয়া মক্কেলদের যথেষ্ট সম্পত্তি ও টাকা লাভ করাইয়া দেন। প্রথম জীবনে তিনি তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ৺জয় নারায়ণ মিত্রের ত্যক্ত তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসীর প্রাপ্য ৫০ হাজার টাকা Legacy পাইয়াছিলেন। শিবসুন্দরী ১৮৯৩ খৃঃ ৭ই মার্চ্চ স্বর্গারোহণ করেন, তার পর হইতে শ্যামলধন যোগীপুরুষের ন্যায় থাকিতেন। তাঁহার যখন ১২ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা ৺কালীচরণ দত্ত মহাশয় পাঁচটি সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। পুত্রদিগের নাম ৺নীলমণি দত্ত। (শ্যামলধন বাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) কুমার কৃষ্ণ দত্ত, রাজচন্দ্র দত্ত, বীরেশ্বর দত্ত, কৃষ্ণধন দত্ত। (ইনি হাইকোর্টের উকিল ছিলেন) এবং কনিষ্ঠ শ্যামলধন দত্ত।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ শ্যামলধন বাবুর সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শ্যামলধন বাবু বড় বড় মোকদ্দমায় রাসবিহারী বাবুকে নিযুক্ত করিতেন। শ্যামলধন বাবু ১৯১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভোর ৪ টার সময় তাঁহার ইষ্ট দেবী ৺কালী মাতার ছবির সাক্ষাতে তাঁহার বসতবাটী ১৬০নং বলরাম দের ষ্ট্রীটের হলঘরের চেয়ারের উপর বসিয়া জপ করিতে করিতে দেহরক্ষা করেন। ডাক্তার ব্রাউন সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তিনি বলেন যে, তিনি এমন দৃশ্য

কখনও দেখেন নাই। শ্যামলধন বাবু শেষ জীবনে আপনার সাধনা ও ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার জন্য আধ্যাত্মিক জগতে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন সিদ্ধ মহা-পুরুষের ন্যায় ছিল। তিনি যখন যাহা বলিতেন, তাহা ফলিয়া যাইত। এজন্য সকলেই তাঁহাকে একজন যোগী মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তাঁহার জীবন বিষয় ঐশ্বর্য্যে বাহ্যিক মগ্ন থাকিলেও আন্তরিক-ভাবে তিনি ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া জীবন্মুক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেন। সাধারণ লোকে বাহির হইতে বড় একটা তাঁহাকে চিনিতে পারিত না।

খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল গণী

ফরিদপুরের খানবাহাদুর মৌলবী আবদুলগণী সাহেবের সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় ও জীবনবৃত্তান্ত।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন নুরপুর গ্রাম খানবাহাদুর মৌলবী আবদুল গণী সাহেবের গ্রাম্য বাসস্থান। তিনি মৌলবী মহম্মদ নাজেমের তৃতীয় পুত্র। মৌলবী মহম্মদ নাজেম আরবী ও পার্শি ভাষায় শিক্ষিত ও নানাসদ্‌গুণ বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত মোসলমান এবং এ অঞ্চলে সুফী সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহের পিতা মৌলবী আবদুস্ সামাদ প্রথম নুরপুর গ্রামে আসিয়া নুরপুরের সৈয়দ আবদুল গণী সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বসবাস স্থাপন করেন। যতদূর জানা যায় উক্ত সৈয়দগণ মাসা উজান হইতে মোগল রাজত্বকালে নুরপুর আগমন করেন। এখানে তাঁহারা তরফ মুনসুরাবাদের ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহারা হজরত জয়নাল আবদিনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন। তাঁহারা সকলেই সুশ্রী ও সুপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা শিয়াহ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এখনো নুরপুর গ্রামে তাঁহাদের ইমামবাড়া, খানে খোদা এবং কবরগাহ বিদ্যমান আছে। যতদূর অবগত হওয়া যায় মৌলবী আবদুস্ সামাদ ১০৫৫ সালে ৩৪ বৎসর বয়সে নুরপুর আসেন, তাঁহার জন্মস্থান মোসলমান প্রধান খোয়াইল গ্রামে ছিল। কথিত আছে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসেন। পরে ক্রমে খোয়াইল গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তিনি মুর্শিদাবাদ নওয়াব পরিবারে কোরাণশরিফ শিক্ষার

জন্য শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে নওয়াব সরকার হইতে ঢাকায় প্রেরিত হন। সেই সময় এই অঞ্চলে পুরাতন জালালপুর ও হাবেলী পরগণার জমিদারগণের মধ্যে সীমানা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয় ঢাকা হইতে আমিনগণ আসিয়া চান্দেরকান্দী ও নিকটবর্ত্তী অন্য কয়েকটি গ্রাম জালালপুরের অন্তর্গত বলিয়া সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যান। ইহাতে হাবেলীর জমিদারগণ রাজী না হইয়া মুর্শিদাবাদের নওয়াবের নিকট আপীল করেন, নওয়াব সরকার হইতে স্থানীয় তদন্তের জন্য ও বিবাদ মীমাংসার জন্য মৌলবী আবদুস্ সামাদকে চান্দেরকান্দী পাঠান হয়, চান্দেরকান্দীর বর্ত্তমান নাম সদরদি, উক্ত চান্দেরকান্দী নুরপুরের পূর্ব্বদিকে মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত। মৌলবী আবদুস্ সামাদ নুরপুরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত হালট দিয়া যাইবার সময় নুরপুরে সৈয়দ সাহেবদের ১২ দ্বারী কাছারী ও সুবৃহৎ বাসস্থান দেখিয়া আকৃষ্ট হন। সৈয়দসাহেবগণ তাঁহাকে তাঁহার লোকজন সহ তাঁহাদের বাড়ীতে অবস্থান করিতে নিমন্ত্রণ করেন, তিনি ঐখান হইতেই তাঁহার তদন্তের কার্য্য সমাধা করেন। কার্য্য শেষে তিনি আর ফিরিয়া গেলেন না। তাঁহার সঙ্গের অন্যান্য কর্ম্মচারী ও লোকজনকে ঢাকা ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সৈয়দ সাহেবদের পরিবারে বিবাহ করিয়া নুরপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি ১২৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া ১১৪৫ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁহার দুই পুত্র ছিল, মওলানা মহম্মদ শরাফৎ উল্লা ও মহম্মদ মেহেদী। মওলানা শরাফৎ উল্লার ১১৬৫ সনে মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মহম্মদ খায়ের উল্লা, (মৃত্যু ১২১০ সন)। তাঁহার তৃতীয় পুত্র মহম্মদ কলীম। ইনি খান বাহাদুরের পিতামহ। তিনি হজ করিতে যাইয়া হজ্ব অন্তে ১২৭০ সনে পবিত্র মক্কা নগরে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার সহযাত্রী হাজী মফিজদ্দিন তাঁহার টাকা পয়সা ও পোষাকাদি লইয়া দেশে

ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেন যে মক্কাশরিফে স্থান ক্রয় করিয়া স্থায়ীভাবে তাঁহার কবর দিয়া নিদর্শন রাখিয়া আসা হইয়াছে। পরে হজ করিতে যাইয়া এদেশের অনেকে উক্ত কবর দেখিয়া জেয়ারত করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মহম্মদ নাজেম, খানবাহাদুর সাহেবের পিতা। তাঁহার পাঁচ পুত্র ১। মহম্মদ আর্শাদ আলী ২। গোলাম কাশেম, ৩। আবদুল গণী ৪। আবদুর রব ৫। আবদুর রজ্জাক এবং পাঁচ কন্যা। তিনি বাণেশ্বরাদি গ্রামে প্রসিদ্ধ খন্দকার বংশে ফয়জদ্দিন মরহুম সাহেবের কন্যকে বিবাহ করেন। মহম্মদ নাজেম মরহুম ১৩০১ সনে রমজান মাসে রোজা থাকা অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

খানবাহাদুর আবদুল গণী ১২৬৫ সনে ১৭ই ফাল্গুন শনিবার মাতুলালয়ে বাণেশ্বরাদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতে আরবি শিক্ষা করিয়া এবং ভাঙ্গা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসায় তিনি ভর্ত্তি হন। সেখানে ৫।৬ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পরে ১৮৮৪ সনে মোক্তারী পাশ করিয়া ফরিদপুর টাউনে আসিয়া practice করিতে আরম্ভ করেন। অনেক সুনাম ও যশের সহিত তিনি এই ব্যবসা করিয়াছেন ও বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। অতিথি ও আগন্তুকের জন্য তাঁহার অবারিত দ্বার। বহু ছাত্র তাঁহার বাসায় থাকিয়া স্থানীয় স্কুল হইতে পাশ করিয়া গিয়াছে এবং বিদেশী সরকারী কর্ম্মচারীগণও অনেকেই অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হন এবং ফরিদপুর মোসলমানদের মধ্যে অন্যতম নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে ফরিদপুরে আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, ফরিদপুর হিতৈষী এম্, ই, স্কুল সৃষ্টিকর্ত্তাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী, উক্ত স্কুলের সমস্ত আসবাব পত্র তিনি তাঁহার নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছেন। উক্ত স্কুল কিছুকাল তাঁহার নিজের বাড়ীতেই ছিল। ফরিদপুর

প্রেস্ তিনি প্রথমে তাঁহার বাসায়ই স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা কাঠের প্রেস্ ছিল। পরে অন্য বন্ধুগণের সহযোগিতায় ভাল লোহার প্রেস্ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি চিরকালই গরীব, দুঃখী ও কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মিঃ জে এন্, রায় ফরিদপুরে ডিষ্ট্রিক্‌ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকাকালীন তাঁহারই সাহায্যে ও উদ্যোগে খান-বাহাদুর সাহেব একটা দরিদ্র কুটীর স্থাপন করেন এবং "কৃষিকথা" নামে একখানি মাসিকপত্র ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে স্থাপন ও পরিচালন করেন! দুঃখের বিষয় এই দুই কীর্ত্তির একটাও এখন আর নাই। তিনি প্রায় ৩৫ বৎসর যাবৎ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। কয়েক বৎসরকাল তিনি ফরিদপুর সদর লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি প্রথম ফরিদপুরে সমবায় সমিতি সমূহ সৃষ্টি করেন। ফরিদপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক তিনিই স্থাপন করেন এবং তিনি উহার অবৈতনিক সেক্রেটারী ছিলেন। ফরিদপুর বাজার মসজিদ প্রস্তুতের তিনি সর্ব্বপ্রথম উদ্যোক্তা, মৌলবী আফ্ছার উদ্দীন আহাম্মদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডেপুটী কালেক্টর মরহুম সাহেবের সহযোগিতায় খানবাহাদুর সাহেব মসজিদ নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ও অল্প সময়ের মধ্যেই ইট ও চূণের সংগ্রহ করিয়া দেন, পরে মুন্সী জমিরুদ্দিন ও মুন্সি ছমিরুদ্দিন ফরিদপুরের এই দুই ধর্ম্মপ্রাণ ভ্রাতা মস্জিদ নির্ম্মাণ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদেরই পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে ফরিদপুর বাজারে পাকা মস্জিদ নির্ম্মাণ সুসম্পন্ন হয়।

খানবাহাদুর সাহেব অল্প বয়স হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ এবং মোসলমানীয় সমস্ত কার্য্যকলাপ ও প্রথা বিশেষ পরিশ্রম ও সততার সহিত করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিশ্বপ্রসিদ্ধ বোগদাদ শরিফের বড় পীর সাহেবের সাক্ষাৎ বংশধর হজরত শাহ সুফী মোরশেদ আলী অলকাদেরী (দঃ) সাহেবের পবিত্র হস্তে মুরিদ হইয়াছেন। তিনি

নিজ অর্থব্যয়ে বিখ্যাত লেখক মৌলবী আলাউদ্দিন আহাম্মদ কৃত "বড় পীর সাহেবের জীবন চরিত", "ওমর চরিত" ও "উপদেশ সংগ্রহ" পুস্তকাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। ফরিদপুরে আরবী ও পার্শি শিক্ষার বিদ্যালয়ের অভাব দেখিয়া তিনি একটা জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

তিনি সরকার হইতে ১৯১১ সনের জানুয়ারী মাসে খানসাহেব খেতাব এবং ১৯২১ সনের জানুয়ারীমাসে খান বাহাদুর খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য সরকার হইতে মেডাল ও কয়েকখানি সার্টিফিকেট্ পাইয়াছেন।

খান বাহাদুর আবদুল গণী মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত বাহাড়াগ্রামের মৌলবী আবদুর রহিম মরহুম সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। খান বাহাদুর সাহেবের পাঁচপুত্র। ১। আবদুল করিম (বি, এল) ২। আবদুর রহিম (এম্ এ) ৩। আবদুল হাকিম ৪। আবদুল হালিম (বি. এ) ৫। আবদুল আলিম (বি, এ) এবং ৬ কন্যা।

খান বাহাদুর সাহেবের প্রথম পুত্র ফরিদপুরে ওকালতি করিতেছেন। ২য় পুত্র আবদুর রহিম ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ফরিদ-পুরে জন্মগ্রহণ করেন, ১৯১৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ফিলসফিতে এম্, এ, পাশ করেন ও ১৯১৭ সনে নবেম্বর মাসে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯১৭ সনের ডিসেম্বর মাসে বেহারের কো-অপারেটিভ্ সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার খান বাহাদুর মোলবী মহিউদ্দীন সাহেবের তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৯১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর রবিবার রাত্র ৮॥ ঘটিকার সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ফরিদপুর বাসা বাটীতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

খান বাহাদুরের অন্যান্য পুত্রগণ সরকারী কাজে নিযুক্ত আছেন।

খান বাহাদুর সাহেবের প্রথমা কন্যার, ফরিদপুরের বানেশ্বরদি গ্রামের মৌলবী খোন্দকার আব্দুর রউফ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র, মৌলবী খোন্দকার আব্দুল হক সাহেবের সহিত বিবাহ হয় (১৩০৭), এই কন্যার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কন্যার সহিত উক্ত খোন্দকার সাহেবের বিবাহ হয় (১৩১২)। তাঁহাদের দুই পুত্র—খোন্দকার নুরল হক ও খোন্দকার, মহবুবল হক ও তিন কন্যা। তৃতীয় কন্যার এক বৎসর বয়েসে মৃত্যু হয়। চতুর্থ কন্যার সহিত খান সাহেব আব্দুল গফুরের বিবাহ হইয়াছে (১৩১৫), পঞ্চম কন্যার সহিত বাহাড়া গ্রামের মৌলবী আব্দুর রহিম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র (খান বাহাদুরের স্ত্রীর ভ্রাতা) মৌলবী মোবারেক হোসেন সাহেবের একমাত্র সন্তান খান সাহেব আনোয়ার হোসেনের সহিত বিবাহ হইয়াছে (১৩১৭)। খান সাহেব আনোয়ার হোসেন ঢাকা নিজ বাসায়, ৩০১নং খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন রোডে থাকিয়া বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ্ বিভাগে চাকুরী করিতেছেন। কার্য্যদক্ষতার জন্য ১৯৩৪ সনের জুন মাসে তিনি “খান সাহেব” খেতাব পাইয়াছেন। তাঁহার ৪ পুত্র—আমির হোসেন, আশরাফ্ হোসেন, আহাম্মদ হোসেন, আবুল হোসেন ও দুই কন্যা। খান বাহাদুর সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত ফরিদপুরের ফুলসুতী গ্রামের মৌলবী চৌধুরী আব্দুল আজিজ, সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী চৌধুরী মহাম্মদ ইয়াছিনের বিবাহ হইয়াছে (১৩৩১), উক্ত চৌধুরী সাহেব কলিকাতা ১৭নং হায়াত খান লেনে বসবাস করিয়া নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের একপুত্র—মহম্মদ এব্রাহিম।

খান বাহাদুর সাহেবের পত্নী অসমান্যা গুণবতী ছিলেন। তিনি ১২৭১ সালে বাহাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৮ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। সেবা, পরিচর্য্যা ও পুরবাসিগণের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। পবিত্রতা, দয়া, ধর্ম্মে মতি ও মানবের প্রতি অগাধ স্নেহ এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালবাসা ও প্রগাঢ় সহানুভূতি তাঁহাকে

বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ১৩২৫ সালে প্রিয়তম পুত্র আব্দুর রহিমের মৃত্যুতে তিনি শোকে অধীর হইয়া এক বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসের তিনি ফরিদপুরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দেহ নুরপুরে পারিবারিক কবর গাহে সমাধিস্থিত আছে।

মৌলবী আবদুল করিম বি, এল্

খান বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী আবদুল করিম ফরিদপুর জেলার বাহারা গ্রামে ১২৯৫ সালের ১৪ই আশ্বিন শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলা স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স, হাজারিবাগ সেণ্ট্ কলাম্বাস কলেজ হইতে আই, এ, এবং কলিকাতার সেণ্ট্ পলস্ কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন। অতঃপর বি এল্ পাশ করিয়া তিনি ফরিদপুরে ওকালতী করিতেছেন। তিনি ফরিদপুর মিউ-নিসিপালিটীর কমিশনার, সদর লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সদস্য। তিনি ফরিদপুর জেলা মুসলমান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন ও আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়ার ১৯৩৩ সালে সভাপতি হন। ১৯২১ সালে মহামান্য যুবরাজ কলিকাতা লাট প্রাসাদে যে উৎসব (Levee) করেন, তিনি তাহাতে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের গোলযোগের সময় তিনি ফরিদপুর জেলের পরিদর্শক ছিলেন। উত্তর ফরিদপুরের মুসলমান কেন্দ্র হইতে তিনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি সম্রাটের জুবিলী পদক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ফরিদপুরে তিনি জনপ্রিয় এবং হিন্দু মুসলমান সকলেই সমভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন।

১৯০৯ সালে ফরিদপুর জেলার কাদিরদি গ্রামের মৌলবী খোন্দকর

আবদুল ওয়াহেদের একমাত্র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনি ১৯১৯ সালের নবেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার শাহাপুরের মৌলবী সৈয়দ আবদুল মালেক মরহুম সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র—আবু মহম্মদ ফজলুল করিম ও আবদুন্ নাইম এবং ৪ কন্যা।

খান সাহেব মৌলবী আবদুল গফুর

খান সাহেব মৌলবী আবদুল গফুর ফরিদপুর জেলার নুরপুর গ্রামের মৌলবী গোলাম কাসেম মরহুমের একমাত্র পুত্র। মৌলবী গোলাম কাসেম ডাঙ্গারপাড় গ্রামে খোন্দকার মফিজদ্দিন আহম্মদ সাহেবের বাড়ীতে ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১০ই বৈশাখ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ভাঙ্গা হইতে তিনি মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তৎপর কলিকাতা মাদ্রাসায় পড়িতে থাকেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার পিতা মৌলবী মহম্মদ নাজেম মরহুম সাহেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ফরিদপুরে মোক্তারী করিয়াছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রাম নিবাসী ভাঙ্গার উকিল মৌলবী মাহিউদ্দীন সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তিনি অতি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের ও নিজ বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি কলিকাতায় মারা যান। তাঁহার মৃত দেহ স্বগৃহে আনিয়া পারিবারিক সমাধিস্থলে সমাহিত করা হইয়াছিল। তাঁহার দুই কন্যা ছিল, জ্যেষ্ঠ কন্যাটি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কনিষ্ঠা কন্যাটির সহিত স্কুল সমূহের সাবইনস্পেক্টর মৌলবী তোফাজ্জেল হোসেনের বিবাহ হয়। তাঁহাদের ৬টি পুত্র

—(১) আতিকার রহমণ মহমুদ বি, এ ডেপুটী কালেক্টর (২) ওয়ালিয়ার রহমণ সাদেক (৩) খালিলুর রহমন সিদ্দিক (৪) ওবিদুর রহমণ মনসুর (৫) আমিনুর রহমণ মামুন (৬) মসিহুর রহমণ মাসুদ ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র আতিকার রহমানের সহিত বাঙ্গালার কো-অপারেটিভ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার খান বাহাদুর মৌলবী আরসাদ আলি সাহেবের কন্যার বিবাহ হইয়াছে। কন্যাটির বিবাহ ডেপুটী কালেক্টর খান সাহেব কাজি মাহিউদ্দীন সাহেবের সহিত হইয়াছে।

মৌলবী গোলাম কাসেমের একমাত্র পুত্র খান সাহেব মৌলবী আবদুল গফুর ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার নুরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি হামিদ্দি ও ভাঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টরূপে বিশেষ যোগ্যতার সহিত বহু বৎসর কার্য্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে সার্টিফিকেট, ওয়াচ, স্বর্ণাঙ্গুরী, ছড়ি, ফাউনটেন পেন, পদক ইত্যাদি পারিতোষিক দিয়াছেন। ১৯২৮ সালের জুন মাসে তিনি "খান সাহেব" উপাধি পান। তিনি সুদীর্ঘ পনর বৎসরকাল ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তিনি খানবাহাদুর মৌলবী আবদুল গণির চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র (১) আবদুল্লা জন্ম ১৯১৮ ৩রা জুলাই, মৃত্যু ১৯২১ ২রা জুলাই (২) সামসুল কাদির (৩) আনওয়ারালকাদির (৪) জুনুন কাদির (৫) বেন্নন কাদির এবং এক কন্যা।